দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা শনিবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২০৯ ॥ ১৬ নভেম্বর ২০২৪ ॥ ০১ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বাংলা ॥ ১৩ জমাঃ আউঃ ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

২০২৫ সাল নাগাদ সরকারি নির্মাণে পোড়া ইট ব্যবহার বন্ধ হবে : পরিবেশ উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, ২০২৫ সাল নাগাদ সকল সরকারি নির্মাণে পোড়ানো ইটের ব্যবহার বন্ধ হবে। তিনি আরো বলেন, সরকারি অফিসে ইতোমধ্যে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে যেন নির্মাণ কাজে পোড়ানো ইট ব্যবহার না করা হয়। সরকারই হচ্ছে নির্মাণ কাজে ইটের সবচেয়ে বড় গ্রাহক। রাস্তাঘাট ও ভবন নির্মাণে সরকার ইট ব্যবহার করে থাকে। বড় বড় কাজে ইট ব্যবহার হয়ে থাকে। বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা বাসস-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি এসব কথা জানান। উপদেষ্টা বলেন, সরকারকে পোড়ানো ইটের বিকল্প ব্যবস্থায় যেতে হবে।

নির্ধারিত সময়ে শেষ হচ্ছে না টিসিবির ফ্যামিলি কার্ড সংশোধন

স্টাফ রিপোর্টার : নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন হচ্ছে না টিসিবির ফ্যামিলি কার্ডের সংশোধন। এর ফলে ৪৩ লাখ কার্ডধারী পরিবার কবে নাগাদ স্বল্প মূল্যে টিসিবির পণ্য পাবেন তা এখন অনেকটাই অনিশ্চিত। অথচ বর্তমান বাজার পরিস্থিতিতে এই টিসিবির পণ্যই হতে পারে গরিব পরিবারের জন্য বড় সহায়তা- এমনটাই মনে করেন কার্ডধারী সংশ্লিষ্টরা। অপরদিকে সরকার সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আশাহত হওয়ার কোনও কারণ নেই। ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে শুরু হওয়া রমজানের আগেই দেশের এক কোটি পরিবার টিসিবির পণ্য হাতে পাবেন। জানা গেছে, 'এক পরিবার এক কার্ড' এই নিয়মেই হওয়ার কথা ছিল (ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ) টিসিবির ফ্যামিলি কার্ড। অথচ দীর্ঘ সময় আওয়ামী লীগ সরকার এই কার্ডকে ব্যবহার করেছে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে। আওয়ামী লীগ নেতারা কখনও দলীয় কর্মীদের পরিবারকে আবার কখনও সুবিধা নেওয়ার মধ্য দিয়ে এক পরিবারকে একাধিক কার্ড দিয়েছে। যে পরিবারে বাবার নামে কার্ড আছে, সেই পরিবারে মায়ের নামেও কার্ড আছে। আবার একই পরিবারের ছেলের নামেও টিসিবির ফ্যামিলি কার্ড। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, এতদিন যাবত এভাবেই চলছিল। অথচ এটি হওয়ার কথা নয়। এ কারণেই বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার টিসিবির ফ্যামিলি কার্ড পুনরায় যাচাই-বাছাই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যার পরিমাণ ৪৩ লাখেরও বেশি। যাচাই-বাছাই শেষ করে ১৫ নভেম্বরের মধ্যে একটি ফ্রেশ তালিকা তৈরি করে তা বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বিশেষ করে টিসিবিতে পাঠানোর জন্য দেশের সব জেলা প্রশাসককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু স্থানীয় সরকার কাঠামো সচল না থাকায় কাজটি জটিল হওয়ায় তা সম্ভব নয়। আরও বেশি সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির বাজারে

টিসিবির পণ্য স্বল্প আয়ের পরিবারগুলোর বড় ভরসা (ছবি: ফোকাস বাংলা)

এদিকে 'টিসিবির ৪৩ লাখ কার্ড বাতিল করা হয়েছে' এমন খবরে তোলপাড় চলছে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল। অনেকেই সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ এবং সিটি করপোরেশন এলাকায় ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়ে এসে খবর নিচ্ছেন কবে নাগাদ তারা টিসিবির পণ্য পাবেন। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরে ভেঙে দেওয়া হয়েছে সিটি করপোরেশন। ইউনিয়ন পরিষদ ভেঙে না দিলেও আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে দেশের অধিকাংশ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ওয়ার্ড মেম্বররা হয় পলাতক নয় আত্মগোপনে রয়েছেন। ফলে মাঠ পর্যায়ে টিসিবির কার্ড যাচাই-বাছাই করার কাজটি নিয়ে বিপাকে পড়েছেন জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা (ইউএনও)।

টিসিবি সূত্র জানিয়েছে, ব্যাপক অনিয়ম পাওয়ায় টিসিবি'র ৪৩ লাখ কার্ড বাতিল নয়, কার্ডের কার্যকারিতা স্থগিত রয়েছে। কারণ হাতে লেখা কার্ডগুলোকে স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ডে রূপান্তর করতে গিয়ে এই অনিয়ম ধরা পড়েছে। নানা জটিলতায় সব কার্ড স্মার্ট কার্ডে রূপান্তর করা এখনও সম্ভব হয়নি। তাই এখনও আগের হাতের লেখা কার্ডেই টিসিবির পণ্য বিতরণ করতে হচ্ছে। তবে যাচাই-বাছাইসহ স্মার্ট কর্ডে রূপান্তরের কাজটিও চলমান বলে জানিয়েছে টিসিবির সূত্র। টিসিবি জানিয়েছে, ১ কোটি ফ্যামিলি কার্ডের মধ্যে একই পরিবারের একাধিক ব্যক্তি পণ্য পাচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসন বা জনপ্রনিধিরা না থাকায় ভোক্তা পর্যায়ে পণ্য ঠিকমতো পৌঁছাচ্ছে কিনা তাও সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা যাচ্ছে না। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে টিসিবির উপ-পরিচালক (মুখপাত্র) হুমায়ূন কবির বলেন, অনিয়মের কারণে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) ৪৩ লাখ কার্ড বাতিলের বিষয়টি সঠিক নয়। এক কোটি পরিবার কার্ডের মধ্যে ৫৭ লাখ কার্ডকে স্মার্ট কার্ডে রূপান্তর করা হয়েছে। বাকি ৪৩ লাখ কার্ড স্মার্ট কার্ডে রূপান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। এখন তথ্য হালনাগাদ ও যাচাই- ২-এর পাতায় দেখুন

প্রতিদিনই বিপুল টাকা গচ্চা গুনছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল

স্টাফ রিপোর্টার : প্রতিদিনই বিপুল টাকা গচ্চা গুনছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল। কর্ণফুলী নদীর তলদেশে সাড়ে ১০ হাজার কোটিরও বেশি টাকায় নির্মিত ওই টানেল দিয়ে প্রত্যাশা অনুযায়ী যানবাহন চলাচল করছে না। বিগত ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে টানেল দিয়ে যানবাহন চলাচল উন্মুক্ত রয়েছে। নির্মাণের আগে করা সমীক্ষায় দাবি করা হয়েছিল, টানেল চালুর প্রথম বছরে দিনে গড়ে ১৭ হাজারের বেশি যানবাহন চলাচল করবে। কিন্তু বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের তথ্য মতে, যানবাহন চলাচল উন্মুক্ত হওয়ার পর থেকে টানেল দিয়ে চলাচল করছে দৈনিক চার হাজারের মতো যানবাহন। আর বর্তমানে যে পরিমাণ যানবাহন টানেল দিয়ে চলাচল করছে তা থেকে দৈনিক ১২ লাখ টাকার মতো টোল বাবদ আয় হয়। কিন্তু টোল আদায়ের টাকায় রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের তিন ভাগের এক ভাগ উঠছে। টোল আদায় ও রক্ষণাবেক্ষণসহ আনুষঙ্গিক কাজে গড়ে প্রতিদিন ব্যয় হচ্ছে সাড়ে ৩৭ লাখ টাকা। এর মধ্যে একটি অংশ ব্যয় হয় টানেলে কৃত্রিম অক্সিজেন ও আলো সরবরাহ ছাড়াও সামগ্রিক ২-এর পাতায় দেখুন

পরিবর্তনের ধারা শুরু করেছি, এগিয়ে নিয়ে যাবে নির্বাচিত সরকার : উপদেষ্টা আদিলুর

নাটোর প্রতিনিধি : গৃহায়ণ ও গণপূর্ত এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান বলেছেন, বর্তমান সরকার সকল কিছুর পরিবর্তন করে দেবে সেটা সম্ভব না। আমরা পরিবর্তনের ধারা শুরু করেছি। সরকারের উদ্দেশ্য নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে দেওয়া। তখন তারা সকল কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। শুক্রবার (১৫নভেম্বর) বিকেলে নাটোরের নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলের ২০২৪-২৫ মৌসুমের আখ মাড়াইয়ের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। আদিলুর রহমান খান বলেন, বর্তমান সরকারের লক্ষ্য দেশের বন্ধ চিনি কলগুলোর মধ্যে অন্তত একটি চিনি কল হলেও চালু করা। সেই সঙ্গে দেশে চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি করে আমদানি কমিয়ে আনা। দেশের চিনিকলগুলো আবারও সচল করা। তিনি আরও বলেন, ইতোমধ্যে আখের মূল্য পরিশোধের জন্য ১২০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোতে সামাজিকভাবে সবাইকে এগিয়ে এসে সকলের জীবন উন্নয়ন করতে হবে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ড. লিপিকা ভদ্র'র সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য দেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জাকিয়া সুলতানা, নাটোরের জেলা প্রশাসক মিজ আসমা শাহীন, পুলিশ সুপার মারুফাত হোসাইন প্রমুখ।

ঢাকায় তিন দিনব্যাপী বে অব বেঙ্গল কনভারসেশন

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকায় আজ শনিবার থেকে শুরু হচ্ছে তিন দিনব্যাপী বে অব বেঙ্গল কনভারসেশন। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে এ সম্মেলন উদ্বোধন করবেন। এতে ৮০টি দেশের ২ শতাধিক আলোচক ও ৮০০শর বেশি প্রতিনিধি অংশ নেবেন। গতকাল শুক্রবার সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ এক এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানিয়েছে। প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সিজিএস'র বিশেষ আয়োজনে এ সম্মেলনের ঘোষণা দেন প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক জিল্লুর রহমান। তিনি বলেন, ভূ-রাজনীতি বিষয়ক এ সম্মেলনটি ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে ট্র্যাক২ ডিপ্লোম্যাসিকে সহজতর করার একটি প্ল্যাটফর্ম। বিওবিসির তৃতীয় সংস্করণের থিম নির্ধারণ করা হয়েছে ২-এর পাতায় দেখুন

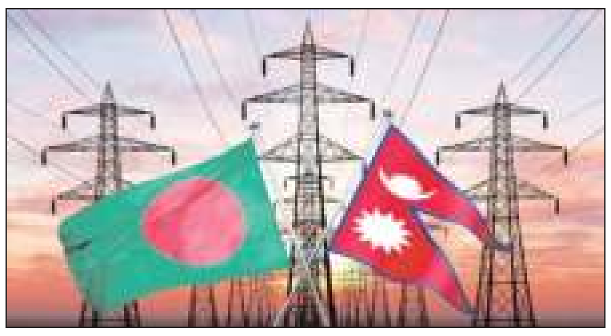

বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু করল নেপাল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু করেছে নেপাল। এরমাধ্যমে ভারতের পর তৃতীয় কোনো দেশে প্রথমবারের মতো বিদ্যুৎ রপ্তানি করল হিমালয়ের দেশটি। শুক্রবার (১৫ নভেম্বর) ত্রিপক্ষীয় চুক্তি অনুযায়ী ভারত হয়ে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ পাঠানো শুরু করে নেপাল। নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে ভার্চ্যুয়াল অনুষ্ঠানের পর বিদ্যুৎ রপ্তানি শুরু হয়। সব মিলিয়ে বাংলাদেশে ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাঠাবে তারা। অক্টোবরের শুরুতে বিদ্যুৎ রপ্তানির এই ত্রিপক্ষীয় চুক্তিটি হয়। তবে এ বছরড় অর্থাৎ ২০২৪ সালে বাংলাদেশে শুধুমাত্র একদিনই বিদ্যুৎ পাঠাবে নেপাল। নেপাল বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের মুখপাত্র চন্দন কুমার ঘোষ চীনা সংবাদমাধ্যম সিনহুয়াকে বলেছেন, "ত্রিপক্ষীয় চুক্তি অনুযায়ী ২০২৪ সালে বাংলাদেশের কাছে নেপাল মাত্র একদিন বিদ্যুৎ বিক্রি করতে পারবে। এরপর ২০২৫ সালের ১৫ জুন থেকে আবারও বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হবে।" ত্রিপক্ষীয় ২-এর পাতায় দেখুন

শ্রীলঙ্কার সাধারণ নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট অনুঢ়ার জোটের বিপুল জয়

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : শ্রীলঙ্কায় আগাম সাধারণ নির্বাচনে দেশটির নতুন বামপন্থী প্রেসিডেন্ট অনুঢ়া কুমারা দিশানায়েকের নির্বাচনি জোট ন্যাশনাল পিপলস পাওয়ার (এনপিপি) বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছে। নির্বাচনী ফলাফলে দেখা গেছে, এনপিপি জোট মোট ২২৫টি আসনের মধ্যে ১৫৯টি আসন নিয়ে পার্লামেন্টে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। এই জয়ের মাধ্যমে শ্রীলঙ্কার নতুন বামপন্থী প্রেসিডেন্টকে দারিদ্র্য বিমোচন ও ২-এর পাতায় দেখুন

সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে অপরাধের দায়মুক্তি মুক্ত গণমাধ্যমের নতুন অন্তরায়

স্টাফ রিপোর্টার : বিষয়টি কিছুটা বিদ্রূপাত্মকই বটে। ২০২৪ সালে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে অপরাধের দায়মুক্তির অবসানের আন্তর্জাতিক দিবস (আইডিইএ) উপলক্ষ্যে ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবায় ইউনেস্কো সম্মেলনে যখন যোগ দিয়েছিলাম আমি বাংলাদেশে তখন স্মরণকালের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সাংবাদিকের বিরুদ্ধে 'হত্যার অভিযোগ' আনা হয়। যাদের মধ্যে অন্তত চারজন এখন কারাগারে। এসব অভিযোগ এতটাই প্রহসনমূলক এবং ভিত্তিহীন যে, এর ফলে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা এখন প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। সৌভাগ্যক্রমে আদ্দিস আবাবা সম্মেলনে তখনও ২-এর পাতায় দেখুন

হত্যার চেয়ে গুম খারাপ অপরাধ: আসিফ নজরুল

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেছেন, হত্যাকাণ্ডের চেয়ে গুম খারাপ অপরাধ। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সক্ষমতার ঘাটতি থাকলেও গুমের বিরুদ্ধে আইন করায় সরকারের আন্তরিকতার কোনো ঘাটতি নেই বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। শুক্রবার (১৫ নভেম্বর) রাজধানীর একটি অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন আসিফ নজরুল। অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে এশিয়ান ফেডারেশন এগেইনস্ট ইনভলান্টারি ডিসএপিরেন্স (এএফএডি)। দুই দিনব্যাপী অষ্টম কংগ্রেসের উদ্বোধনী এ অনুষ্ঠানে গুমের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। ফ্যাসিবাদের শেকড় অনেক দূর ছড়িয়ে আছে জানিয়ে আইন উপদেষ্টা বলেন, ফ্যাসিস্টের শেকড় এতটাই গভীরে চলে গেছে যে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই এত সহজ নয়। গত ১৫ বছরে তারা জড়ো হয়েছে আর এদিকে আমরা কয়েক সপ্তাহ এই প্রক্রিয়ার বিপরীতে কাজ করছি। একই অনুষ্ঠানে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান বলেন, বর্তমান সরকার গুম হওয়া মানুষের পরিবারের সঙ্গে রয়েছে। অপর বক্তা অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, আইন উপদেষ্টার কাছে গুমের মতো অপরাধকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এ-সংক্রান্ত অধ্যাদেশের খসড়া প্রণয়নের অনুরোধ করছি। যাতে এ ধরনের অপরাধ কেউ না করতে পারে। ১০ বছর ধরে সন্তানকে খোঁজার বর্ণনা দিয়ে রওশন আরা বলেন, আমার ছেলেকে রাতের অন্ধকারে গুম করা হয়েছে। কত জায়গায় খুঁজছি, কোথাও পাইনি। ফিরে পাওয়ার আশায় দ্বারে দ্বারে এখনো খুঁজছি। পাঁচ বছর আগে স্বামীকে হারিয়ে ফেলা নাসরিন জাহান বলেন, অন্তত পক্ষে আমাদের একটা সন্ধান দিন যে আছে বা নাই। নামাজের বিছানায় বসে যাতে অন্তত কিছু বলতে পারি। আমরা নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছি।

কাকরাইলে ফের উত্তেজনা

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীতে কাকরাইলের মসজিদকে ঘিরে ফের উত্তেজনা দেখা দিয়েছে তাবলিগের দুইটি দলের মধ্যে। এই মসজিদটি তাবলিগ জামাতের মারকাজ হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছে। মসজিদটি যার দখলে থাকবে তাবলিগের মাঠ তার দখলেই যাবে বলে মনে করেন অনেকে। এ নিয়ে গত কয়েক দিন ধরে বেশ উত্তেজনা চলছে নিজেদের মধ্যে। যদিও এর শুরু অনেক আগে থেকেই। শুক্রবার (১৫ নভেম্বর) সকালে তাবলিগের একটি পক্ষ মাওলানা সাদ কান্ধলভীর অনুসরণকারীরা কাকরাইলের মারকাজ মসজিদের সামনে অবস্থান গ্রহণ করে। তবে মসজিদে আগে থেকে অবস্থান করা জুবায়েরপন্থিদের মধ্যে এ খবর ছড়িয়ে পড়লে উত্তেজনা বাড়তে শুরু করে। এদিকে, বিভক্ত তাবলিগকে কাকরাইল মসজিদে অবস্থান করা নিয়ে আগে থেকেই সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে প্রশাসন। সেই ২-এর পাতায় দেখুন

শুক্রবার রাজধানীর কাকরাইল মসজিদ নিয়ন্ত্রণে নেয় তাবলিগ জামাতের দিল্লির নিজামুদ্দীনের মাওলানা সাদ কান্ধলভীর অনুসারীরা। এদিন কাকরাইল মসজিদ ও আশপাশের সড়কে সাদপন্থিদের বিশাল জমায়েত হয়। ছবিতে জুমার নামাজ আদায় করছেন মুসল্লীরা।

জাতীয় ঐক্য গড়ে ফ্যাসিবাদের কবর রচনা করতে হবে জামায়াত সেক্রেটারি

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেলারেল মিয়া মোহাম্মদ গোলাম পরওয়ার বলেছেন, এমন নির্বাচন হতে হবে, যাতে রাজনৈতিকভাবে ফ্যাসিবাদের কবর রচিত হয়। এজন্য জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজন। গতকাল শুক্রবার সকালে বাগেরহাট খানজাহান আলী আদর্শ আলীম মাদরাসা ময়দানে জেলা জামায়াতে ইসলামীর সদস্য (রুকন) সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। পরওয়ার বলেন, গণঅভ্যুত্থান শহীদদের রক্তের ঋণ শোধ করতে অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে হবে। যারা দেশের আলেম-ওলামাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বক্তব্য দিয়েছেন। যারা প্রকাশ্যে ফ্যাসিবাদের দোসর ছিলেন, তাদের উপদেষ্টা পরিষদে থাকা উচিত নয়। আমলাদের মধ্যে সাড়ে সাত লাখ ফ্যাসিবাদের দোসর ২-এর পাতায় দেখুন

নির্মাণের এক বছরেই নদীতে ধসে পড়ছে বাঁধ

বাগেরহাট প্রতিনিধি : ভয়াল ১৫ নভেম্বর। ২০০৭ সালের এদিনে সুপার সাইক্লোন সিডর বাংলাদেশে আঘাত হানে। লন্ডভন্ড হয়ে যায় বাগেরহাটসহ উপকূলীয় কয়েকটি জেলা। সরকারি হিসেবে এদিনে প্রায় ৯০৮ জন মানুষ মারা যান। স্বজন হারানো ক্ষতিগ্রস্ত শরণখোলা-মোরেলগঞ্জের মানুষের একমাত্র দাবি টেকসই বাঁধ। স্থানীয়রা জানান, মানুষের দাবির প্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে সরকার ২০১৫ সালে ২৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে মোরেলগঞ্জ-শরণখোলায় ৬৩ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ শুরু হয়। যার মধ্যে ১২ কিলোমিটার কংক্রিটের ব্লক দিয়ে তৈরি। এ ১২ কিলোমিটারের মধ্যে সাত কিলোমিটার ভাঙনের কবলে রয়েছে। পরে ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে নির্মাণ কাজ শেষ হলে বাগেরহাট পানি উন্নয়ন বোর্ডের কাছে বাঁধ হস্তান্তর করা হয়। তবে বাঁধ হস্তান্তরের আগেই ব্লক ধসে বিলীন হওয়া শুরু করে বলেশ্বর নদীতে। এলাকাবাসীর মাঝে দেখা দেয় ভাঙন আতঙ্ক। নদীতে ব্লক ধসে ও মাটির উপরের অংশে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। তাফালবাড়ি এলাকার সমাজসেবক নজরুল ইসলাম বলেন, বাঁধের ব্লক ধসে বিলীন হচ্ছে নদীতে। শরণখোলা উপজেলার বগি, গাবতলা, মোরেলগঞ্জের আমতলা, ঘাষিয়াখালী এলাকা থেকে ভাঙন শুরু হয়েছে। এছাড়াও বেশ কয়েকটি স্থান ঝুঁকিপূর্ণ রয়েছে। নদী শাসন না করে বাধ নির্মাণে এ ধরনের ক্ষতি শিকার হচ্ছে। দক্ষিণ সাউথখালী গ্রামের আমিনুর রহমান বলেন, দর্শন নদী ভাঙনে আমাদের অনেক জমিজমা হারিয়েছি। সিডরে অনেক স্বজন হারিয়েছি। বাঁধ নির্মাণ শুরু হলে আশা রেখেছিলাম ভাঙন ও দুর্যোগ থেকে মুক্তি পাব। সেই স্বপ্ন এখন আতঙ্কে পরিণত হয়েছে। গাবতলা এলাকার মহারা শিকদার বলেন, বাঁধ নির্মাণের শুরুতে আমরা নদী শাসনের দাবি করেছিলাম। সভা সমাবেশ অনেক করেছি তারপরও ওদের শাসন না করে বাদ নির্মাণ করেছে। এখন বাঁধে ভাঙন শুরু হয়েছে। ফসলি জমি, গাছপালা, ২-এর পাতায় দেখুন

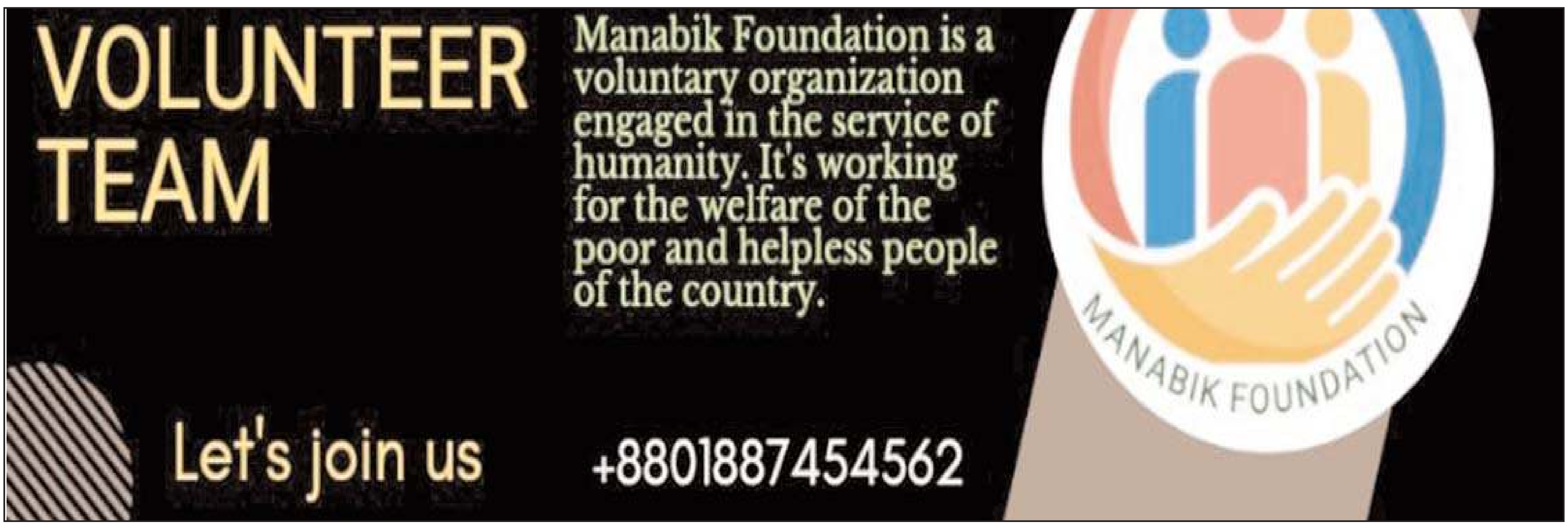

দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা শনিবার ॥ ১৬ নভেম্বর ২০২৪ ॥ ০১ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বাংলা

আসি আসি করছে শীত তবুও চড়া সবজির বাজার

স্টাফ রিপোর্টার : আসি আসি করছে শীত, এই সময় থেকেই বাজারে সবজির দাম কম থাকার কথা থাকলেও দেখা যাচ্ছে উল্টো চিত্র। এখনও চড়া সবজির বাজার। ৮০ টাকার নিচে কোনো সবজি নেই। দুই একটি সবজি ৫০ থেকে ৭০ টাকার মধ্যে থাকলেও বেশিরভাগ সবজিই এখনও বাজারে ৮০ থেকে ১০০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। শুক্রবার (১৫ নভেম্বর) রাজধানীর বিভিন্ন বাজার ঘুরে সবজির এমন বাড়তি দামই দেখা যাচ্ছে। আজকের বাজারে প্রতি কেজি গোল বেগুন বিক্রি হচ্ছে ১০০ টাকায়, সিম প্রতি কেজি ১০০ টাকা, বরবটি প্রতি কেজি ১০০ টাকা, করলা প্রতি কেজি ১০০ টাকা, পেঁয়াজের নতুন ফুল ফুলকা প্রতি কেজি ১০০ টাকা, লম্বা বেগুন প্রতি কেজি ৮০ টাকা, ধুন্দল প্রতি কেজি ৮০ টাকা, কচুর লতি প্রতি কেজি ৮০ টাকা, ঝিঙা প্রতি কেজি ৮০ টাকা, চিচিঙ্গা প্রতি কেজি ৮০ টাকা, পেঁপে প্রতি কেজি ৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। অন্যদিকে টমেটো প্রতি কেজি ১৬০ টাকা, ছোট সাইজের ফুলকপি প্রতি পিস ৫০ টাকা, বাধা কপি প্রতি পিস ৫০ টাকা, শসা প্রতি কেজি ৮০ টাকা, পটল প্রতি কেজি ৬০ টাকা, মিষ্টি কুমড়া প্রতি কেজি ৭০ টাকা, মুলা প্রতি কেজি ৬০ টাকা, গাজর প্রতি কেজি ১৮০ টাকা, কাঁচা মরিচ প্রতি কেজি ১৮০ থেকে ২০০ টাকা, ঢেঁড়স প্রতি কেজি ৮০ টাকা, কাঁচা কলা প্রতি হালি ৪০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। অন্যদিকে বাজারে সব ধরনের মুরগির দাম আগের মতোই রয়েছে। বাজারে প্রতি কেজি ব্রয়লার মুরগি বিক্রি হচ্ছে ১৯০ থেকে ২০০ টাকায়, সোনালি মুরগি প্রতি কেজি ৩২০ টাকা, কক মুরগি প্রতি কেজি ৩২০ টাকা। লেয়ার প্রতি কেজি ৩১০ থেকে ৩২০ টাকা এবং দেশি মুরগি প্রতি কেজি ৬৫০ থেকে ৭০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। সবজির এমন বাড়তি দামে ক্ষুব্ধ সাধারণ ক্রেতারা। রাজধানীর মহাখালী বাজারে আসা বেসরকারি চাকরিজীবী নাজমুল হক বলেন, শীত প্রায় চলেই এসেছে ঢাকার বাইরে, এই সময় এসে সবজির দাম থাকবে সবচেয়ে কম কিন্তু বাজারে উল্টো চিত্র। এখনও ১০০/৮০ টাকার নিচে বাজারে সবজি নেই। বিক্রেতারা যে যার মতো করে দাম আদায় করে নিচ্ছে। বাজার মনিটরিংয়ের কোনো উদ্যোগ কখনও দেখি না। মালিবাগের সবজি বিক্রেতা আব্দুল মালেক বলেন, সবজির দাম বেশি থাকলে আমাদের বিক্রি কম হয়। কারণ, যেই ক্রেতা এক আইটেমের এক কেজি সবজি নিত কিন্তু দাম বাড়তির কারণে সেই ক্রেতা আধা কেজি, আড়াই করে সবজি কিনছে। সেই কারণে পাইকারি বাজার থেকে আমরাও তুলনামূলক কম পরিমাণে সবজি আনছি খুচরা বাজারে। সবজির দাম প্রসঙ্গে শান্তিনগর বাজারের বিক্রেতা খোরশেদ আলম বলেন, আসলে সবজির দাম বাড়তি যাচ্ছে বাজারে। পাইকারি বাজারে প্রতিটি পণ্য আমাদের বেশি দামে কিনতে হচ্ছে, যার প্রভাব পড়েছে খুচরা বাজারে। শীত আসলে নতুন সবজি বাজারে উঠবে তখন দাম কমে যাবে সব ধরনের সবজির। বর্তমানে যেসব সবজি বাজারে আছে, সেগুলো মৌসুম শেষদিকের সবজি তাই কিছুটা বাড়তি দাম। নতুন করে সবজি ওঠার আগ পর্যন্ত এমন বাড়তি দাম যাবে সবজির।

অন্তর্বর্তী সরকারে মেহনতি মানুষের প্রতিনিধি নেই: জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল

স্টাফ রিপোর্টার : বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারে মেহনতি মানুষের প্রতিনিধি নেই বলে হতাশা প্রকাশ করেছেন জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল। সংগঠনের সম্পাদক ফয়জুল হাকিম বলেছেন, অন্তর্বর্তী সরকারে মেহনতি মানুষের প্রতিনিধি নেই। যদি গণঅভ্যুত্থানের শক্তির ওপর এ সরকার গঠিত হতো, তাহলে এ সংগ্রামে যারা নিহত হয়েছেন, যারা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, বিশেষ করে যারা গরিব মানুষ, শ্রমজীবী মানুষ, মেহনতি মানুষ, তাদের একটা প্রতিনিধিত্ব থাকতো। কিন্তু আমরা দেখেছি, গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এখানে অন্তর্বর্তী সরকার হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এখন পর্যন্ত শ্রমজীবী জনগণ মুক্তি পথ সন্ধান করছে। গতকাল শুক্রবার স্ফুলিঙ্গ থেকে দাবানল- জুলাই গণঅভ্যুত্থান শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। জাতীয় প্রেসক্লাবে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে এ আলোচনা সভার আয়োজন করে জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল। দেশে গণঅভ্যুত্থানের পরে বিপ্লবী সরকার গঠিত হয়নি মন্তব্য করে ফয়জুল হাকিম আরও বলেন, গণঅভ্যুত্থানের শক্তির ওপর দাঁড়িয়ে অন্তর্বর্তী বিপ্লবী সরকার গঠিত হয়নি। ফলে শেখ হাসিনা পালিয়ে যেতে পেরেছেন। তাকে পালিয়ে যেতে দেওয়া হয়েছে। ৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের পর গণদুশমন, ফ্যাসিবাদের দোসর, খুনি আওয়ামী লীগের মন্ত্রী এমপি অনেকে পালিয়ে গেছেন। কীভাবে তারা পালিয়ে যান, কারা তাদের পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন- তাদের কি চিহ্নিত করা হয়েছে? সংবিধান সংশোধনের বিষয়ে ফয়জুল হাকিম বলেন, এ জনপদে বহু আন্দোলন হয়েছে। সংবিধান পড়লে মনে হয়, শুধু পাকিস্তান আমলে আন্দোলন

৭-এর পাতায় দেখুন

মানুষ আর বেশিদিন আপনাদের সময় দিবে না: জোনায়েদ সাকি

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের উদ্দেশে গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি বলেছেন, গণ-অভ্যুত্থানের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন আপনারা। রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। তিনমাস পার হয়েছে এখন পর্যন্ত যানমালের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এইভাবে চলতে পারে না। সমস্যা সমাধান করতে যদি না পারেন তাহলে দায়িত্ব নিয়েছেন কেনো? মানুষ আর বেশিদিন আপনাদের সময় দিবে না। শুক্রবার (১৫ নভেম্বর) রাজধানীর শাহবাগ জাতীয় যাদুঘরের সামনে গণসংহতি আন্দোলন আয়োজিত 'ভাসানীর পথ ধরে জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ হোন' শীর্ষক কেন্দ্রীয় সমাবেশে এসব বলেন তিনি। জোনায়েদ সাকি বলেন, আমরা বাংলাদেশে আর কোনো ভাবেই ফ্যাসিবাদের পুনরুত্থান চাই না। আর পুনরুত্থান চায় না বলে এভাবে ছাত্র, শ্রমিক, জনতার যে স্বপ্ন এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতেই হবে। তার জন্য আমাদের ঐক্য দরকার। আমরা যদি জনগণের স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করতে চাই, আর কাউককে ফ্যাসিস্ট হিসেবে দেখতে না চাই তাহলে আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। আমাদের ঐক্যবদ্ধ ভাবে সংবিধান, রাষ্ট্রব্যবস্থার সংস্কার একটা নতুন বন্দোবস্ত এবং গণতন্ত্রের ভিত্তিতে নির্বাচন ও তার জন্য লড়াই করতে হবে। আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধ হই। মাওলানা ভাসানীর দেখানো পথ অনুসরণ করি। এই দেশের খেটে খাওয়া মানুষ শ্রমিকেরা তাকিয়ে দেখুক শহীদের তালিকার দিকে। ১৬০০ এর উপরে ছাত্র শ্রমিক শহীদ হয়েছেন। শহীদদের বেশিরভাগ শ্রমজীবী মানুষ। ৫০০ এর উপরে চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। ৫০ হাজারের উপরে আহত। শহীদদের বেশিরভাগ শ্রমজীবী মানুষ। এদেশের শ্রমিক খেটে খাওয়া মানুষদের মুক্তি না আসলে, জনগণের হাতে ক্ষমতা না থাকলে আর ক্ষমতা পাবে না। জনগণের কাছে জবাবদিহিতা না করলে কোনো সংবিধান গণতান্ত্রিক হতে পারে না। আর সেই কারণেই সমস্ত রাষ্ট্র নির্মাণ জনগণের ইচ্ছার ওপরে করতে হবে। আর এটা করতে হলে যে ঐক্য ৫ আগষ্ট সৃষ্টি হয়েছে সেই ঐক্যকে ধরে রাখতে হবে। ফ্যাসিস্টরা নানা ভাবে এখনও ষড়যন্ত্র করছে। যার অধিনে এই স্বৈরাচারী শাশন চালিয়েছে তারাও চায় যে কোনোভাবে এই দেশের ক্ষমতা যাতে তাদের হাতে থাকে। এই কারণে আমরা আপনাদের বলি অভ্যুথ্যানের রাজনৈতিক শক্তি সংহত করতে হবে। অভ্যুথ্যান যদি সফল করতে হয় যে অভ্যুথ্যান এখন দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে নতুন রাষ্ট নির্মান, নতুন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নির্মাণ তবে তার শক্তি আপনাদের সংহত করতে হবে। আমরা গণসংহতি আন্দোলন বাংলাদেশের জনগনের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য, দেশের স্বাধীনতার সার্বভৌমত্বের জন্য আমরা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধ হই। মাওলানা ভাসানী বলেছেন , জনগণের সংগ্রাম পারমাণবিক বোমার চাইতেও শক্তিশালী।

আমাদের আগামী দিনের যে রাষ্ট্র নির্মাণ, বাংলাদেশের একটি নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত, গণতান্ত্রিক সংবিধান আর তার ভিত্তিতে একটি

৭-এর পাতায় দেখুন

সাবেক এমপি গোলাম কিবরিয়া কারাগারে

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে হত্যাচেষ্টায় হাতিরঝিল থানায় করা মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য ও জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য গোলাম কিবরিয়া টিপুর জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। শুক্রবার (১৫ নভেম্বর) বিকেলে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তাকে হাজির কর হয়। মামলার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত টিপুকে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা। পরে রাষ্ট্র ও আসামিপক্ষের আইনজীবীদের শুনানি শেষে তাকে কারাবিধি অনুযায়ী চিকিৎসার নির্দেশ দিয়ে কারাগারে পাঠান আদালত। এ সময় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী বলেন, শেখ হাসিনা সরকারকে স্বৈরাচারী ও দুর্নীতিবাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠাতা

৭-এর পাতায় দেখুন

সংকট নিয়ন্ত্রণে সংস্কার কর্মসূচি নিয়েছে সরকার: অর্থ উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, বিগত শাসনামল থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আর্থিক, পুঁজিবাজার ও ব্যাংকিংসহ বিভিন্ন খাতের সংকট নিরসনে অন্তর্বর্তী সরকার বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ সচিবালয়ে তার কার্যালয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের তিন মাস পূর্তি উপলক্ষে এক সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন অর্থ উপদেষ্টা। শ্বেতপত্র কমিটি, অর্থনীতি পুনঃ কৌশলীকরণ কমিটি এবং অন্যান্য কমিটি গঠন ও কার্যক্রম সম্পর্কে তিনি বলেন, এসব খাতে সংস্কার জরুরি হয়ে পড়েছে, অন্যথায় সংকট নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। ড. সালেহউদ্দিন বলেন, আর্থিক খাত, ব্যাংকিং খাত এবং পুঁজিবাজার সংস্কার করা হচ্ছে। পুঁজিবাজার সংস্কার সম্পর্কে তিনি বলেন, বাজারের প্রবণতা পর্যবেক্ষণ ও সিকিউরিটিজ ট্রেডিংয়ে হেরফের রোধে একটি টাস্কফোর্স কাজ করছে। পুঁজিবাজারে

বিনিয়োগ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার বিক্রি থেকে ৫০ লাখ টাকার বেশি মূলধন লাভের ওপর কর হার কমিয়ে ১৫ শতাংশ করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। করের হার কমানোর আগে পাঁচ বছরের মধ্যে যেকোনো সময় লাভ হলে করদাতাদের ৫০ লাখ টাকার বেশি মূলধন লাভের ওপর ৩০ শতাংশ কর দিতে হতো। পুঁজিবাজার চাঙা করতে আইসিবিকে ইতোমধ্যে ৩ হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, এখন সংশোধনমূলক ব্যবস্থা চলছে। এগুলো সবই একটি বার্তা দেওয়ার জন্য-করা না হলে আপনি সংশোধনমূলক পদক্ষেপ নিতে পারবেন না। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নকে অগ্রাধিকার বিষয়ে উপদেষ্টা বলেন, আমরা এডিপির অধীনে উন্নয়ন প্রকল্পগুলোও পর্যালোচনা করছি। প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় এবং উচ্চতর রিটার্নের হার রয়েছে এমন প্রকল্পগুলো

৭-এর পাতায় দেখুন

কোটা আন্দোলনে আহত আবদুল্লাহর মৃত্যু: নানা-নানির কবরের পাশে দাফন সম্পন্ন

স্টাফ রিপোর্টার : কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় গুলিবিদ্ধ আবদুল্লাহ (২৩) তিন মাস পর গত বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মারা গেছেন। তার দাফন গতকাল শুক্রবার সকাল ১১টার দিকে সম্পন্ন হয়েছে। এর আগে গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে যশোরের শার্শা উপজেলার বেনাপোল বলফিল্ড মাঠে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় হাজারো মানুষ অংশ নেন। উপজেলা প্রশাসন তাকে গার্ড অব অনার দেয়। পরে যশোরের বেনাপোলে তার নানাবাড়ির পারিবারিক কবরস্থানে নানা-নানির কবরের পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত হন আবদুল্লাহ। জানাজায় ইমামতি করেন মাওলানা সায়েদুল বাসার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন শার্শা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী নাজিব হাসান, শার্শা উপজেলা বিএনপির আহবায়ক খায়রুজ্জামান মধু,বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামির

৭-এর পাতায় দেখুন

দেশে স্যাটেলাইট ইন্টারনেট চালুর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে স্যাটেলাইট ইন্টারনেট চালুর লক্ষ্যে টেলিকম নিয়ন্ত্রক খসড়া নির্দেশিকা চূড়ান্ত করতে জনগণের মতামত চেয়েছে টেলিকম নিয়ন্ত্রক সংস্থা- বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন (বিটিআরসি)। এ প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলেছেন, স্যাটেলাইট ইন্টারনেট চালুর এ পদক্ষেপ ব্যাকহোলিং, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও গ্রাহকের ডেটা ব্যবহারের পাশাপাশি ডিজিটাল বিভাজন দূর করে সেতু বন্ধনে নতুন দ্বার উন্মোচনে সহায়ক হবে। কেননা এর মাধ্যমে ইলন মাস্কের স্টারলিংক এবং বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় অন্যান্য কোম্পানিগুলোর বাংলাদেশের বাজারে প্রবেশের পথ সুগম করতে পারে। বিটিআরসি গত ২৯ অক্টোবর তাদের ওয়েবসাইটে এনজিএসও স্যাটেলাইট পরিষেবা অপারেটররের জন্য খসড়া নিয়ন্ত্রক এবং লাইসেন্সিং নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে। নির্দেশিকা চূড়ান্ত করতে ১৮ নভেম্বরের মধ্যে মতামত চেয়েছে। দেশে ডেটা পরিষেবায় বিপ্লব ঘটাবে বিবেচনায় দেশের মোবাইল ফোন অপারেটর এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডাররা স্যাটেলাইট ইন্টারনেট চালুর পদক্ষেপকে স্বাগত

৭-এর পাতায় দেখুন

শিল্পাঞ্চলে সেনাবাহিনীর নামে প্রতারণার বিষয়ে অভিযোগ দায়েরের অনুরোধ

স্টাফ রিপোর্টার : উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তাদের নাম ব্যবহার করে কিছু অসাধু ব্যক্তি ও স্বার্থান্বেষী মহল ঝুট ব্যবসার স্বত্ত্ব প্রদান এবং অন্যান্য প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ডের আশ্রয় নিচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে, যা সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছে বলে জানিয়েছে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদফতর (আইএসপিআর)। সংস্থাটি বলছে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী শিল্পাঞ্চলে শুধু আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এবং উৎপাদনমুখী কর্ম পরিবেশ নিশ্চিতে নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন করছে। শিল্প কারখানার ঝুট ব্যবসা বা অন্যান্য যেকোনও ব্যবসা সংক্রান্ত কোনও প্রকার সুপারিশ করা সেনাবাহিনীর কার্যপরিধির অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই কোনও ব্যক্তি বা মহল সেনাবাহিনীর কোনও কর্মকর্তার নাম ব্যবহার করে শিল্পাঞ্চলে কোনও অবৈধ ব্যবসা বা অনৈতিক সুযোগ সুবিধা পাওয়ার চেষ্টা করলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে নিম্নলিখিত

৭-এর পাতায় দেখুন

ইউরোপীয় দূতাবাস স্থাপনের দাবিতে ঢাকায় মানববন্ধন

স্টাফ রিপোর্টার : ভিসার ভোগান্তি এড়াতে বাংলাদেশে ইউরোপীয় দেশগুলোর দূতাবাস অথবা মিশন স্থাপনের দাবি জানিয়েছে ভিসাপ্রত্যাশীরা। শুক্রবার (১৫ নভেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন করে ভিসাপ্রত্যাশী ঐক্য পরিষদ নামের একটি সংগঠন। ভারতের ভিসা পেতে ভোগান্তির অভিযোগ তুলে ভিসা প্রত্যাশীরা বলেন, দিল্লিতে অবস্থিত ইউরোপীয় দূতাবাস ও কনস্যুলেটগুলোতে বাংলাদেশের নাগরিকরা সময়মতো অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। সঠিক নথিপত্র থাকার পরও ভ্রমণের জন্য ভারত ভিসা প্রত্যাখ্যান করছে, যার জন্য ভিসা আবেদন করে কনস্যুলার সেবা পেতে সময় লাগছে অনেকের। আন্দোলনকারী অপর একজন বলেন, একই অবস্থা নেপালেরও। দেশটির দূতাবাস ভিসা আবেদনকারীদের জন্য বিভিন্ন সময় কারণ ছাড়াই অফলোড করে। এতে অনেকেই সে দেশে থাকা ইউরোপীয় দূতাবাসের ভিসা আবেদনে ব্যর্থ হয়। আবার উল্লেখিত স্থানগুলোতে যাওয়ার জন্য অতিরিক্ত সময়, ভ্রমণ ব্যয়, হোটেল খরচ এবং আনুষঙ্গিক বিভিন্ন সমস্যার কারণে ভিসা

৭-এর পাতায় দেখুন

কয়েকবার বন্যা পরিস্থিতির পর এবছর সিলেটে আমন ধানের ভালো ফলন হয়েছে। ছবিটি সিলেট সদর উপজেলার জালালাবাদ ইউনিয়নের শিবের বাজার এলাকা থেকে তোলা।

বেতন পেলেন শ্রমিকরা, কারখানা খুলবে আজ

স্টাফ রিপোর্টার : বেতনের দাবিতে টানা তিনদিন গাজীপুরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছিলেন টিএনজেড গ্রুপের পোশাক শ্রমিকরা। এ নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। এবার সরকারের সহায়তায় গ্রুপের পাঁচটি কারখানার তিন হাজার ৬২০ শ্রমিক এবং ১২০ জন স্টাফ বকেয়া এক মাসের বেতন পেয়েছেন। এতে খুশি শ্রমিকরা। কর্তৃপক্ষ ঘোষণা দিয়েছে যথারীতি শনিবার থেকে কারখানাগুলো পুনরায় চালু হবে। টিএনজেড অ্যাপারেলস গ্রুপের চেয়ারম্যান হেদায়তুল হক জানান, প্রথম দফায় শ্রমিকদের বকেয়া আট কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শ্রমিকদের বিকাশ অ্যাকাউন্টে এই বেতন পরিশোধ করা হয়। এর ফলে শ্রমিকদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে। বেতন পেয়ে কারখানার শ্রমিক রোকসানা আক্তার বলেন, আগামী রোববারের মধ্যে বেতন দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আমরা গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বেতন পেয়ে গেছি। আমাদের মালিকপক্ষ

৭-এর পাতায় দেখুন

চাল আমদানি হলেও প্রভাব পড়েনি খুচরা বাজারে

স্টাফ রিপোর্টার : দীর্ঘ ১৯ মাস পর গত সোমবার দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে শুল্কমুক্ত চাল আমদানি শুরু হয়েছে। প্রকারভেদে এই সব চাল টন প্রতি ৪১০-৪৭০ মার্কিন ডলারে আমদানি করা হচ্ছে। তবে খুচরা বাজারে এর প্রভাব পড়েনি। বরং আগের থেকে বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে চাল। আমদানিকারকরা বলছেন, আমদানিকৃত চাল বাজারে এলেই দাম কমে যাবে। শুক্রবার (১৫ নভেম্বর) হিলি বাজারে চাল কিনতে আসা আব্দুল খালেক নামে এক ক্রেতার সঙ্গে কথা হয় এই প্রতিবেদকের। তিনি বলেন, আমার খেটে খাওয়া মানুষ। জিনিসপত্রের যে দাম, তাতে সংসার চলানো দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। চালের দাম যদি একটু স্বাভাবিক থাকত, তাহলে উপকার হতো। ভেবেছিলাম চাল আমদানি হলে দাম কমে যাবে। তবে দাম কমেনি, বরং আরও বেড়েছে। রফিকুল ইসলাম নামের আরেক ক্রেতা বলেন, ভারত থেকে চাল আমদানি হলেও খুচরা বাজারে এর প্রভাব পড়েনি। এখনও বাড়তি দামে চাল কিনতে হচ্ছে। তাহলে শুল্কমুক্ত চাল আমদানি করে লাভ কি? চাল ব্যবসায়ী স্বপন শাহ বলেন, ভারত থেকে চাল আমদানি হলেও খুচরা বাজারে প্রভাব পড়েনি। বর্তমানে হিলি বাজারে দেশি আটাশ জাতের চাল কেজিপ্রতি দুই টাকা বেড়ে ৫৮ টাকা, শম্পা কাটারি তিন টাকা বেড়ে ৬৮ টাকা, স্বর্ণা জাতের চাল দুই টাকা বেড়ে ৪৮ টাকা এবং জিরাশাইল চাল ৬৬ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। অন্যদিকে ভারত থেকে আমদানিকৃত রত্না আতব জাতের চাল ৫৮ টাকা এবং স্বর্ণা জাতের চাল ৫৩ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

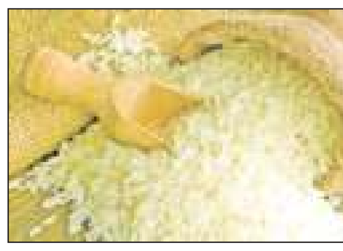

হিলি স্থলবন্দর আমদানি-রপ্তানি কারক গ্রুপের সভাপতি সাখাওয়াত হোসেন শিল্পী বলেন, দেশের বাজারে চালের দাম স্বাভাবিক রাখতে ভারত থেকে চাল আমদানির অনুমতি দিয়েছে সরকার। আমদানি অব্যাহত থাকলে দেশের বাজারে চালের দাম কমবে। হিলি স্থলবন্দর

৭-এর পাতায় দেখুন

হাজারীবাগে ছুরিকাঘাতে আহত তরুণের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর হাজারীবাগে ছুরিকাঘাতে আহত শাহাদাত হোসেন আকবরের (১৭) মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় সে। ঢামেক পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। পুলিশ জানায়, সাইকেল চুরিতে বাধা দেওয়ায় কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা তাকে ছুরিকাঘাত করে। মো. ফারুক বলেন, রক্তাক্ত অবস্থায় গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে আকবরকে ঢামেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল শুক্রবার সকালে মৃত্যু হয় তার। নিহতের লাশ হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। আকবরের বাবা আফজাল হোসেন বলেন, গত বৃহস্পতিবার রাতে কিশোর গ্যাংয়ের ৫ থেকে ৬ জন হাজারীবাগ পার্ক পাশে একটি বাসার গ্যারেজ থেকে সাইকেল চুরির চেষ্টা করে। পরে এলাকাবাসী ধাওয়া দিলে তারা আকবরের বুকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে সেখান

৭-এর পাতায় দেখুন

হত্যাচেষ্টা মামলায় জাপা নেতা গোলাম কিবরিয়া টিপু কারাগারে

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর মগবাজার এলাকায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার গাড়ি বহরে হামলা ও বিএনপির নেতাকর্মীদের হত্যাচেষ্টার অভিযোগে করা মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য ও জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য গোলাম কিবরিয়া টিপুকে কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত। গতকাল শুক্রবার ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট শরীফুর রহমান এ আদেশ দেন। এর আগে হেফাজত থেকে তাকে কারাগারে হাজির করে পুলিশ। এরপর তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন হাতিরঝিল থানার সাব ইন্সপেক্টর ফোয়াদ আহমেদ। আসামি পক্ষের আইনজীবী জামিন আবেদন করেন। রাষ্ট্রপক্ষ জামিনের বিরোধিতা

৭-এর পাতায় দেখুন

আবারও অশান্ত মণিপুর বিপুল সেনা মোতায়েন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : কুকি এবং মেইতেই সম্প্রদায়ের সহিংসতায় ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্য মণিপুর। থমথমে পরিস্থিতি মনিপুরের জিরিবাম জেলাসহ বেশ কয়েকটি এলাকা। ইতোমধ্যে সংঘর্ষে উত্তরপূর্ব ভারতের এই রাজ্যটিতে আড়াইশোর বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। কয়েকদিন আগেই আরও ১৩ জনের মৃত্যুর খবর সামনে এসেছে।

আর সেই পরিস্থিতিতে অশান্ত মনিপুরে অতিরিক্ত বিশ কোম্পানির সশস্ত্র কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠালো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এর মধ্যে রয়েছে ১৫ কোম্পানি সিআরপিএফ এবং ৫ কোম্পানি বিএসএফ। সবমিলিয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে রাজ্যটিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ২১৮ কোম্পানি অর্থাৎ প্রায় তিন হাজার সশস্ত্র বাহিনী। গত ৭ নভেম্বরের জিরিবাম জেলার জাইরন গ্রামে এক জনজাতি নারীকে পুড়িয়ে মারার ঘটনায় ময়নাতদন্তের রিপোর্ট সামনে আসার পরই উত্তেজনা ছড়ায় মণিপুরে। ওই নারীর দেহের ৯৯ শতাংশ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। শরীরে

৭-এর পাতায় দেখুন

কাকরাইল মসজিদে যাওয়ার পথে মুসল্লির মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : চিল্লায় যোগ দেওয়ার উদ্দেশে রাজধানীর কাকরাইল মসজিদে যাওয়ার পথে শাহবাগ এলাকায় জিনু শেখ (৬৫) নামে এক মুসল্লি মারা গেছেন। তাকে অসুস্থ অবস্থায় গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকা মেডিকেলে কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, লাশটি হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। একইসঙ্গে চিল্লায় আসা জিনু শেখের প্রতিবেশী চাচা আবু তালেব বলেন, তারা একটি বাসে করে ৫০ জনের একটি দল কুড়িগ্রাম জেলায় বুড়িগঙ্গামারী উপজেলার সোনা হাট

৭-এর পাতায় দেখুন

শিল্পাঞ্চলে সেনাবাহিনীর পরিচয়ে প্রতারণা করলে ব্যবস্থা : আইএসপিআর

স্টাফ রিপোর্টার : কিছু অসাধু ব্যক্তি ও স্বার্থান্বেষী মহল উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তাদের নাম ব্যবহার করে শিল্পাঞ্চলগুলোতে প্রতারণা করছে। এসব প্রতারকদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানোর আহ্বান জানানো হয়েছে।

শুক্রবার (১৫ নভেম্বর) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানায়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ইদানিং পরিলক্ষিত হচ্ছে, কিছু অসাধু ব্যক্তি ও স্বার্থান্বেষী মহল উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তাদের নাম ব্যবহার করে ঝুট ব্যবসার স্বত্ব প্রদান এবং অন্যান্য প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ডের আশ্রয় নিচ্ছে, যা সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী শিল্পাঞ্চলে শুধু আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এবং উৎপাদনমুখী কর্ম পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন করছে। শিল্প কারখানার ঝুট ব্যবসা বা অন্যান্য যেকোনো ব্যবসা সংক্রান্ত কোনো প্রকার সুপারিশ করা সেনাবাহিনীর কার্যপরিধির অন্তর্ভুক্ত নয়। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, কোনো ব্যক্তি বা মহল সেনাবাহিনীর কোনো কর্মকর্তার নাম ব্যবহার করে শিল্পাঞ্চলে অবৈধ ব্যবসা বা অনৈতিক সুযোগ সুবিধা পাওয়ার চেষ্টা করলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এসব প্রতারকের বিষয়ে অভিযোগ জানানোর আহ্বান জানিয়েছে আইএসপিআর। এজন্য ০১৭৬৯০৯১০২০, ০১৭৬৯০৯৫১৯৮, ০১৭৬৯০৯৫২০৯ নম্বরে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

৭ দফা দাবিতে রানা প্লাজার শ্রমিকদের সমাবেশ

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকার সাভারে ৭ দফা দাবিতে সমাবেশ করেছেন রানা প্লাজায় আহত ও নিহত শ্রমিকদের স্বজনরা। গতকাল শুক্রবার সকালে সাভার থানা রোড়ে সাভার প্রেসক্লাবের সামনে এ সমাবেশে অংশ নেন রানা প্লাজার শ্রমিক ও নিহতের স্বজনসহ অর্ধশতাধিক মানুষ। বক্তারা ৭ দফা দাবি উত্থাপন করে বলেন, রানা প্লাজা হত্যাকাণ্ডে জড়িত গার্মেন্টস মালিক, ভবন মালিক, সরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধিসহ যারা জড়িত আছে সবাইকে গ্রেপ্তার করে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও রানা প্লাজায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের নামে সরকারি জায়গা বরাদ্দ দিয়ে স্থায়ী পুনর্বাসন, রানা প্লাজায় আহত শ্রমিকদের চিকিৎসা নিশ্চিত ও রানা

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

চিফ প্রসিকিউটর তাজুলকে নিয়ে

এ্যাড. তাজুল ইসলামকে উদ্দেশ্য করে আমার বক্তব্যের তথ্যে বিভ্রাটে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ায় আমার বক্তব্য প্রত্যাহার করছি। চিফ প্রসিকিউটরের সঙ্গে আলোচনায় বিষয়টি পরিষ্কার হওয়ায় গণহত্যার ন্যায়বিচার নিশ্চিতে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রমে আমাদের সমর্থন অব্যাহত থাকবে। গত রাতে ট্রাইব্যুনালের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মাসুদ রানার পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলামকে নিয়ে গণ-অধিকার পরিষদের একাংশের সভাপতি নুরুল হক নুর বক্তব্য প্রত্যাহার করে ক্ষমা না চাইলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টায় গণ-অধিকার পরিষদ একাংশের সভাপতি জনাব নুরুল হক নুর এবং তার একদল সহযোগী ও বহিরাগত ব্যক্তিদের নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণ থেকে উসকানিমূলক এবং মানহানিকর স্লোগান দিতে দিতে একটি মিছিল নিয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মূল প্রবেশ গেট দিয়ে জোরপূর্বক প্রবেশের চেষ্টা করেন। পরবর্তীতে ট্রাইব্যুনালের নিরাপত্তায় নিয়োজিত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের বাধার মুখে ট্রাইব্যুনালে ঢুকতে না পেরে নুরুল হক নুর তার দলীয় কর্মীদের নিয়ে ট্রাইব্যুনালের গেটে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন, যেখানে তিনি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলামের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির সঙ্গে বৈঠকের ভিত্তিহীন, বানোয়াট, অসত্য এবং উসকানিমূলক কিছু অভিযোগ গণমাধ্যমে প্রকাশ করেন। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তার এ মিথ্যা অভিযোগ ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে যায়। নুরুল হক নুরের এই বক্তব্যের ফলে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এবং চিফ প্রসিকিউটর জনাব মোহাম্মদ তাজুল ইসলামের মর্যাদা ব্যাপকভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। নুরুল হক নুর এবং তার দলীয় কর্মীদের এ বেআইনি কার্যকলাপ সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিত এবং ষড়যন্ত্রমূলক বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। তার এই হঠকারী কার্যক্রমে জুলাই-আগস্ট গণহত্যার ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারপ্রক্রিয়া প্রভাবিত ও বাধাগ্রস্ত করার শামিল। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর কার্যালয়ের পক্ষ থেকে নুরুল হক নুর এবং তার দলীয় কর্মীদের এই বেআইনি ও ষড়যন্ত্রমূলক কাজের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে। জুলাই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে অর্জিত নতুন এই বাংলাদেশে দুই সহস্রাধিক হত্যা ও অর্ধলক্ষ ভাই-বোনের নির্যাতনের বিচার প্রক্রিয়ার জন্য পুনর্গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ও চিফ প্রসিকিউটর সম্পর্কে ব্যক্তি স্বার্থে এ কার্যক্রম অনভিপ্রেত এবং অগ্রহণযোগ্য। নুরুল হক নূর তার এই ভিত্তিহীন, অসত্য ও দুরভিসন্ধিমূলক বক্তব্য প্রত্যাহারপূর্বক ক্ষমা না চাইলে তার বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বাংলাদেশিসহ ৫ হাজার অবৈধ

হাজার প্রবাসীকে মালদ্বীপ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। মালদ্বীপ অভিবাসন বিভাগের তথ্য মতে, অবৈধভাবে কর্মরত ও ব্যবসা পরিচালনার দায়ে গত বছরের ১৭ নভেম্বর থেকে চলতি বছরের ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত ৫ হাজার অভিবাসীকে আটক করে নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। মালদ্বীপে গত বছরের নভেম্বর মাসে এ অভিযান শুরু হয়। মালদ্বীপের নাগরিকদের দাবির মুখে দেশটির প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজ্জু অবৈধ অভিবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য এ উদ্যোগ নেন। এরই ধারাবাহিকতায় অবৈধ অভিবাসীদের আবাসস্থল ও খাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানে প্রতিদিনই বিশেষ অভিযান চালাচ্ছে অভিবাসন বিভাগ। এছাড়াও দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও অভিবাসন বিভাগের যৌথ অভিযানের ফলে অবৈধ ব্যবসা এবং খাদ্য উৎপাদন কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত বেশকিছু অভিবাসী ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে। এসব অবৈধ ব্যবসায়ীকেও দ্রুত সংশ্লিষ্ট দেশে ফেরত পাঠানোর চেষ্টা চলছে বলে জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে মালদ্বীপে নিযুক্ত বাংলাদেশ হাইকমিশনের কাউন্সেলর (শ্রম) মো. সোহেল পারভেজ জানিয়েছেন, প্রতিটি ওয়ার্ক ভিসার নির্দিষ্ট কিছু শর্ত থাকে, যেমন: আপনি যে কোম্পানির অধীনে কাজের উদ্দেশ্যে মালদ্বীপে এসেছেন, আপনাকে সংশ্লিষ্ট কোম্পানিতেই কাজ করতে হবে। আপনি যদি সেই নিয়ম ভঙ্গ করেন, তাহলে আপনাকে শাস্তির মুখে পড়তে হবে। কারণ, এক জায়গার ভিসা নিয়ে এসে অন্য জায়গায় কাজ করা বেআইনি। এই কর্মকর্তা আরও বলেন, মালদ্বীপ থেকে আপনাকে যে সুনির্দিষ্ট জায়গার ভিসা প্রদান করা হয়েছে, সেখানেই আপনাকে কাজ করতে হবে। অন্যথায় আপনাকে মালদ্বীপের আইনে অবৈধ অভিবাসী হিসেবে অভিহিত করা হবে। মালদ্বীপে অবৈধ অভিবাসীদের ধরতে প্রতিদিনই চলছে সাঁড়াশি অভিযান। মূলত, বৈধ পাস বা পারমিট ছাড়া কাজ করা এবং ফ্রি ভিসায় এক কোম্পানির হয়ে এসে অন্য কোম্পানিতে কাজ করা অভিবাসীদের বিরুদ্ধে এ অভিযান চলছে। অভিযানে প্রতিদিনই বাংলাদেশিসহ বিভিন্ন দেশের অভিবাসীরা আটক হচ্ছেন। এ অবস্থায় মালদ্বীপে অবস্থানরত ১ লাখেরও বেশি প্রবাসী বাংলাদেশির মধ্যে যারা অবৈধভাবে বসবাস এবং ব্যবসা করছেন তাদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। মালদ্বীপে ক্ষমতায় আসার পর থেকে অবৈধ অভিবাসীদের আটক করতে অভিযান চালাচ্ছে প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজ্জুর সরকার। আটকের পর তাদেরকে দেশে ফেরত পাঠানো হচ্ছে।

শেষ হইয়াও হইলো না শেষ

সেখানে এ ধরনের বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা হলো। এরপর আবার সেগুলোকে অবসরে দেওয়া হয়। দ্রুত বিদ্যুৎ পাওয়া গেলেও এর বড় অসুবিধা হচ্ছে, এ ধরনের বিদ্যুৎকেন্দ্র ছোট ছোট জেনারেটর বসিয়ে নির্মাণ করা হয়। ফলে এর উৎপাদন দক্ষতা কম। এ কারণে উৎপাদন খরচ অন্য বিদ্যুৎকেন্দ্রের তুলনায় বেশি হয়। এবার আসা যাক কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্র কীড় সেই আলোচনায়। ফখরুদ্দিন আহমেদের বিদায়ের পর আওয়ামী লীগ ২০০৯ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। ওই সরকার বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়। যেহেতু একটি বিদ্যুৎকেন্দ্রের দরপত্র আহ্বানের উদ্যোক্তা নির্বাচন করতে এক বছরের বেশি সময় প্রয়োজন হয়, এজন্য তারা আগের সরকারের করা দরপত্রে পাওয়া দরকে ভিত্তি ধরে বিনা দরপত্রে ভাড়ায় চালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করে। কুইক বা দ্রুততার সঙ্গে যেহেতু রেন্টাল বা ভাড়ায় চালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়ড়তাই কেন্দ্রগুলোর নামকরণ করা হয় কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্র। একইসঙ্গে কেন্দ্রগুলো যেহেতু বিনা দরপত্রে নির্মাণ করা হচ্ছেড়তাই ভবিষ্যতে যাতে কেউ এ নিয়ে প্রশ্ন না করতে পারে, সেজন্য একটি আইনও প্রণয়ন করে তৎকালীন সরকার। চুক্তি করার ক্ষেত্রে যে দায় তৈরি হয় তা থেকে মুক্তি দিয়ে দেওয়া হয়। কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের সমস্যা কোথায় কুইক রেন্টাল অর্থাৎ দরপত্র ছাড়া দ্রুততার সঙ্গে এই কেন্দ্র নির্মাণে স্বচ্ছতা ছিল না বলে অভিযোগ আছে। সরকারি ক্রয় নীতিমালায় বলা হয়েছে, সরকার প্রতিটি ক্রয়ে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা বা পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করবে। অর্থাৎ, প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র আহ্বান করতে হবে। সরকার বা সরকারের পক্ষে কোনও সংস্থার ডাকা দরপত্রে সর্বনিম্ন দরদাতাই কাজটি পাবেন। এখানে একটি স্বচ্ছতার বিধান রয়েছে। কুইক রেন্টালের ক্ষেত্রে সেটি মানা হয়নি। যেহেতু প্রতিযোগিতামূলক কোনও দরপত্র নেই, তাই চাইলে পছন্দের যে কাউকে ডেকে কাজ দেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। বিগত সরকার সেই সুযোগ গ্রহণও করে। গত ১৫ বছর ধরে যারা বা যেসব প্রতিষ্ঠান সরকারের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ছিল তারাই কুইক রেন্টাল, রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাজ পেয়েছে। এক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি, বেশি দামে কাজ দেওয়াসহ যেসব অভিযোগ তোলা যায়ড় কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের ক্ষেত্রে তার সবগুলোই পাওয়া যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের মালিক ছিলেন আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যরা। প্রকাশ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করে তারা কাজ বাগিয়ে নিয়েছেন। মালিক ছিলেন কারা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ-সিপিডির এক গবেষণা প্রতিবেদন বলছে, ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের আগে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকার দরপত্রের মাধ্যমে আটটি রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের অনুমতি দিয়েছিল। সে বছরেই আওয়ামী লীগ সরকার বিনা দরপত্রে ৩২টি কুইক রেন্টাল কেন্দ্র নির্মাণের অনুমতি দেয়। দরপত্র এড়াতে ২০১০ সালে জাতীয় সংসদে দুই বছরের জন্য পাস করা হয় জরুরি বিশেষ আইন। পরে আইনটির মেয়াদ কয়েক দফা বাড়িয়ে সর্বশেষ ২০২৬ সাল পর্যন্ত করা হয়। সরকারের ঘনিষ্ঠ সামিট গ্রুপ গোপালগঞ্জ-১ আসনের আওয়ামী লীগের টানা ছয়বারের এমপি ও সাবেক বিমানমন্ত্রী ফারুক খানদের পারিবারিক ব্যবসা। মেয়াদ বাড়ানোর সময় 'নো ইলেক্ট্রিসিটি নো পেমেন্ট' শর্তের কথা বলা হলেও ভিন্ন নামে টাকা নিয়ে যাচ্ছেন মালিকরা। ফারুক খানের বড় ভাই আজিজ খান সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান। গ্রুপটি বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে গত ১৫ বছরে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করে। কেবল গত অর্থবছরেই সামিট সাতটি বিদ্যুৎকেন্দ্রের ভাড়া পেয়েছে ১ হাজার ৯৫৭ কোটি টাকা। দ্বিতীয় স্থানে আছে ইউনাইটেড গ্রুপের ৫টি বিদ্যুৎকেন্দ্র। এগুলো পেয়েছে ১ হাজার ৬৮২ কোটি টাকা। কনফিডেন্স গ্রুপ বিনা দরপত্রে পেয়েছে ৬টি বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাজ। কেন্দ্র থেকে ভাড়া পাওয়ার দিক থেকে গ্রুপটি তৃতীয় স্থানে রয়েছে। ৬টি কেন্দ্র বাবদ তারা পেয়েছে ৯৬২ কোটি টাকা। কেন্দ্রের ভাড়া পাওয়ার ক্ষেত্রে পঞ্চম স্থানে আছে বাংলাক্যাটের ৪টি বিদ্যুৎকেন্দ্র, এর ভাড়া ৮৮৩ কোটি টাকা। আর ষষ্ঠ সিঙ্গাপুরভিত্তিক সেম্বকর্প, ভাড়া বাদ নিয়েছে ৭৮৫ কোটি টাকা।সপ্তম যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এপিআর এনার্জি, কেন্দ্রের জন্য কোম্পানিটি ভাড়া নিয়েছে ৬৮০ কোটি টাকা। নবম ডরিন গ্রুপের ৬টি বিদ্যুৎকেন্দ্র, যার ভাড়া ৬৫১ কোটি টাকা। ডরিন পাওয়ারের মালিক ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি প্রয়াত নূরে আলম সিদ্দিকীর ছেলে ও ঝিনাইদহ থেকে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে ২০১৪ ও ২০১৮ সালে সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী তাহজীব আলম সিদ্দিকী। দশম স্থানে রয়েছে দেশ এনার্জির চারটি বিদ্যুৎকেন্দ্র। ভাড়া বাবদ তারা পেয়েছে ৫১৫ কোটি টাকা। দেশ এনার্জি ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রয়াত মেয়র আনিসুল হকের প্রতিষ্ঠান। মধু শেষ, হাড়ি এখন ফাঁকা বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিদিনের উৎপাদন বিবরণী ঘেঁটে দেখা গেছে, সারা দেশে এখন আর সেভাবে রেন্টাল এবং কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের অস্তিত্ব নেই। তিন বছর মেয়াদি চুক্তির আওতায় ২০১০ থেকে ২০১৩ সালে এসব কেন্দ্র নির্মাণের কার্যাদেশ দেওয়া হয়। ফলে কেন্দ্রগুলোর মেয়াদ ওই সময়ের পর শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু বিগত সরকারের মধ্যমেয়াদি বেইজ লোড বিদ্যুৎকেন্দ্রের নির্মাণকাজ শেষ না হওয়ায় ধাপে ধাপে মেয়াদ বাড়িয়ে এসব কেন্দ্র রেখে দেওয়া হয়। সমস্যাটি এখানেই শুরু হয়। সাশ্রয়ী বিদ্যুতের বদলে বেশি দামের বিদ্যুৎ দিয়ে প্রয়োজন মেটাতে হয়। এখনও রেন্টাল এবং কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের কোনও কোনোটিকে 'নো ইলেক্ট্রিসিটি, নো পেমেন্ট' অর্থাৎ বিদ্যুৎ নিলেই কেবল অর্থ পাবেনড়এমন শর্তে রেখে দেওয়া হয়েছে। যাকে বিগত সরকারের 'বড় পাপ' হিসেবেই কেউ কেউ বিবেচনা করেন। এর মধ্যে কেরানীগঞ্জে পাওয়ারপ্ল্যান্টের ১০০ মেগাওয়াট, আশুগঞ্জে ৫৫ মেগাওয়াটের একটি, শাহজিবাজারে ১৩০ মেগাওয়াটের দুটি, ভোলায় ৩৩ মেগাওয়াটের একটি, আমনুরাতে ৫৫ মেগাওয়াটের একটি কেন্দ্র রয়েছে। ফেঞ্চুগঞ্জে রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট নামেই ৫৫ মেগাওয়াটের একটি কেন্দ্র রয়েছে। অর্থাৎ, সরকারি কুইক রেন্টাল হিসেবে আর কোনও বিদ্যুৎকেন্দ্র নেই। বিশেষজ্ঞরা যা বলছেন তেল গ্যাস বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির নেতা আনু মুহম্মদ বলেন, এই দায়মুক্তি আরও আগে উঠিয়ে নেওয়া দরকার ছিল। বিদ্যুৎ-জ্বালানি খাতে প্রচুর দুর্নীতি হয়েছে। কুইক রেন্টাল তার কেবল একটা অংশ। এই দায়মুক্তি তুলে দেওয়ার ফলে চুক্তির নীতিনির্ধারকদের বিষয়ে এখন তদন্ত করা যাবে। তারা এসব কেন্দ্র অনুমোদনের ক্ষেত্রে অনিয়ম করেছেন কিনা, স্বজনপ্রীতি করেছেন কিনা, ঘুষের বিনিময়ে অনুমোদন দিয়েছেন কিনা, বাড়তি টাকা দিয়েছেন কিনা, সেগুলো প্রমাণ করা গেলে বিচারের আওতায় আনার সুযোগ পাওয়া গেলো। একইভাবে তিনি বলেন, কুইক রেন্টালের মালিকদের বিরুদ্ধে যদি টাকা বেশি নেওয়া, ঘুষ দিয়ে কাজ আদায়সহ সংশ্লিষ্ট অভিযোগগুলো প্রমাণ করা যায়তাহলে তাদেরও বিচারের আওতায় আনা যাবে। তিনি বলেন, বিদ্যুৎ জ্বালানি খাতের দুর্নীতিকে ধরার এটি কেবল প্রথম ধাপ বলা যায়। আরও অনেক বড় বড় দুর্নীতি আছে এই খাতে। সেসবও আস্তে আস্তে ধরতে হবে।

রাজধানীতে ছুরিকাঘাতে চিকিৎসকের

হয়েছেন, কীভাবে ও কারা এ ঘটনাটি ঘটিয়েছে এমন প্রশ্নে বর্ধন বলেন, আমরা দেখিনি। তবে ধারণা করা হচ্ছে বাইরে থেকে চোর বাসায় ঢুকেছিল। ওই বাসায় তারা স্বামী-স্ত্রী থাকেন। ঘটনার সময় আব্দুর রশিদের চিৎকারে আশেপাশের সবাই টের পান। পরে সবাই চিৎকার শুরু করলে অপরাধীরা আঘাত করে দ্রুত পালিয়ে যায়। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক। তিনি বলেন, নিহতের মৃতদেহ হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে। হাজারীবাগ থানার ওসি মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, নিজস্ব বাড়ির দোতলায় থাকতেন আব্দুর রশিদ ও তার স্ত্রী। তারা দুই জনই ডাক্তার। গত বৃহস্পতিবার রাত ৩টার দিকে আব্দুল রশিদ দরজা খোলা রেখে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ছিলেন। তখন চুরির উদ্দেশ্যে বাসায় ঢুকে পড়ে তিন যুবক। পরে তাদের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর ধস্তাধস্তি হয়। এক পর্যায়ে চোররা আব্দুর রশিদকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। ওসি আরও বলেন, ওই বাড়ি ও আশেপাশের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে তিন জনকে দেখা গেছে। তবে ভিকটিমের বাসা থেকে কোনও কিছু খোয়া যায়নি। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করা যাচ্ছে। আসলে ঘটনাটি কি চুরির, নাকি পূর্বপরিকল্পিত কোনও ঘটনা আছে সেব্যাপারেও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। সিসিটিভি ক্যামেরায় দেখতে পাওয়া ওই তিন ব্যক্তিকে ধরতে পুলিশের অভিযান চলছে। আব্দুর রশিদের স্ত্রী ভালো আছে, তার শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই এবং হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে যাননি বলেও জানান ওসি।

বঙ্গবন্ধু নাম পাল্টে হলো 'সাফারি

হয়েছে। পার্ক খোলার বিষয়টি প্রচার হলে দর্শনার্থীর সংখ্যাও বাড়বে। এ সাফারি পার্কে বিভিন্ন বেষ্টনীতে উন্মুক্ত অবস্থায় রয়েছে বাঘ, ভাল্লুক, সিংহ, বিভিন্ন প্রজাতির হরিণ, বানর, জিরাফ, জেব্রা, সাপ, কুমির, হাতি, ময়ূর ও বিভিন্ন প্রজাতির পাখিসহ নানা ধরনের প্রাণী। গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার মাওনা ইউনিয়নের বড় রাথুরা মৌজা এবং সদর উপজেলার পীরুজালী ইউনিয়নের চার হাজার ৯০৯ একর বনভূমি ছোট-বড় বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর নিরাপদ আবাসস্থল হিসেবে পরিচিত এ সাফারি পার্ক। এর মধ্যে তিন হাজার ৮১০ একর এলাকাকে সাফারি পার্কের মাস্টার প্ল্যানের আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

নির্মাণের এক বছরেই

বসতঘর ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড বাগেরহাটের নির্বাহী প্রকৌশলী আবু রায়হান মোহাম্মাদ আল বেরুনি বলেন, ৬৩ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ করে সিআইপি প্রকল্প। তারপর গত বছরের ডিসেম্বর মাসে আমাদের কাছে সেটি হস্তান্তর করা হয়েছিল। এখন বিভিন্ন স্থানে ভাঙন দেখা দিয়েছে। আমরা মাঠে থেকে পর্যবেক্ষণ করে কাজ করছি।

জাতীয় ঐক্য গড়ে ফ্যাসিবাদের কবর

রয়েছে। সব দলের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে ফ্যাসিবাদীদের হঠাতে হবে। বাগেরহাট জেলা জামায়াতের আমির রেজাউল করিমের সভাপতিত্বে সদস্য সম্মেলনে আরও বক্তব্য দেন- কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারি মুহাদ্দিস আব্দুল খালেক, সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক খুলনা মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, কেন্দ্রীয় সূরা সদস্য অধ্যক্ষ মশিউর রহমান, বাগেরহাট জেলা জামায়াতে নায়েবে আমির অ্যাডভোকেট শেখ আব্দুল ওয়াদুদ, জেলা জামাতের সেক্রেটারি জেনারেল শেখ ইউসুফ আলী, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ইকবাল হোসেন। জামায়াত নেতা মাস্টার শফিকুল আলম, অধ্যাপক আব্দুল আলীম, মনজুরুল হকের হাত প্রমুখ।

কাকরাইলে ফের উত্তেজনা

আলোকে জুবায়েরপন্থিরা চার সপ্তাহ ও সাদপন্থিরা দুই সপ্তাহ করে পর্যায়ক্রমে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন কাকরাইলে। যদিও বিগত সরকারের এমন সিদ্ধান্তকে বৈষম্য বলে দাবি করে আসছে উভয় পক্ষ। এ নিয়ে গত বুধবার (১৩ নভেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে সাদ অনুসারীরা। অপর দিকে জুবায়েরপন্থিরা কাকরাইল মসজিদে ১৫ নভেম্বর থেকে লাগাতার অবস্থান নিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে।সাদ অনুসারীদের দাবি, কাকরাইল মসজিদের একটি অংশে এমনিতেই জুবায়েরপন্থিরা সারা বছর মাদ্রাসার নামে আলাদা অবস্থান নিয়ে থাকেন। কিন্তু হেফাজতপন্থি আলেমদের সাম্প্রতিক ঘোষণার প্রেক্ষাপটে জুবায়েরপন্থিরা সরকারি সিদ্ধান্ত অমান্য করে কাকরাইল মসজিদ স্থায়ীভাবে দখল নেওয়ার ঘোষণা দেওয়াকে রক্তক্ষয়ী সংঘাতের দিকে ঠেলে দেওয়ার আশঙ্কা করছেন তারা। এমন পরিস্থিতিতে সাধারণ মুসল্লি ও তাবলিগের অনুসারীরা ভয়াবহ সংঘাত ও হতাহতের মতো ঘটনা ঘটতে পারে বলে মনে করেন।

শ্রীলঙ্কার সাধারণ নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট

দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নীতি সংস্কারে আরও বেশি ক্ষমতা দিল শ্রীলঙ্কা। শ্রীলঙ্কার সবচেয়ে খারাপ অর্থনৈতিক সঙ্কটের পরে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই এবং স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধারে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য সেপ্টেম্বরে নির্বাচিত দিশানায়েকের স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন ছিল। জীবনযাত্রার উচ্চ ব্যয় অনেক ভোটারের জন্য এবার মূল বিষয় ছিল। বিশ্লেষকরা আশা করেছিলেন যে এনপিপি নির্বাচনে ভাল করবে। কিন্তু যা নির্ধারণ করা বাকি ছিল তা হল বিজয়ের ব্যবধান। জোট তার উচ্চাভিলাষী সংস্কারগুলো পাস করতে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে কিনা তা নিয়ে সংশয় ছিল। ৫৫ বছর বয়সী দিশানায়েক এর আগে সাংবাদিকদের বলেছিলেন, তিনি বিশ্বাস করেন যে এটি 'একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন যা শ্রীলঙ্কায় একটি টার্নিং পয়েন্ট নির্ধারণ করবে।'

বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু করল

চুক্তি অনুযায়ী, নেপাল ২০২৫ সাল থেকে ২০২৯ সাল পর্যন্ত প্রতি বছরের ১৫ জুন থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে। অর্থাৎ বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে ঢাকায় আসবে নেপালের বিদ্যুৎ। নেপাল থেকে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ বাংলাদেশ কিনবে ৮ দশমিক ১৭ রুপিতে। যার মধ্যে ভারতের সঞ্চালন লাইনের খরচও থাকবে। দেশটি বাংলাদেশে বিদ্যুৎ পাঠাবে তাদের দুটি কেন্দ্র থেকে। এরমধ্য ২৫ মেগাওয়াট ত্রিশূলি আর ২২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আসবে চিলমি হাইড্রোপাওয়ার প্রজেক্ট থেকে। যেহেতু বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে সরাসরি বৈদ্যুতিক সংযোগ নেই। তাই ভারতের সঞ্চালন লাইন হয়ে এই বিদ্যুৎ আসছে। তবে ভারতের গ্রিডের সঙ্গে বাংলাদেশের গ্রিডের সংযোগে খুব বেশি বাড়তি ক্যাপাসিটি না থাকায় নেপাল মাত্র ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাঠাতে পারবে। কিন্তু ভবিষ্যতে যদি সঞ্চালন লাইনের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করা হয় তাহলে নেপাল আরও বেশি পরিমাণে বিদ্যুৎ পাঠাতে পারবে বলে জানিয়েছেন মুখপাত্র চন্দন কুমার ঘোষ। নেপাল ২০২১ সালের নভেম্বর থেকে ভারতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছিল। বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে তারা অতিরিক্ত জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করে থাকে বলে এগুলো রপ্তানি করতে পারে।

ঢাকায় তিন দিনব্যাপী বে অব বেঙ্গল

'এ ফ্র্যাকচারড ওয়ার্ল্ড'। এ সম্মেলন-ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধির জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচিত হয় এমন সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করবে। সম্মেলনে সিজিএস'র পার্টনার হিসেবে রয়েছে ইউএসএইড, ইউএন বাংলাদেশ, ইউএনডিপি, দ্য এশিয়া ফাউন্ডেশন, অস্ট্রেলিয়ান হাই কমিশন বাংলাদেশ, কানাডিয়ান হাই কমিশন বাংলাদেশ, অ্যাম্বাসি অব দ্য কিংডম অব দ্য নেদারল্যান্ডস, ফ্রেডরিখ ইবার্ট স্টিফটাং, এয়ার এশিয়াসহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান। সংবাদ সম্মেলনে জিল্লুর রহমান বলেন, সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ গত দুই বছর ধরে বার্ষিক বে অব বেঙ্গল কনভারসেশনের আয়োজন করে আসছে। বিগত বছরগুলোতে এ সম্মেলনটি আয়োজন করতে সরকারের পক্ষ থেকে নানা বাধা দেওয়া হয়েছিল, তবে এ বছর আমরা অনেক সহযোগিতা পাচ্ছি। এটি আমাদের তৃতীয় বছর এবং আমাদের সবচেয়ে বড় এ আয়োজনটি করতে যাচ্ছি। তিনদিনের সম্মেলন আনুষ্ঠানিকভাবে ১৬ নভেম্বর শুরু হবে। এ বছরের সম্মেলনে বিশ্বের ৮০টিরও বেশি দেশ থেকে ২০০ জনের বেশি আলোচক, ৩০০ জন প্রতিনিধি এবং ৮০০ জন অংশগ্রহণকারী একত্র হবেন। সমসাময়িক বৈশ্বিক সমস্যা সমাধানের জন্য ঢাকায় যোগ দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এমন অনেক ব্যক্তিকে দেখতে পাওয়া অত্যন্ত অনুপ্রেরণাদায়ক হবে বলে জিল্লুর রহমান জানান। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ তার ইতিহাসের এক অনন্য মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে। সাম্প্রতিক ঘটনা আমাদের জন্য সংলাপ ও সহযোগিতার জন্য একটি নতুন পথ উন্মুক্ত করাসহ, গণতান্ত্রিক নীতি নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করার বড় ধরনের সুযোগ তৈরি করেছে। সিজিএস আয়োজিত এ সম্মেলন গণতন্ত্র, মানবাধিকার, জলবায়ু পরিবর্তন থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, নিরাপত্তা, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, সীমান্ত পেরিয়ে সব প্রতিধ্বনিত চ্যালেঞ্জগুলো অন্বেষণ করার একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। তার দৃষ্টিভঙ্গি এ তিনদিনের অর্থপূর্ণ এবং প্রভাবশালী আলোচনায় নতুন মাত্রা যোগ করবে। এটি শুধুমাত্র একটি সম্মেলন নয়, ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার জন্য একটি আহ্বান মাত্র। সে সঙ্গে, নতুন সংলাপ এবং সমাধানকে উৎসাহিত করে জাতি এবং সম্প্রদায়গুলোকে বিভক্তকারী বিষয়গুলো মোকাবিলা করার লক্ষে এ আয়োজন। তিনি আরও বলেন, আমরা বিশ্বাস করি, এ অঞ্চলের দেশগুলোর কুটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নে ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় এ সম্মেলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বিশেষভাবে, এ সম্মেলনের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ পুনর্গঠনে কুটনৈতিকভাবে লাভবান হবে। রাজনৈতিক, মানবাধিকার, অপতথ্য, গুজবসহ সব বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলতে চাই। সম্মেলন সার্থক করতে তিনি সবার সমর্থন ও সহযোগিতা আশা করেন। সিজিএস এর চেয়ারম্যান মুনিরা খান বলেন, এ সম্মেলন থেকে আমরা গণতন্ত্র, শান্তি ও মানবাধিকারসহ বৈশ্বিক বিষয়ে জানতে চাই, কথা বলতে চাই। এ সম্মেলনের এজেন্ডা জনগণের জন্য, কোনো রাজনৈতিক দলের নয়। সব ধরনের সমস্যা ও তার ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলতে চাই। পৃথিবীব্যাপী জনগণ, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, নির্বাচন, দারিদ্র্য নিয়ে কথা বলার জন্যই আমাদের এ সম্মেলন। সম্মেলনের আলোচনার বিষয়বস্তু, সময়সূচি ও আলোচকদের তালিকা সমৃদ্ধ বুকলেট বিওবিসি'র অফিসিয়াল ওয়েবসাইট https://bayofbengalconversation.cgs-bd.com/- এ পাওয়া যাবে, আগ্রহীরা সেখান থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন।

সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে অপরাধের

এই প্রসঙ্গটি সম্মেলনে উত্থাপিত হয়নি। ইউনেস্কো সম্মেলনে যা উঠে এসেছে তা হল, সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে সহিংস অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলগুলিতে যেখানে সাংবাদিকরা কেবলমাত্র সহিংস আক্রমণের মুখোমুখিই হননি বরং প্রতিপক্ষের আক্রমণকারীদের দ্বারা অনেক জায়গায় লক্ষ্যবস্তুতেও পরিণত হয়েছেন। যদিও আক্রমণকারীরা সরকারের কাছ থেকে সম্পূর্ণ দায়মুক্তিই ভোগ করে আসছে। ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর হাতে গাজায় সাংবাদিকদের নির্বিচার হত্যার সাম্প্রতিক ইতিহাস সবচেয়ে ভয়াবহ দৃষ্টান্ত। দ্য গার্ডিয়ান এবং এনবিসি নিউজের মতো গণমাধ্যম ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সূত্র অনুসারে, ৫ নভেম্বর পর্যন্ত প্রায় ১৩৪-১৪৭ জন সাংবাদিক এবং মিডিয়া কর্মী, ১২০ জন শিক্ষাবিদ এবং ২২৪ জনেরও বেশি শ্রেণিপেশার মানুষ নিহত হয়েছেন। অন্তত বলতেই হবে, পশ্চিমা মিডিয়া এবং মিডিয়া সুরক্ষা সংস্থাগুলি সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে এই অপরাধের বিষয়ে যে আশ্চর্যরকম নীরবতা তা সত্যিই লজ্জাজনক।

সম্মেলনে ইউনেস্কো এবং আফ্রিকান ইউনিয়নের দ্বারা উপস্থাপিত একটি যৌথ গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে যে, 'অনেক সাংবাদিক স্বাধীন, নির্ভরযোগ্য এবং যাচাইযোগ্য তথ্য তৈরি করার জন্য মৃত্যু, জোরপূর্বক গুম, নির্যাতন, বেআইনি আটক এবং অপহরণ সহ চড়ামূল্য দিয়েছেন।'সংঘাতপূর্ণ এলাকায়, ২০২২-২০২৩'র মধ্যে সাংবাদিকদের হত্যার সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। সংঘাতের সম্মুখীন বেশিরভাগ আফ্রিকার দেশগুলিতে এ ঘটনা ঘটেছে (গাজার ঘটনা এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি), যেখানে ২০২৩-২০২৪ অন্তত ১৪ জন সাংবাদিক নিহত হন। রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস (আরএসএফ) অনুসারে, ২০২৪ সালে একই অঞ্চলে ১৪ জন সাংবাদিক নিখোঁজ এবং ৩২ জন সাংবাদিককে আটক করা হয়েছে। ১২টি সাব-সাহারান আফ্রিকান দেশে, মানহানি, সেন্সরশিপ লঙ্ঘন, রাষ্ট্রবিরোধী প্রতিবেদন করা, ধর্মীয় অবমাননা ইত্যাদির অভিযোগে কমপক্ষে ৪৭ জন সাংবাদিককে আটক করা হয়েছে। পরিবেশ বিষয়ক সাংবাদিকদের জন্যও একটি নতুন বাস্তবতা উঠে আসছে। জলবায়ু-সম্পর্কিত বিপর্যয়গুলি যেমন ঘন ঘন ঘটছে, তেমনি সাংবাদিকরা তাদের কাজের জন্য গুরুতর হুমকি এবং চ্যালেঞ্জেরও সম্মুখীন হচ্ছেন। ২০২৪ সালের মে মাসে, বিশ্ব প্রেস ফ্রিডম দিবসের জন্য ইউনেস্কো একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে, যেখানে উল্লেখ করা হয় পরিবেশগত সমস্যাগুলি কভার করা সাংবাদিকদের ৭০ শতাংশ পেশাগত দায়িত্ব পালনের কারণে আক্রমণের শিকার। বাংলাদেশের সাংবাদিকদের ক্ষেত্রেও এই অবস্থা একইরকম হতাশাজনক। কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্ট (সিপিজে) অনুসারে ১৯৯২ সাল থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ২৬ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। এসব হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় হওয়া মামলার কোনোটিরও বিচার হয়নি।

প্রকাশিত রিপোর্ট অনুসারে, 'গত আড়াই দশকে, অন্তত ১৩ জন সাংবাদিক হত্যার অভিযোগে দায়ের করা মামলাগুলি দৃশ্যত সময়ের আবর্তে হারিয়ে গেছে। অভিজ্ঞতাগুলি সবার জন্য প্রায় একই। তদন্তের মাধ্যমে নেতিবাচক আবর্তে ধাবিত করা। এ যেন এক গোলকধাঁধা বিচারিক জগাখিচুড়ি! এক্ষেত্রে তদন্তের যেমন শেষ নেই, অপরাধীদের খুঁজে বেরও করারও তাড়া নেইড়সব মিলে সম্পূর্ণ দায়মুক্তির সংস্কৃতি! আগস্টে সরকার পরিবর্তনের পর থেকে, সাংবাদিকদের জন্য উদ্বেগের একটি নতুন কারণ নেমে এসেছে-ব্যাপক হারে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনা। এক মাস আগে প্রকাশিত আমার কলামে লিখেছিলাম, '...ঢাকা, চট্টগ্রাম, বগুড়া ও রাজশাহীতে ১২৯ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে হত্যা, খুনের চেষ্টা ইত্যাদি বিভিন্ন অভিযোগে মামলা হয়েছে।' সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ব্যাপকহারে মামলা দায়ের বন্ধ হলেও যাদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে মামলা রয়েছে তারা ভুক্তভোগী রয়েই গেছেন। যদিও তারা কারারুদ্ধ নন, তবে তাদের জীবিকা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। অনেকের পেশাগত জীবন সম্পূর্ণ ধ্বংসের সম্মুখীন। বিশেষ করে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সাংবাদিকদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। তারা প্রতিনিয়ত পুলিশ কর্তৃক তুলে নেওয়ার বা তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ এবং পেশার প্রতিদ্বন্দ্বীদের দ্বারা শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হওয়ার ক্রমাগত ভয়ের মধ্যে থাকছেন। এতে প্রভাবিত হয়েছে তাদের পরিবারের দৈনন্দিন জীবনও। তাদের সন্তানরা স্কুলে যেতে কিংবা পরীক্ষায় বসতে ভয় পাচ্ছে। এরই মাঝে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল কয়েকদিন আগে মন্তব্য করেছিলেন যে, 'গণহারে মামলার দায়েরে সরকার বিব্রত।' তিনি এও বলেছিলেন যে, সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার এবং পূর্ববর্তী শাসনের প্রতিদ্বন্দ্বীরা এই মামলাগুলি দায়ের করছে-সরকার নয়। তবে তা সত্ত্বেও গণহারে মামলা সরকার কর্তৃক যদি নাও করা হয় কিন্তু তা বন্ধ করা হবে বা দায়ের করার আগে নিদেনপক্ষে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করা হবে-আইন উপদেষ্টার বিবৃতিতে তা অনুপস্থিত ছিল। সাংবাদিকতায় ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকায়, বিশেষ করে একজন কলামিস্ট হিসেবে, আমরা আশা করেছিলাম এবং এখনও আশা করি, তিনি (আইন উপদেষ্টা) সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে এই কাল্পনিক হত্যার অভিযোগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। 'কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস' (সিপিজে) এর সিইও জোডি গিন্সবার্গ সম্প্রতি প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন করে যে ইমেল করেছেন যা এই নিবন্ধে উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমটি হল 'দমনমূলক আইনের উপর অবিলম্বে স্থগিতাদেশ আহ্বান, যা বাংলাদেশের মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে রক্ষা করার জন্য বাংলাদেশের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতাকে ক্ষুন্ন করে। যার মধ্যে রয়েছে দণ্ডবিধির অধীনে ফৌজদারি মানহানি এবং ১৯২৩ সালের ঔপনিবেশিক যুগের অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট-বাতিল বা সংশোধনী স্থগিত। এটি অবশ্যই তা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ডের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।' বাংলাদেশের নতুন যাত্রার শুরুতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে, যা মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং গণমাধ্যমের প্রতি দৃঢ়? অঙ্গীকার প্রতিফলিত করবে। ইতিহাস আমাদের পথ দেখায় যে, যখনই আমরা নতুন করে শুরু করার সুযোগ পাই, তখন আমরা প্রায়শই অতীতের উপর খুব বেশি এবং ভবিষ্যতের উপর খুব কম চিন্তা করি। এই সময়টি ভিন্ন বলে মনে হচ্ছে, কারণ অধ্যাপক ইউনূসের সরকার দূরদর্শী পরিবর্তনের পরামর্শ দেওয়ার জন্য গণমাধ্যমসহ ছয়টি নতুন সংস্কার কমিশন গঠন করেছে। আমরা আশা করি, মিডিয়া সংস্কার কমিশন গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসনকে স্পষ্ট করতে একটি আইনি কাঠামো তৈরি করবে, যা গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে বাংলাদেশের ভবিষ্যতের একটি স্থায়ী উপাদান করে তুলবে। আমরা 'সাংবাদিকদের কৃতকর্মের প্রতিশোধ নিতে তাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা শত শত ফৌজদারি মামলা প্রত্যাহার বা বাতিলে' সিপিজে-এর পরামর্শগুলিকেও অকুণ্ঠ সমর্থন করি? বিগত সরকারের দায়ের করা অনেক মামলা ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক, যার উদ্দেশ্য ছিল নির্দিষ্ট গণমাধ্যম বা সাংবাদিকদের শাস্তি দেওয়া। এগুলো অবিলম্বে বাতিল করা উচিত। সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট বাতিলের সঙ্গে সঙ্গে এ ধরনের মামলা প্রত্যাহারও হওয়া উচিত। বর্তমান সরকারের আমলে দায়েরকৃত হত্যা মামলার ক্ষেত্রে প্রমাণ ছাড়াই সেগুলো পর্যালোচনা করে খারিজ করার চেষ্টা করা উচিত। এই ধরনের পদক্ষেপগুলি একটি মুক্ত সংবাদপত্রের প্রতি বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতিকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে বলেই আমি মনে করি। যদিও ১৬৭ জন সাংবাদিকের 'এক্রিডিটেশেন' প্রত্যাহারের সবশেষ ঘটনার পর দৃশ্যমান বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবে আমরা এখনও আশা করি যে, বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যম একটি নতুন ভোর দেখবে এবং সমগ্র বিশ্বে শেষ পর্যন্ত বাকস্বাধীনতা বিকাশ লাভ করবে।

প্রতিদিনই বিপুল টাকা গচ্চা গুনছে

নিরাপত্তা ও জরুরি নিরাপত্তা ব্যবস্থায়। অর্থাৎ টানেলে দিনে ২৫ লাখ টাকার মতো ক্ষতি হচ্ছে। সেতু কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণের জন্য ২০১৩ সালে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়। তখন ২০১৭ সালকে টানেল চালুর বছর ধরে ওই সমীক্ষা করা হয়েছিল। যদিও ২০২৩ সালের ২৯ অক্টোবর টানেল চালু হয়। ওই সমীক্ষায় বলা হয়, টানেল চালুর বছরে প্রতিদিন গড়ে ১৭ হাজারের বেশি গাড়ি চলতে পারে। ২০২০ সালে তা প্রায় ২১ হাজার ও ২০২৫ সালের দিকে প্রতিদিন প্রায় ২৮ হাজারের মতো যানচলাচল করার কথা বলা হয়। অথচ বর্তমানে টানেল দিয়ে গাড়ি পার হচ্ছে দৈনিক সাড়ে চার হাজারের মতো। অর্থাৎ বর্তমানে যে পরিমাণ গাড়ি পার হচ্ছে তা লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ৩০ শতাংশ। যে কারণে টোল আদায়ও হচ্ছে লক্ষ্যমাত্রার ৭০ শতাংশ কম। টানেল নির্মাতা প্রতিষ্ঠান চায়না কমিউনিকেশন কনস্ট্রাকশন কোম্পানিকে (সিসিসিসি) পাঁচ বছরের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ের দায়িত্ব দিয়েছে সরকার। ঠিকাদারকে দিতে হবে বছরে ৬৮৪ কোটি টাকা। ওই হিসেবে রক্ষণাবেক্ষণের দৈনিক ব্যয় দাঁড়ায় সাড়ে ৩৭ লাখ টাকা। সূত্র জানায়, টানেল নিয়ে সমীক্ষায় বলা হয়েছিলো, প্রতি পাঁচ বছর পর পর একবার টানেলের বড় ধরনের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। যাকে বলা হয় রেগুলার মেইনটেনেন্স। একবার এ ধরনের রক্ষণাবেক্ষণ কাজে প্রায় ১৯ লাখ ডলার ব্যয় হবে, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ২১ কোটি টাকার সমান। টানেল নির্মাণে শুরুতেই ব্যয় ধরা হয় আট হাজার ৪৪৭ কোটি টাকা। পরে ব্যয় বেড়ে দাঁড়ায় ১০ হাজার ৬৮৯ কোটি টাকা। ব্যয়ের মধ্যে ছয় হাজার ৭০ কোটি টাকাই চীনের এক্সিম ব্যাংক ঋণ দিয়েছে। এদিকে বিশেষজ্ঞদের মতে, টানেল ছিল একটি অপ্রয়োজনীয় উচ্চাভিলাষী প্রকল্প। কর্ণফুলী নদীতে কালুরঘাট, রাঙ্গুনিয়া চন্দ্রঘোনাসহ বিভি-ন্ন স্থানে জনসাধারণের জন্য ব্রিজের প্রয়োজন ছিল। টানেল নির্মাণে ব্যয় হওয়া অর্থ দিয়ে দশটি ব্রিজ নির্মাণ করা যেত। বিগত ২০২৩ সালের ২৮ অক্টোবর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর উদ্বোধন করেন। ২৯ অক্টোবর থেকে টানেল দিয়ে যানবাহন চলাচল উন্মুক্ত হয়। প্রথম দিন পাঁচ হাজার ৬৭৮টি গাড়ি পার হয়। এতে টোল আদায় হয়েছে ১২ লাখ ১৩ হাজার ৩০০ টাকা। দেশের অনেক স্থপতি উচ্চাভিলাষী ওই প্রকল্পের বিরোধিতা করে তা না করার ওপর যুক্তি তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু তারপরও টানেলের মতো অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। টানেলে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে, তা দিয়ে কর্ণফুলী নদীতে দশটি ব্রিজ নির্মাণ করা সম্ভব হতো। যারা সম্ভাব্যতা যাচাই করেছে তারা ভুল তথ্য দিয়েছে। এ প্রকল্প কখনও লাভের মুখ দেখার সম্ভাবনা নেই। কারণ টানেলে গাড়ি যদি বেশি চলাচল করে, তখন ব্যয়ও বেড়ে যাবে। অথচ দক্ষিণ চট্টগ্রামের মানুষ টানেল নয়, একটি কালুরঘাট ব্রিজের জন্য দীর্ঘকাল আন্দোলন করে আসছে। অন্যদিকে টানেল টোল ম্যানেজার বেলায়েত হোসেন জানান, উদ্বোধনের পর থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত টানেল দিয়ে যাতায়াত করেছে ১৩ লাখ ১৬ হাজার ২২৬টি গাড়ি। ওসব গাড়ি বাবদ টোল আদায় হয়েছে ৩৪ কোটি ৬২ লাখ টাকা। সবচেয়ে বেশি চলাচল করে প্রাইভেটকার। এরপর রয়েছে জিপ এবং মাইক্রো। এর মধ্যে বেশি হলো পর্যটকদের গাড়ি। গণপরিবহনের সংখ্যা অত্যন্ত কম।

নির্ধারিত সময়ে শেষ হচ্ছে না

বাছাই করা হচ্ছে। এর মধ্যে যদি কোনও কার্ডে অনিয়ম ধরা পড়ে সেই কার্ড বাতিল করা হবে। এখন এক কোটি কার্ডধারী সবাইকে পণ্য দেওয়া হচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি। তিনি বলেন, কার্ডগুলোকে স্মার্ট কার্ডে রূপান্তরে তথ্য হালনাগাদ করার জন্য টিসিবির পক্ষ থেকে বিভিন্ন জেলা প্রশাসন ও সিটি করপোরেশনকে চারবার চিঠি দেওয়া হয়েছে।

হুমায়ুন কবির বলেন, কার্ডধারীদের তথ্য পরিবর্তন, সংযোজন, বিয়োজন, পরিমার্জনসহ (যদি প্রয়োজন হয়) হালনাগাদ বিভিন্ন তথ্য দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে। কিন্তু জেলা প্রশাসন ও সিটি করপোরেশনে সাম্প্রতিক রদবদলের কারণে টিসিবির হাতে এসব তথ্য এখনও আসেনি। সে জন্য বাকি ৪৩ লাখ কার্ড স্মার্ট কার্ডে রূপান্তর করার ক্ষেত্রে সময় লাগছে। এখন পুরোনো কার্ডে পরিবারগুলোর কাছে পণ্য বিক্রি করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি। তিনি বলেন, এক কোটি হাতে লেখা কার্ড যখন এনআইডি'র সঙ্গে ইন্টিগ্রেশন করা হয়েছে তখন দেখা গেছে, একই এনআইডি দিয়ে ঢাকায় একবার কার্ড নিয়েছে, আবার নিজের গ্রামের বাড়িতে হয়তো আরেকটা কার্ড করেছে। যার ফলে যখন আমরা এনআআইডি দিয়ে যাচাই করতে গেলাম তখন ৪৩ লাখ কার্ড বাদ পড়ে গেছে। টিসিবির উপ-পরিচালক (মুখপাত্র) বলেন, একটি পরিবার যাতে একটি কার্ডের বেশি না পায়, সেজন্য আমরা স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ড করার উদ্যোগ নিয়েছি। এখন পর্যন্ত ৫৭ লাখ স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ড হয়েছে। বাকি কার্ডগুলো করার জন্য আমরা জেলা প্রশাসন এবং সিটি করপোরেশনকে চার দফা চিঠি দিয়েছি। সম্প্রতি বেশ কিছু জেলায় জেলা প্রশাসনে রদবদল হয়েছে। সেজন্য তাদের পক্ষ থেকে এই তথ্যগুলো না পাওয়ার কারণে বাকি কার্ডগুলো আমরা এখনও শনাক্ত করতে পারিনি। এ কারণে সময় লাগছে। বিষয়টি কয়েকদিন আগে ঢাকায় সংবাদ সম্মেলন করেও জানিয়েছিলেন তিনি। জানতে চাইলে হুমায়ুন কবির জানান, এসব কার্ড যাচাই-বাছাই করে তালিকা তৈরি করে আগামী ১৫ নভেম্বরের মধ্যে টিসিবিতে পাঠনোর জন্য বলা হয়েছে। তবে তাদের যদি কাজটি সম্পন্ন করতে আরও বেশি সময় লাগে, তাহলে সেই বাড়তি সময় তারা নেবেন। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে পিরোজপুরের নেছারাবাদ উপজেলার সোহাগদল ইউনয়নের বাসিন্দা বেলা বেগম টেলিফোনে বলেন, টিসিবির পণ্য পাচ্ছি না। আমার কার্ডে নাকি ঝামেলা আছে। পুরান কার্ড নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে গিয়েছিলাম। তারা বলেছে এখন নতুন কার্ড হবে। তখনই টিসিবির পণ্য পাবো। ওই ইউনয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুর রশিদ বলেন, টিসিবির কার্ড যাচাই-বাছাইয়ের কাজ চলছে। কাজটি সম্পন্ন করতে সময় লাগবে। বিষয়টি ইউএনও মহোদয় মনিটরিং করছেন। জানতে চাইলে চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক ফরিদা খানম বলেন, চট্টগ্রামেও টিসিবির ফ্যামিলি কার্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে অনিয়ম হয়েছে। এক পরিবারে একটি কার্ড থাকার কথা থাকলেও দেওয়া হয়েছে একাধিক। এছাড়া আরও অনিয়ম রয়েছে। যারা এই কার্ড পাওয়ার যোগ্য নয়, তাদেরও দেওয়া হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে অনেকে দরিদ্র পরিবার সরকারের দেওয়া এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সব অনিয়ম দূর করে একটি সুন্দর নিরপেক্ষ তালিকা করার জন্য চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন কাজ করছে। এ কাজের সঙ্গে এডিসি, ইউএনও, জনপ্রতিনিধি এবং ছাত্র সমন্বয়কদেরও যুক্ত করা হয়েছে। তিনি জানান, কাজটি জটিল। অনেক জায়গাতেই স্থানীয় জনপ্রতিনিধি পাওয়া যাচ্ছে না। সেক্ষেত্রে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের যুক্ত করে কাজটি এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ১৫ নভেম্বরের মধ্যে সম্ভব নয়, আশা করছি ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করতে পারবো।' পটুয়াখালীর জেলা প্রশাসক আবু হাসনাত মোহাম্মদ আরেফিন বলেন, এই কাজটি প্রত্যেক ইউএনওকে দেওয়া হয়েছে। তারা স্থানীয় প্রতিনিধি, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করছেন। আমার জেলায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি নিয়ে তেমন জটিলতা নেই। ৭৬টি ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে চারটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান অনুপস্থিত। সেখানে প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছে। অন্যত্র প্যানেল চেয়ারম্যান দিয়ে কাজ চলছে। কাজেই টিসিবির কার্ডধারীর তালকা চূড়ান্ত করতে বেশি সময় লাগবে না।

নোয়াখালীতে যুবদল নেতা খুন

স্টাফ রিপোর্টার : নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় মো. ইউনুস আলী ওরফে এরশাদ (৪০) নামে এক যুবদল নেতাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম নেওয়ার পথে ফেনীতে তার মৃত্যু হয়। এর আগে, একই দিন সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার চরফকিরা ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের গুচ্ছ গ্রামে হামলার শিকার হন তিনি। নিহত মো. ইউনুস আলী এরশাদ চরফকিরা ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি প্রার্থী ছিলেন এবং একই ওয়ার্ড ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি। ইউনুস উপজেলার দিয়ারা বালুয়া গুচ্ছ গ্রামের রইছুল হকের ছেলে। তিনি পেশায় একজন নৌকার মাঝি। কোম্পানীগঞ্জ থানার ওসি গাজী মুহাম্মদ ফৌজুল আজিম জানান, খুনের বিষয়টি শুনেছি। পুলিশ আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে। নিহতের ভগ্নিপতি মো. জয়নাল আবেদীন আলমগীর অভিযোগ করে বলেন, গত ছয়-সাত মাস আগে মুছাপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব আলী (পলাতক) আমার থেকে ৩০ হাজার টাকা নিয়ে মুছাপুর ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের মুছাপুর ক্লোজারের পশ্চিমের দায়ের খালটি ইজারা দেন। গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর খালটি দখল করতে মরিয়া হয়ে ওঠেন স্থানীয় কয়েকজন। গত বুধবার বিকেলে স্থানীয় সমীর খান, জাবেদ, ওবায়দুল্যাহ খানসহ ১০-১৫ জন দায়ের খালে আমাদের মাছ ধরার জাল কেটে তাদের জাল বসিয়ে দেন। আওয়ামী সরকার এখন নেই, তাদের সময়ে দেওয়া ইজারা বাতিল- এ কথা বলে তারা খালটি দখলে নেন। তিনি আরও বলেন, গত বৃহস্পতিবার সকালে আমিসহ আমাদের পরিবারের আরও চারজন সদস্য আমাদের জাল কেটে খাল দখল করে মাছ ধরার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে চরফকিরা ইউনিয়নের গুচ্ছগ্রাম ঘাটে যাই। সেখানে আমাদের সঙ্গে স্থানীয় নেজাম (৪২), তার ছেলে সুজন (২৫) ও তারেক (২৬) এবং তাদের আত্মীয় তারেক (২৬), বাবলু (২৭) ও রুমনের (২৫) বাগবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে দুপক্ষের মধ্যে হাতাহাতি ও মারামারির ঘটনা ঘটে। পরে নিজাম ডাকাত ও তার লোকজন ইউনুস আলী এরশাদের তলপেটে ছুরিকাঘাত করেন। এছাড়া আরও চারজনকে পিটিয়ে আহত করেন। পরে গুরুতর আহত ইউনুসকে প্রথমে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখান থেকে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়। রাত ৯টার দিকে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম নেওয়ার পথে ফেনীতে তার মৃত্যু হয়। আলমগীর অভিযোগ করে বলেন, মো. শাহজাহান ও তার ছোট ভাই মানছুরুল হক বাবরের নির্দেশে এ হামলা ও হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। চরফকিরা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি গোলাম রব্বানী বিপ্লব বলেন, গত বৃহস্পতিবার গুচ্ছগ্রামের ঘাট এলাকায় একটি ভিটিতে মাটি ফেলাকে কেন্দ্র করে এ ঘটনা ঘটে। এর সঙ্গে মুছাপুরের খাল দখলের বিষয়টিও জড়িত। নিহতের ছোট ভাই সামছুদ্দিন বলেন, দুই মাস আগে উপজেলার গুচ্ছগ্রামের সুভাষ নামে এক ব্যক্তির কাছ থেকে এক শতাংশ জমি তিন বছরের জন্য বন্ধক নেন আমার বড় ভাই ইউনুস। গত বৃহস্পতিবার সকালে ওই জায়গার ওপর মাটি ফেলে ভিটি বাঁধার কাজ শুরু করেন আমার ভাইয়েরা। তখন সুজন, জাবেদ, জিয়া খান, সমীর খান মেঘনা নদী হয়ে গুচ্ছগ্রাম ঘাট দিয়ে সেখানে আক্রমণ চালান। এতে আমার চার ভাই আহত হন। বড় ভাইকে তলপেটে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করা হয়। এছাড়া গত বুধবার বিকেলে শাহজাহান ও তার ভাই বাবরের নির্দেশে মুছাপুরের দায়ের খাল দখল করে আমাদের মাছ ধরার জাল কেটে হামলাকারীরা দখল করেন। অভিযোগ অস্বীকার করে মো. শাহজাহান বলেন, এ ঘটনার সঙ্গে আমি ও আমার ছোট ভাই বাবর কোনোভাবেই জড়িত নই। এটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অংশ। কোনো নেতা ষড়যন্ত্র করে আমাদের নাম বলাচ্ছে। বাবরের ফোন বন্ধ থাকায় তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি। ওসি গাজী মুহাম্মদ ফৌজুল আজিম বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জুলাই অভ্যুত্থানে শহীদ তানভীরের ভাইকে অস্ত্র দিয়ে ফাঁসানোর অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানে নিহত তানভীর ছিদ্দিকীর চাচাতো ভাই ও মহেশখালী উপজেলা যুবদল নেতা জিয়াউর রহমান জিয়াকে অবৈধ অস্ত্র দিয়ে ফাঁসানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন পরিবারের সদস্যরা। চট্টগ্রাম মহানগরীর জামালখান প্রেসক্লাবের সামনে এক প্রতিবাদ সমাবেশে এমন অভিযোগ করা হয়। এসময় জিয়াউর রহমানের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেন পরিবারের সদস্য, স্বজন ও ছাত্র জনতা। তাদের দাবি-মহেশখালী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও তানভীর সিদ্দিকী হত্যা মামলার অন্যতম আসামি তারেক বিন উসমান শরীফের ইন্ধনেই জিয়াকে অস্ত্র দিয়ে ফাঁসানো হয়েছে। জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার ভোর ৫টার দিকে মহেশখালী উপজেলার কালারমার ছড়া ইউনিয়নের মোহাম্মদ শাহ ঘোনা গ্রামের নিজ বসতভিটা থেকে উপজেলা যুবদলের সাবেক ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক ও ২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের শহীদ তানভীর সিদ্দিকীর চাচাতো ভাই জিয়াউর রহমান জিয়াকে আটক করা হয়। পরে তার কাছ থেকে থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে বলে জানান কোস্ট গার্ড। কিন্তু পরিবারের দাবি জিয়াউর রহমান জিয়াকে অস্ত্র দিয়ে ফাঁসানো হয়েছে। এই ঘটনায় গতকাল শুক্রবার মহানগরীর জামালখান প্রেসক্লাবের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশ করা হয়। এসময় শহীদ তানভীর সিদ্দিকীর ফুফু খায়রুন্নেছা রুবি বলেন, যুবদল নেতা জিয়াকে গ্রেপ্তারের পেছনে ইন্ধন দিয়েছে তানভীর সিদ্দিকী হত্যা মামলার অন্যতম আসামি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি উসমান গণি।

৭ দফা দাবিতে রানা প্লাজার

প্লাজায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের অনুদানের টাকা আত্মসাতকারীদের কাছ থেকে উদ্ধার করে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক পরিবারকে দেওয়ার আহ্বান জানান। এসময় তারা আরও দাবি করেন, ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকের সন্তানদের উচ্চশিক্ষার জন্য সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা করতে হবে। যে সব ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করা হয়নি তাদের অ্যাকাউন্ট করে দেওয়া এবং রানা প্লাজায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের অনুদানের টাকা আত্মসাতকারী রাজনৈতিক নেতা, শ্রমিক নেতা ও এনজিওগুলোর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান তারা। সমাবেশে রানা প্লাজার শ্রমিক নুরুল ইসলাম বলেন, রানা প্লাজার আহত শ্রমিকদের জন্য ১০ হাজার টাকা করে অনুদান এসেছিল। সেসময় সাবেক ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. এনামুর রহমান ও তার স্ত্রী সেই টাকা আত্মসাৎ করেছে। রাজনৈতিকভাবে এতদিন কোণঠাসা থাকার কথাও উল্লেখ করেন তিনি। অবিলম্বে আত্মসাত করা টাকা শ্রমিকদের কাছে বিতরণের আহ্বান জানান। শ্রমিক সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেনু জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক আন্দোলনের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক শাহ আলম হোসেনু, রানা প্লাজার শ্রমিক নুরুল ইসলাম, কবির, নিলুফাসহ রানা প্লাজার অর্ধশতাধিক পোশাক শ্রমিক।

শিল্পাঞ্চলে সেনাবাহিনীর নামে

নম্বরে অভিযোগ দায়ের করতে অনুরোধ করা হলো। নম্বরগুলো হলো০১৭৬৯০৯১০২০, ০১৭৬৯০৯৫১৯৮, ০১৭৬৯০৯৫২০৯।

হত্যাচেষ্টা মামলায় জাপা নেতা

করেন। শুনানি শেষে আদালত জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠান। এর আগে গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বরিশাল-৩ আসনের সাবেক এমপি গোলাম কিবরিয়া টিপুকে গ্রেপ্তার করে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানা পুলিশ। মামলার এজাহার থেকে জানা যায়, ২০১৮ সালে ৮ ফেব্রুয়ারি সকালে ৯টা ৫০ এর দিকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গুলশান থেকে বকশিবাজার আদালতে যাওয়ার পথে রাজধানীর মগবাজার এলাকায় আসামিদের আক্রমণের মুখে পড়েন। এসময় খালেদা জিয়ার গাড়িবহর, দেহরক্ষী ও নেতাকর্মীদের উপর হামলা হয়। এতে মামলার বাদীসহ বিএনপির আরও কয়েকজন নেতাকর্মী গুরুতর আহত হন। এ ঘটনায় এ বছরের ৮ নভেম্বর হাতিরঝিল থানায় মামলা করেন। বাংলাদেশ পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান বাবুল সরদার চাখারীসহ এ মামলায় জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদেরসহ ৬৫ জনকে আসামি করা হয়েছে। এ মামলায় টিপু ৫১নং আসামি।

কাকরাইল মসজিদে যাওয়ার পথে

ইউনিয়ন থেকে ঢাকার কাকরাইল মাসজিদে যাচ্ছিলেন। শাহবাগ এলাকায় নেমে সবাই পায়ে হেঁটে যাওয়ার সময়ে জিনু শেখ অসুস্থ হয় পড়েন। পরে তাকে দ্রুত ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানকার চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তিনি আরও জানান, মৃত জিনু শেখ সোনা হাট ইউনিয়নের মধ্য ভরতের ছড়া গ্রামের বাসিন্দা। তার সঙ্গে তার কয়েকজন স্বজনও ছিলেন।

আবারও অশান্ত মণিপুর

ভাঙা ছিল বেশ কয়েকটি হাড়। ওই নারীকে বাড়িতে ঢুকে সশস্ত্র হামলাকারীরা ধর্ষণ করে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ তার স্বামীর। অভিযোগ, মেইতেই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে। ৩১ বছরের ওই নারীকে জ্যান্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছিলেন তার স্বামী। মরদের ময়নাতদন্ত হয়েছিল শিলচর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। পুলিশের হাতে সেই রিপোর্ট আসার পরই চাঞ্চল্য ছড়ায় রাজ্যটিতে। জানা যায়, সেদিন ওই নারীকে হত্যা করার সাথেই জাইরন গ্রামের অন্তত ১৬টি বাড়িতে অতর্কিত আগুন ধরিয়ে দেয় দুষ্কৃতকারীরা। নির্যাতিতার বাড়িও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ভয়ে গ্রাম ছাড়ে বহু মানুষ। আশ্রয় নেয় পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে। ওই ঘটনার ঠিক দু-দিন পর অর্থাৎ ৯ নভেম্বর মনিপুরের বিষ্ণুপুর জেলায় মেইতেই সম্প্রদায়ের এক কৃষক নারীকে গুলি করে হত্যা করে দুষ্কৃতরা। জানা যায়, নারীটি সেই সময় জমি চাষে ব্যস্ত ছিলেন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার। পার্বত্য এলাকা থেকে কুকি সম্প্রদায় এমন করেছে বলে অভিযোগ করেছে মেইতেই। প্রসঙ্গত, গত বছর মে মাস থেকে জাতিবিদ্বেষে বিপর্যস্ত মনিপুর। এখনো পর্যন্ত ২৬০ জনের মৃত্যুর খবর সামনে এসেছে। ইম্ফলসহ উপত্যকা এলাকায় রয়েছে এই মেইতেই সম্প্রদায়। যারা জনসংখ্যায় প্রায় ৫৩ শতাংশ। অপরদিকে, জঙ্গলঘেরা পার্বত্য এলাকায় বসবাস নাগা ও কুকি সম্প্রদায়ের। যারা ৪০ শতাংশ জনসংখ্যায়। এই দুই সম্প্রদায়ের সহিংসতায় বারবার অগ্নিগর্ভে উঠছে সেখানকার পরিস্থিতি।

চাল আমদানি হলেও প্রভাব

দিয়ে ১৩ আমদানিকারক ৯১ হাজার মেট্রিক টন চাল আমদানির অনুমতি পেয়েছেন। এর আগে, গত বছরের ৩০ মার্চ হিলি স্থলবন্দর দিয়ে চাল আমদানি হয়েছিল।

হাজারীবাগে ছুরিকাঘাতে আহত

থেকে আমার ছেলেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে রাত সাড়ে ১২টার দিকে ঢামেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল শুক্রবার সকালে আকবর মারা যায়। হাজারীবাগ থানার ডিউটি অফিসার এসআই মো. সাম্মাক হোসেন বলেন, এ ঘটনায় গত বৃহস্পতিবার রাতে সিয়াম (১৮), শাকিল (২৩) ও শুকুর (১৬) নামে তিনজনকে আটক করা হয়েছে। মামলা প্রক্রিয়াধীন।

বেতন পেলেন শ্রমিকরা, কারখানা

কথা দিয়ে কথা রেখেছেন। আমরা সবাই খুশি। টিএনজেড গ্রুপের চেয়ারম্যান হেদায়াতুল হক জানিয়েছেন, শনিবার থেকে কারখানাগুলো পুনরায় চালু হবে। তিনি আশা করছেন, শ্রমিকরা কাজে ফিরবেন এবং উৎপাদন শুরু করে মালিকপক্ষের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সহায়তা করবেন। টিএনজেড অ্যাপারেলস লিমিটেড, বেসিক ক্লথিং লিমিটেড ও অ্যাপারেল আর্ট লিমিটেডে প্রায় ৩ হাজার ৬০০ শ্রমিকের অক্টোবর ও সেপ্টেম্বর মাসের বেতন বকেয়া ছিল। এছাড়া এক্সপো কার্টুন ও এমএনএস ইয়ার্ণ ডায়িং কারখানায় স্টাফদের বেতন ও সার্ভিস বেনিফিট বকেয়া রয়েছে। এরপর ৯ নভেম্বর সকাল ৯টা থেকে টিএনজেড গ্রুপের শ্রমিকরা বেতনের দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। এতে ভয়াবহ যানজট দেখা দেয় মহাসড়কে। সাধারণ মানুষ দুর্ভোগে পড়েন এবং পণ্য পরিবহন বাধাগ্রস্ত হয়। টানা তিনদিনের বিক্ষোভের পর শ্রম মন্ত্রণালয়ের সচিব এএইচএম শফিকুজ্জামান ঘোষণা দেন যে, শ্রমিকদের বেতন পরিশোধে উদ্যোগ নেবে সরকার। গত সোমবার রাতে শ্রম ভবনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে টিএনজেড গ্রুপের ৩১ শ্রমিক প্রতিনিধি, বিজিএমইএ এবং শ্রম মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে সমঝোতা চুক্তি সই হয়। এতে সিদ্ধান্ত হয় যে, ১৭ নভেম্বরের মধ্যে সেপ্টেম্বর মাসের এবং ৩০ নভেম্বরের মধ্যে অক্টোবর মাসের বেতন পরিশোধ করা হবে। টিএনজেড অ্যাপারেলস গ্রুপের চেয়ারম্যান হেদায়তুল হক বলেন, আমরা বড় বিনিয়োগ করেছি এবং ব্যাংকের সুদ পরিশোধে আমাদের অর্থ সংকট হয়েছে। এক্সপোর্ট বিপ্ল আপ ফান্ড থেকে শ্রমিকদের বেতন দেওয়ার চেষ্টাও করেছিলাম, কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। তিনি আরও বলেন, সরকারের সহায়তায় নির্ধারিত সময়ের আগেই গত বৃহস্পতিবার শ্রমিকদের বেতন বাবদ ৮ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। শ্রমিকরা কোনো কাজ না করেই এই অর্থ পেয়েছেন। আগামী কিস্তির অর্থও তারা কাজ ছাড়াই পাবেন। ব্যাংক লোন প্রাপ্তিতে জটিলতার অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, আমরা সাড়ে ৩০০ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করেছি। ব্যাংক ইন্টারেস্ট বাবদ দেড়শ কোটি টাকা পরিশোধ করেছি। ব্যাংক থেকে ৮ কোটি টাকার একটি লোন অনুমোদন করানো হলেও, টাকা না পাওয়ায় শ্রমিকদের বেতন দিতে সমস্যা হয়। হেদায়তুল হক আরও বলেন, আমাদের এক্সপোর্ট বিপ্ল আপ ফান্ড থেকে ১১-১২ কোটি টাকা তুলে শ্রমিকদের বেতন দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। আমাদের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো সহযোগিতা করলে এই সংকট হতো না। কয়েকবার তারিখ দিলেও তা রক্ষা করতে পারিনি। শ্রম সচিব শফিকুজ্জামানের সহায়তায় শ্রমিক অসন্তোষ নিরসনে পদক্ষেপ নেওয়ায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি। এছাড়া অতিরিক্ত সচিব সবুর হোসেন, বিজিএমইএ'র রফিকুল ইসলাম, গাজীপুর জেলা প্রশাসক নাফিসা আরেফীনের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, প্রায় শত কোটি টাকার ব্যক্তিগত সম্পত্তির দলিল নিয়ে সহযোগিতার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরেছি। কিন্তু সচিব শফিকুজ্জামান ছাড়া কেউ এগিয়ে আসেননি। শ্রমিকদের বেতন পরিশোধের বিষয়ে আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন, সরকারের সহযোগিতায় শ্রমিকরা তাদের পাওনা টাকাগুলো সময় মতো পাবেন। আমরা আশা করি, শ্রমিকরাও এ পরিস্থিতি বিবেচনা করে কারখানার উন্নয়নে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করবেন।

ইউরোপীয় দূতাবাস স্থাপনের দাবিতে

আবেদনকারীরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। বক্তারা বলেন, প্রধান উপদেষ্টা ও পররাষ্ট্র উপদেষ্টা চাইলে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। আমরা চাই দেশের টাকা দেশে থাকুক। তারা চাইলে দেশে এসব দেশের মিশন স্থাপন করতে পারেন। মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন ইউরোপগামী ভিসা প্রত্যাশী ঐক্য পরিষদের সদস্যসচিব মেহেদী হাসান আশিক, যুগ্ম আহ্বায়ক সামস মান্না, মীর মুরাদসহ অনেকে।

দেশে স্যাটেলাইট ইন্টারনেটে

জানিয়েছে। তাদের মতে এই উদ্যোগ ডিজিটাল বিভাজন দূর করে সেতু বন্ধনে নতুন সুযোগ উন্মোচন করতে পারে। খসড়া নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, কোম্পানি আইন ১৯৯৪-এর অধীনে 'জয়েন্ট স্টক কোম্পানি ও ফার্ম নিবন্ধক'-এর অধীনে নিবন্ধিত মালিকানা, অংশীদারত্ব এবং কোম্পানিগুলো বাংলাদেশে এনজিএসও স্যাটেলাইট সিস্টেম এবং পরিষেবাগুলো নির্মাণ, মালিকানা, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে পারবে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে, ১০০ শতাংশ এফডিআই বা বিদেশি অংশীদারত্ব বা যৌথ উদ্যোগ বা অনাবাসী বাংলাদেশি (এনআরবি) থেকে বিনিয়োগ এনজিএসও স্যাটেলাইট সিস্টেম এবং পরিষেবাগুলো নির্মাণ, মালিকানাধীন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করতে পারবে। খসড়া নির্দেশিকা অনুযায়ী লাইসেন্সের মেয়াদ হবে পাঁচ বছর। এতে আরও বলা হয়েছে, লাইসেন্সধারী নিম্নলিখিত এনজিএসও স্যাটেলাইট পরিষেবাগুলো প্রদানের জন্য অনুমোদন পাবে : ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পরিষেবা, ইন্ট্রানেট পরিষেবা (দেশীয় ডেটা যোগাযোগ), ইন্টারনেট অফ থিংস ও মেশিন-টু-মেশিন সংযোগ, গতি পরিষেবায় আর্থ স্টেশন, আর্থ এক্সপ্লোরেশন স্যাটেলাইট পরিষেবা, রিমোট সেন্সিং ও আবহাওয়া সংক্রান্ত পরিষেবা এবং বিটিআরসি দ্বারা অনুমোদিত অন্য কোনো পরিষেবা। তবে অপারেটররা সরাসরি-টু-হোম পরিষেবা, সম্প্রচার পরিষেবা, স্যাটেলাইট আইএমটি-ভিত্তিক পরিষেবা বা টেলিযোগাযোগ পরিষেবা প্রদানের জন্য অনুমোদিত নয়। আবেদন বা প্রসেসিং ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ লাখ টাকা, যার মধ্যে অধিগ্রহণ ফি ১০ হাজার ডলার এবং বার্ষিক ফি ৫০ হাজার ডলার। লাইসেন্সধারীকে তার বার্ষিক নিরীক্ষিত মোট রাজস্বের ৫ দশমিক ৫ শতাংশ বিটিআরসিকে দিতে হবে। এস রাজস্বের আরো ১ শতাংশ বাধ্যতামূলক হিসেবে 'মহাকাশ শিল্পের উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনায় অবদান'-এর অংশ হিসেবে জমা দিতে হবে। লাইসেন্সধারীকে অবশ্যই সেবা শুরু করার আগে বাংলাদেশের মধ্যে অন্তত একটি গেটওয়ে সিস্টেম স্থাপন করতে হবে। তবে বিটিআরসি লাইসেন্সধারীদের অতিরিক্ত গেটওয়ে স্থাপনে উৎসাহিত করবে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে স্থাপন করা যেকোনো ব্যবহারকারীর টার্মিনাল অবশ্যই এই স্থানীয় গেটওয়ের মাধ্যমে এবং পরিবেশিত হতে হবে। খসড়া অনুযায়ী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পরিষেবার জন্য এই টার্মিনালগুলোতে থেকে সমস্ত ট্রাফিক অবশ্যই এই স্থানীয় গেটওয়ের মাধ্যমে হতে হবে। এনজিএসও গেটওয়ে আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট ডেটা ট্রাফিক পরিচালনার জন্য আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট গেটওয়ের সাথে সংযুক্ত হবে। রবি আজিয়াটার চিফ কর্পোরেট এবং রেগুলেটরি অফিসার শাহেদ আলম এ প্রসঙ্গে বলেন, 'ডেটা পরিষেবায় বিপ্লব ঘটানোর সম্ভাবনার স্বীকৃতি হিসেবে আমরা দেশে স্যাটেলাইট ইন্টারনেট চালু করার উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।' এই অগ্রগতি ব্যাকহোলিং, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং গ্রাহক ডেটা ব্যবহারের মতো ক্ষেত্রে নতুন সুযোগের পথ প্রশস্ত করতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন। বাংলালিংকের চিফ কর্পোরেট অ্যান্ড রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স অফিসার তৈমুর রহমান বলেন, 'আমরা মনে করি এই নতুন পরিষেবা চালু করার আগে জনসাধারণের পরামর্শ নেওয়ার নিয়ন্ত্রকের উদ্যোগটি প্রশংসনীয়। আমরা এ উদ্যোগের প্রশংসা করি।' তিনি আরও বলেন, 'জনসাধারণের পরামর্শ নেওয়ার এ প্রক্রিয়াটি এর ভবিষ্যত দিকনির্দেশনা তৈরিতে সহায়ক হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।' গ্রামীণফোনের হেড অব কমিউনিকেশন্স শরফুদ্দিন আহমেদ চৌধুরী বলেন, 'মানুষের জীবন, সমাজ, অর্থনীতি এবং সামগ্রিকভাবে দেশে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম যে কোনো নতুন প্রযুক্তিকে স্বাগত জানায় গ্রামীণফোন।' তিনি আরও বলেন, 'যে কোনো নতুন লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্যহীন আচরণ নিশ্চিত করা উচিত। যার মাধ্যমে বর্তমানে বাজারে থাকাসহ নতুন বাজারে আসা সবার মধ্যে প্রতিযোগিতার থাকে।' গ্রাহকদের ইন্টারনেট সেবা প্রদানে নিয়োজিত সংস্থাগুলোর প্ল্যাটফর্ম ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (আইএসপিএবি) যে কোনো নতুন প্রযুক্তিকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। তার আগে এটিতে যাওয়ার আগে প্রথমে এই প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করার ওপর জোর দিয়েছে তারা। আইএসপিএবি সভাপতি মো. এমদাদুল হক বলেন, 'দেশ ও শিল্পের জন্য উপযুক্ত হলে তারা সবসময় নতুন প্রযুক্তিকে স্বাগত জানায়। তিনি বলেন, 'নতুন প্রযুক্তিকে স্বাগত জানাতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই, তবে প্রযুক্তিটি দেশ ও জনগণের জন্য উপযোগী কি না তা আগে বিবেচনা করা উচিত।

কোটা আন্দোলনে আহত আবদুল্লাহর

কেন্দ্রীয় কমিটির কর্মপরিষদের সদস্য মাওলানা আজিজুর রহমান, জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা হাবীবুর রহমান, থানা আমির রেজাউল ইসলাম, থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হাসান জহির, বেনাপোল পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবু তাহের ভারত, বেনাপোল সিএন্ডএফ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শামসুর রহমান ও সাবেক সভাপতি মফিজুর রহমান সজন প্রমুখ। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত ২টার দিকে আবদুল্লাহর লাশ ঢাকা থেকে গ্রামে পৌঁছালে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। আত্মীয়-স্বজনদের আহাজারি আর শোকে এলাকার পরিবেশ ভারী হয়ে উঠে। আবদুল্লাহর বাবা আব্দুল জব্বার পেশায় একজন শ্রমিক। অর্থাভাবে কোনও ছেলে-মেয়েকে লেখাপড়া করাতে পারেননি তিনি। চার ভাই-বোনের মধ্যে সবার ছোট ছিলেন আবদুল্লাহ। বাবার সহযোগিতায় আর নিজ চেষ্টায় লেখাপড়া করেন তিনি। ঢাকায় বোনের বাসায় থাকতেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র ছিলেন। আন্দোলনের শুরু থেকেই আবদুল্লাহ সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। গত ৫ আগস্ট সন্ধ্যা ৭টার দিকে রাজধানীর তাঁতীবাজার মোড়ে বংশাল থানার সামনে গুলিবিদ্ধ হন আবদুল্লাহ। তার কপালের ঠিক মাঝ বরাবর গুলি লাগে। এমন অবস্থায় প্রায় দুই ঘণ্টা সেখানে পড়ে ছিলেন তিনি। প্রথমে তাকে মিটফোর্ড এবং পরে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হয়। সেখানে অস্ত্রোপচার করে তার মাথা থেকে গুলি বের করা হয়। তবে অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকলেও তাকে হাসপাতাল থেকে ১০ আগস্ট জোর করে ছাড়পত্র দেওয়া হয়। এরপর তাকে বেনাপোলে নিয়ে আসেন স্বজনরা। বাড়িতে তার অবস্থার অবনতি হতে থাকলে তাকে ১১ আগস্ট রাতে যশোর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তার অবস্থার আরও অবনতি হওয়ায় ডাক্তাররা দ্রুত আবারও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। গত ১২ আগস্ট সকাল ৭টায় তাকে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকরা মাথার ভেতরে ইনফেকশন দেখতে পান যা তরল প্রাজমার মতো গলে গলে পড়তে থাকে। আবারও তার অপারেশন করা হয়। অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় গত ২২ আগস্ট তাকে সিএমএইচে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৮টা দিকে মারা যান।

সংকট নিয়ন্ত্রণে সংস্কার কর্মসূচি

এখন একেকে রাখা হচ্ছে...চলমান প্রকল্পগুলোও অব্যাহত থাকবে। সরকার ঋণ পরিশোধে চিন্তিত কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, সরকার ব্যবহারে বেশি মনোযোগ দিচ্ছে এবং নিজের চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। তিনি বলেন, বাজেটে আরও চাপ বাড়তে পারে, তবে বাজেট সংশোধনের সময় বিশেষ করে উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রেখে তা পর্যালোচনা করা হবে। ড. সালেহউদ্দিন বলেন, এডিপিকে যতদূর সম্ভব ন্যায়সংগত করা হবে। এটিকে বড় করা হবে না বরং এটি খুব ছোট করা হবে না। এডিপিকে খুব যৌক্তিক করা আমাদের সক্রিয় বিবেচনার মধ্যে রয়েছে, বলেন তিনি। পবিত্র রমজান মাসকে সামনে রেখে সরকারের পদক্ষেপ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, চাঁদাবাজি, বাজারে কাঠামোগত কিছু সমস্যা থাকায় এক-দুই মাসে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, আমরা রমজানে ছোলা, মসুর ডাল, পেঁয়াজ, খেজুর এবং সয়াবিন তেল নিশ্চিত করছি... বিশ্ববাজারের কারণে চিনি, চাল এবং অন্যান্য পণ্যের দাম বেড়েছে। অর্থ উপদেষ্টা বলেন, আমাদের মূল্যস্ফীতির একটি বড় কারণ আমদানিকৃত মূল্যস্ফীতি...তা সত্ত্বেও, আমরা আমদানিকৃত জিনিসের ওপর শুল্ক কমিয়েছি...টিসিবি প্রয়োজনে ট্রাক সেলের মাধ্যমে পণ্যটি বাড়াবে এবং আগামী ডিসেম্বর এবং তারপরও এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকতে পারে। উপদেষ্টা বলেন, রমজানে উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে মূল্য স্থিতিশীল রাখতে ডিম উৎপাদনে প্রণোদনা অব্যাহত থাকবে। তিনি বলেন, আমরা আশ্বস্ত করছি যে পবিত্র রমজান মাসে কোনো ঘাটতি হবে না। তিনি বলেন, বেসরকারি আমদানিকারকরা চাল আমদানি না করলে খাদ্য অধিদপ্তর নিজস্ব ব্যবস্থায় টিসিবি কর্তৃক সয়াবিন তেলসহ সরবরাহ নিশ্চিত করবে। এদিকে, পবিত্র রমজান মাসকে সামনে রেখে পণ্য আমদানির পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে পণ্য ক্রয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)। বিশাল কর্মযজ্ঞের অংশ হিসেবে, টিসিবি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে আমদানির মাধ্যমে সারাদেশে পেঁয়াজ ও আলু বিক্রির পাশাপাশি প্রতি মাসে প্রায় ২০ হাজার মেট্রিক টন মসুর ডাল, ২ কোটি লিটার ভোজ্য তেল এবং ১০ হাজার মেট্রিক টন চিনি বিক্রি করবে। এছাড়া রোজার মাসে টিসিবি ১০ হাজার মেট্রিক টন ছোলা এবং ১ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন খেজুর বিক্রি করবে। এদিকে, স্থানীয় বাজারে ক্রমবর্ধমান দাম নিয়ন্ত্রণে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) পেঁয়াজ আমদানির ওপর ৫ শতাংশ শুল্ক মওকুফ করেছে। এ ছাড়া আলু আমদানিতে শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৫ শতাংশ করেছে এবং কীটনাশক আমদানিতে ৫ শতাংশ নির্ধারণ করেছে। এনবিআর সয়াবিন তেল, পাম তেল এবং অন্যান্য ভোজ্য তেলের স্থানীয় উৎপাদন ও ব্যবসায়িক পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) মওকুফ করেছে। সরকার অপরিশোধিত ও পরিশোধিত সয়াবিন তেল, পাম তেল এবং অন্যান্য ভোজ্যতেল আমদানিতে ভ্যাট বর্তমান ১৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশ করেছে। বাজারে ডিমের সরবরাহ বাড়াতে এবং ভোক্তা পর্যায়ে ডিমের দাম কমাতে ডিমের আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করেছে কর্তৃপক্ষ। জেলা পর্যায়ে বাজার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এবং সরবরাহ পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার জন্য একটি 'বিশেষ টাস্কফোর্স' গঠন করেছে সরকার।

মানুষ আর বেশিদিন আপনাদের

গণতান্ত্রিক নির্বাচন এর পথে গণঅভ্যুত্থানের আন্দোলন লড়াই করবে। সেই লড়াইকে শক্তিশালী করার আহ্বান আমরা জানাই। আজকে বাংলাদেশের মানুষ এই সংগ্রামের জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। এই রাষ্ট্র নির্মাণ তারা দেখতে চায়। অন্তর্বর্তী সরকারকে বলি, গণ-অভ্যুত্থানের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন আপনারা। রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। তিনমাস পার হয়েছে এখন পর্যন্ত যানমালের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এইদেশে তো বহু মানুষের বাস। বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান প্রতিটি নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। যারা আমাদের সন্তানদের হত্যা করেছে, গুম খুন লুটপাট করেছে এদেরকে গ্রেফতার করে বিচার নিশ্চিত করতে হবে। দেশকে ফোকলা বানিয়ে দিয়ে গেছে। অর্থনৈতিক সংকট, দ্রব্যমূল্য, মানুষের আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের সংগতি নেই। খেটে খাওয়া মানুষ বিপদে আছে। এসব সমস্যা সমাধান করা আপনাদের দায়িত্ব। সমস্যা সমাধান করতে যদি না পারেন তাহলে দ্বায়িত্ব নিয়েছেন কেনো? তিনি বলেন, তিন মাস হয়ে গেছে, মানুষ আর বেশিদিন আপনাদের সময় দিবে না। অবিলম্বে মানুষ তাদের সমস্যার সমাধান চায়। মানুষের জানমালের নিরাপত্তার ব্যবস্থা চায়। দ্রব্যমূল্য কমান, অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেন। আর সমস্ত রাজনৈতিক দল, শিক্ষার্থী, শ্রেণি পেশার অংশীজনদের নিয়ে একসাথে বসে এই রাষ্ট্রের রূপান্তর সংস্কার নতুন বন্দোবস্ত আর আগামীদিনের নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করেন। এটা বাংলাদেশের মানুষ এখন চায়। মানুষের চাওয়া অনুযায়ী আপনাদের চলতে হবে। এটা পরিষ্কার করে মনে রাখবেন।

সাবেক এমপি গোলাম কিবরিয়া

করতে জাতীয় পার্টি সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করেছে। ছাত্র-জনতার আন্দোলন দমনে আওয়ামী সরকারকে তারা মদত দিয়েছে। দক্ষিণাঞ্চলে লঞ্চ ব্যবসায় ও টেন্ডারবাজি করে বিপুল অর্থ কামিয়েছেন এই সাবেক সংসদ সদস্য। তবে টিপুর আইনজীবীরা তাকে নির্দোষ দাবি করে জামিন চাইলে আদালত তা নামঞ্জুর করেন। এর আগে বৃহস্পতিবার (১৪ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে ঢাকার কেরানীগঞ্জের বীর বাঘৈর এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেন দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাজহারুল ইসলাম। তিনি জানান, তার বিরুদ্ধে হাতিরঝিল থানায় মামলা রয়েছে, ওই মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। মামলার এজাহার থেকে জানা যায়, ২০১৮ সালে ৮ ফেব্রুয়ারি সকালে ৯টা ৫০ এর দিকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গুলশান থেকে বকশিবাজার আদালতে যাওয়ার পথে রাজধানীর মগবাজার এলাকায় আসামিদের আক্রমণের মুখে পড়েন। এ সময় খালেদা জিয়ার গাড়িবহর, দেহরক্ষী ও নেতাকর্মীদের ওপর হামলা হয়। এতে মামলার বাদীসহ বিএনপির আরও কয়েকজন নেতাকর্মী গুরুতর আহত হন। এ ঘটনায় এ বছরের ৮ নভেম্বর হাতিরঝিল থানায় মামলা করেন। বাংলাদেশ পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান বাবুল সরদার চাখারীসহ এ মামলায় জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদেরসহ ৬৫ জনকে আসামি করা হয়েছে। এ মামলায় টিপু ৫১নং আসামি। ২০০৮ সালে জাতীয় পার্টির মনোনয়ন নিয়ে বরিশাল-৩ আসন থেকে এমপি নির্বাচিত হন গোলাম কিবরিয়া টিপু। তার গ্রামের বাড়ি বরিশাল সদর উপজেলার আগরপুর এলাকায়।

অন্তর্বর্তী সরকারে মেহনতি মানুষের

হয়েছে। ইতিহাসের পাতা খুলে দেখুন, বিট্রিশ উপনিবেশ শাসনের বিরোধে কত কৃষক বিদ্রোহ হয়েছে, ফকির সন্যাসী বিদ্রোহ হয়েছে, তিতুমীরের বিদ্রোহ হয়েছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোদ্ধে যে লড়াই, এই সংবিধান পড়লে তো বুঝা যায় না। আমরা আহ্বান জানাচ্ছি নতুন গণতান্ত্রিক সংবিধানের জন্য। সংবিধান সভার নির্বাচন দিতে হবে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে জনগনকে সমান অধিকার দিতে হবে। আলোচনা সভায় ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে শহীদ ও আহত পরিবারের সদস্যরা স্মৃতিচারণ করেন। এ সময় তারা আহতদের চিকিৎসাসহ নিহত ও আহতদের পুর্নবাসনের দাবি জানান। বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি মিতু সরকারের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বাংলাদেশ লেখক শিবিরের সভাপতি মঈনউদ্দীন আহমেদ প্রমুখ।

ভারতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নিহত বাংলাদেশির লাশ হস্তান্তর

স্টাফ রিপোর্টার : শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলার নাকুগাঁও ইমিগ্রেশন সীমান্ত দিয়ে এরশাদুল হক নামের এক বাংলাদেশির লাশ হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। গতকাল শুক্রবার দুপুরে দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও পুলিশের উপস্থিতিতে লাশ হস্তান্তর করা হয়। নিহত এরশাদুল কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলার আপুয়ারখাতা গ্রামের মজিবর রহমানের ছেলে। পুলিশ জানায়, গত ৫ অক্টোবর বাজারে যাওয়ার কথা বলে উলিপুর সীমান্তপথে অবৈধভাবে ভারতে যান এরশাদুল। সেখানে যাওয়ার পর বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যান। পরে বাড়ি না ফেরায় পরিবারের লোকজন উলিপুর থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন। একপর্যায়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি মরদেহের ছবি দেখে এটি এরশাদুলের বলে নিশ্চিত করে পরিবার। পরে ভারতীয় হাইকমিশনে যোগাযোগ করলে আইনি প্রক্রিয়া শেষে গতকাল শুক্রবার নালিতাবাড়ী সীমান্ত দিয়ে লাশ হস্তান্তর করা হয়। নালিতাবাড়ী থানার ওসি ছানোয়ার হোসেন বলেন, পরিবারের কাছে লাশ হস্তান্তর সম্পন্ন হয়েছে।

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে ডেঙ্গু আক্রান্ত যুবকের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মনির হোসেন (৩৫) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। মৃত মনির টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলার বেটবাড়ি এলাকার মো. আব্দুল বাছেরের ছেলে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডেঙ্গুবিষয়ক ফোকাল পার্সন ডা. মহিউদ্দিন খান মুন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, গত বৃহস্পতিবার ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন মনির হোসেন। পরে রাত দেড়টায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। ডা. মহিউদ্দিন খান আরও বলেন, হাসপাতালে বর্তমানে ২৩ জন ডেঙ্গুরোগী ভর্তি আছেন। এদের মধ্যে পুরুষ ১৮ জন, নারী চার ও শিশু একজন। এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়েছেন ১২ জন। ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন ১০ জন।

ভোলায় বয়লার বিস্ফোরণে যুবক নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : ভোলার চরফ?্যাশনে বয়লার বিস্ফোরণে মো. আল আমিন মাঝি (৩০) নামে একজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও একজন আহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার চর মাদ্রাজ ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে। আল আমিন মাঝি ওই এলাকার মো. আব্দুল জলিল মাঝির ছেলে। এ ঘটনায় মো. ফিরোজ নামে আরও একজন আহত হয়েছেন। পুলিশ ও নিহতের স্বজনরা জানান, ভোর থেকে আল আমিনের নেতৃত্বে তার ভাই ফিরোজ মাঝিসহ কয়েকজন ধান সিদ্ধ করার কাজ করছিলেন। ওই সময় হঠাৎ বয়লার বিস্ফোরণ হয়। এতে ঘটনাস্থলে আল আমিনের মৃত্যু হয়। আহত ফিরোজকে উদ্ধার প্রথমে চরফ?্যাশন ও পরে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। চরফ?্যাশন থানার এসআই মো. ইয়াসিন সাইদ জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন। বিষয়টি তদন্ত চলছে।

গাইবান্ধায় সিগারেট না দেওয়ায় দোকানির ওপর ছাত্রদল নেতার হামলা

স্টাফ রিপোর্টার : গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে সিগারেট চেয়ে না পাওয়ায় দোকানিসহ ছয়জনকে ছুরিকাঘাতে আহত করার অভিযোগ উঠেছে এক ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে। গত বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে শহরের চৌমাথা মোড়ে এ ঘটনা ঘটে। ওই ছাত্রদল নেতার নাম মারুফ হাসান (২২)। তিনি উপজেলার শিবপুর ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাধারণ। তার বাবার নাম মো. মাখম মিয়া। আহতরা হলেন, দোকানি জামায়াত নেতা ফুলমিয়া (৩৫), পৌর জাসাসের আহ্বায়ক রাশেদ নিজাম রুমেল (৪০) ও পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য জালাল মিয়াকে (৪৫) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, ফুল মিয়ার দোকানে ব্ল্যাক ডায়মন্ড সিগারেট চেয়ে না পাওয়ায় মারুফ হাসানের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা হয়। পরে মারুফ ফোন করে দলবল নিয়ে ফুল মিয়াকে আক্রমণ করতে যান। এ সময় পাশে থাকা বিএনপি নেতাকর্মীরা এগিয়ে আসলে তাদের ওপরও আক্রমণ চালানো হয়। তার এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাতে অন্তত ছয়জন আহত হন। এ ঘটনায় আহত নেতাকর্মীদের হাসপাতালে দেখতে যান বিএনপির রংপুর বিভাগীয় কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম, গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি অধ্যাপক আশরাফুল আলম রাজু, সাবেক জামাতের আমির নূরনবী প্রধান, গোবিন্দগঞ্জ পৌর বিএনপি আহ্বায়ক রবিউল কবির মনু ও সদস্যসচিব আবু জাফর লেলিনসহ দলীয় নেতারা। গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক মো. ফেরদৌস মিয়া বলেন, বিষয়টি শুনেছি। তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গোবিন্দগঞ্জ থানার ওসি বুলবুল ইসলাম বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়ে অভিযুক্ত মারুফ হাসানকে আটক করা হয়েছে। অন্যদেরও আটকের চেষ্টা চলছে।

চট্টগ্রামে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ, গুলিবিদ্ধ ১২

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামের রাউজানে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ১২ জন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। এদের মধ্যে ১১ জনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার নোয়াপাড়া ইউনিয়নের নিরামিশপাড়া গ্রামে গোলাগুলির এ ঘটনা ঘটে। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন গুলিবিদ্ধরা হলেন- নিরামিশপাড়া গ্রামের মো. জসিম উদ্দিন (৫০), মো. মহিউদ্দিন (৩৮), জানে আলম (৪৪) ও তার ভাই মো. সাইফুদ্দিন (৩১), মো. লাভলু (২৮), নুরুদ্দিন (২৮) ও তার ভাই মো. মানিক (৩৬), মো. মাসুদ (৩৫), আলাউদ্দিন (৪০), মো. হুমায়ুন (৪৫) ও নুরুল আবসার (৫৫)। প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে আসদ আলী মাতব্বরপাড়া মসজিদ এলাকায় ২০ থেকে ২৫ জনের একদল মুখোশধারী মো. মহিউদ্দিন নামে এক বিএনপি কর্মীকে মারধর ও কুপিয়ে আহত করে। পরে এলাকার কিছু লোক এ ঘটনার প্রতিবাদ করতে এলে মুখোশধারীরা তাদের লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়ে। এ সময় অন্তত ১২ জন গুলিবিদ্ধ হন। এ বিষয়ে রাউজান থানার ওসি মীর মাহাবুবুর রহমান বলেন, বিএনপির একটি পক্ষের ২০ থেকে ২৫ জন গত বৃহস্পতিবার রাতে প্রতিপক্ষ নোয়াপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান খায়েজ আহমদের ছেলে কামাল উদ্দিনকে আক্রমণ করতে যান। এলাকাবাসী বাধা দিলে তারা এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়েন। এ সময় ১২ থেকে ১৫ জন গুলিবিদ্ধ হন।

চালু হলো সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেন

সরাজগঞ্জ প্রতিনিধি : সিরাজগঞ্জ শহর থেকে ঢাকাগামী একমাত্র ট্রেন সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস তিন মাস ১০ দিন পর আবার চালু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার ভোর ৬টায় সিরাজগঞ্জ বাজার স্টেশন থেকে ট্রেনটি ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়। দীর্ঘদিন পর ট্রেনটি চালু হওয়ায় যাত্রীদের মধ্যে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছিল। এসময় জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান বাচ্চু যাত্রীদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। বিএনপির নেতৃবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন। উচ্ছ্বসিত যাত্রীরা বলেন, জেলা শহরে থেকে চলাচল করা একমাত্র ট্রেনটি বন্ধ হওয়ার ফলে ঢাকায় যাতায়াত করতে অনেক ভোগান্তির শিকার হতে হতো। দীর্ঘদিন পর ট্রেনটি চালু হওয়ায় ভোগান্তি থেকে মুক্ত হলাম। সকালের ট্রেনে ঢাকায় গিয়ে কাজকর্ম সেরে বিকেলের ট্রেনেই ফেরা যায়। তবে আন্তঃনগর এ ট্রেনটি যেন লোকালের মতো এ রুটের সব ট্রেনকেই ক্রসিং করে সময়ক্ষেপণ না করে সেই দাবিও জানান যাত্রীরা। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালে দুটি স্টেশন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় গত ৪ আগস্ট হঠাৎ করেই সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনটি বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ট্রেনটি চালুর দাবিতে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান বাচ্চুর নেতৃত্বে সিরাজগঞ্জের সর্বস্তরের জনগণ সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। মানববন্ধন, সংবাদ সম্মেলন, স্মারকলিপি প্রদান, সাংস্কৃতিক পদযাত্রার পাশাপাশি রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনাও চলতে থাকে। অবশেষে ট্রেনটি চালু করার সিদ্ধান্ত নেয় রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস আবার চালু করায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান বাচ্চু বলেন, এ ট্রেন চালুসহ উত্তরাঞ্চলের সব ট্রেন শহর হয়ে চলাচলের ব্যবস্থা করার দাবিতে আমরা শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালনের পাশাপাশি রেলওয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। আমাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ট্রেনটি চালু হয়েছে। এ জন্য ধন্যবাদ জানাই। তবে নতুন যমুনা রেলসেতু চালু হওয়ার পর সিরাজগঞ্জ-বগুড়া রেলপথ চালুর মাধ্যমে রায়পুর জংশন হয়ে শহরের ভেতর দিয়ে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সব ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা করার দাবি জানাই।

রাবিতে পোষ্য কোটা বাতিলের দাবিতে অনশন

স্টাফ রিপোর্টার : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) পোষ্য কোটা বাতিলের দাবিতে অনড় অবস্থানে রয়েছেন আমরণ অনশনরত শিক্ষার্থীরা। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ জোহা চত্বরে প্রথমে ৩ শিক্ষার্থী অনশনে বসেন। গতকাল শুক্রবার ভোর পর্যন্ত তা বেড়ে ৯ জনে দাঁড়িয়েছে। অনশনরত শিক্ষার্থীরা হলেন- বিশ্ববিদ্যালয়ের পপুলেশন সায়েন্সেস অ্যান্ড হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট বিভাগের শিক্ষার্থী মেহেদী হাসান মারুফ ও আমান উল্লাহ খান, ফোকলোর বিভাগের আল শাহরিয়ার শুভ, আইন বিভাগের শিক্ষার্থী আবু সাইদ, শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া বিজ্ঞান বিভাগের মেহেদী হাসান মাসুম, মনোবিজ্ঞান বিভাগের আজমাইন আসিফ, সমাজকর্ম বিভাগের আজাদ আলী, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের দিদার এবং ওয়াজেদ শিশির অভি। অনশনরত শিক্ষার্থীরা বলছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা সমাজের অগ্রগামী গোষ্ঠী। তাদের পোষ্য কোটা দিয়ে আরও অগ্রগামী করা হচ্ছে। এতে তাদের সঙ্গে নিম্ন মধ্যবিত্তদের পার্থক্য আরও বাড়ছে। যেটা একটা বড় ধরনের বৈষম্য। বৈষম্যমূলক এ কোটা বাতিল না হওয়া পর্যন্ত আমরণ অনশন চালিয়ে যাবেন তারা। অনশনরত শিক্ষার্থী আবু সাঈদ বলেন, প্রশাসনের ভাষ্যমতে পোষ্য কোটা কোনও কোটা না। তাদের সন্তানদের জন্য কিছু অতিরিক্ত আসন এগুলো। আমার কথা হলো, অতিরিক্ত আসনগুলো যদি একান্তই সংরক্ষিত রাখা হয় তাহলে সেগুলো শ্রমিকের-রিকশাচালকের সন্তানদের দেওয়া হোক। গত বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখানে উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) ফরিদ উদ্দিন খান ও প্রক্টর এসেছিলেন। উনারা আমাদের কোনও যৌক্তিক সমাধান দিতে পারেননি। অনশনরত পপুলেশন সায়েন্স অ্যান্ড হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট বিভাগের আরেক শিক্ষার্থী আমান উল্লাহ খান বলেন, আমরা গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে খোলা আকাশের নিচেই আছি। আমরা বিদ্যমান পোষ্য কোটা বাতিলের দাবিতে আরও ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আজকের (গতকাল শুক্রবার) মধ্যে এই পোষ্য কোটার কবর রচনার মধ্য দিয়ে আমরা একটা ইতিহাস রচনা করতে চাই। আমরা আশা করি, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বোধদয় হবে এবং এই পোষ্য কোটা বাতিল হবে। এদিকে পোষ্য কোটা বাতিলে ৪৮ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক সালাউদ্দিন আম্মার। দাবি মানা না হলে আমরণ অনশনে বসার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। এর আগে, গত বৃহস্পতিবার রাতে পোষ্য কোটার বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ্ হাসান নকীব বলেন, প্রায় ৫০ বছর ধরে এই কোটা চলে আসছে। আমরাই এবার কোটা সংস্কারে বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করেছি এবং ৪ শতাংশ থেকে ৩ শতাংশ করেছি। বিষয়টি নিয়ে উপকমিটির সভায় বেশ আলোচনা হয়েছে। অধিকাংশের মত কোটা রাখার পক্ষে থাকায় সেটা বাতিল করা সম্ভব হয়নি। তবে ক্রমাগত বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করব।

মেহেরপুরে আন্তঃজেলা চোরচক্রের মূলহোতাসহ গ্রেপ্তার ৮

স্টাফ রিপোর্টার : মেহেরপুরে আন্তঃজেলা দস্যু ও চোর চক্রের মূলহোতাসহ আটজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার রাত ৮ টার সময় মেহেরপুর পুলিশ সুপার (এসপি) মাকসুদা আকতার খানম পিপিএম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এর আগে বুধবার রাত থেকে গত বৃহস্পতিবার মেহেরপুর জেলা শহর, গাংনী ও কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পৃথক অভিযান চালিয়ে এসব দস্যুদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এসময় তাদের কাছ থেকে একটি মোটরসাইকেল, একটি ব্যাটারিচালিত পাখিভ্যান, একটি আলগামন জব্দ করা হয়। গ্রেপ্তাররা হলেন- গাংনী উপজেলার সাহেবনগর গ্রামের ফকির মণ্ডলের ছেলে দস্যু সর্দার নাজির আহমেদ (৫০), মেহেরপুর সদর উপজেলার রায়নগর গ্রামের (কাজিপুরপাড়া) এলাকার আব্দুল হাকিমের ছেলে দস্যু সদস্য সাহেব আলী (৪৫), নওয়াপাড়া গ্রামের কুরবান আলীর ছেলে দস্যু বেল্টু ওরফে ফারুক হোসেন (৩৪), চোরাই মটরসাইকেল কেনা-বেচা চোর চক্রের সদস্য কাজিপুর হাজিপাড়া এলাকার সাবেক সেনা সদস্য নুর হোসেন ওরফে নুরু মিলিটারির ছেলে সাবেক ইউপি সদস্য লিটন হোসেন (৪২), কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার মথুরাপুর গ্রামের পশ্চিমপাড়া এলাকার রেজাউল হকের ছেলে পারভেজ আহম্মেদ পল্টু (৪৭), একই গ্রামের মৃত্যু আশরাফ আলীর ছেলে ব্যাটারিচালিত পাখিভ্যান চোরাই চক্রের সদস্য দেলোয়ার হোসেন (৪৫) ও ইজিবাইক চোর চক্রের দুই সদস্য ঝিনাইদহ জেলার কাঞ্চননগর গ্রামের সুমন চোধুরী (৩৫) ও একই জেলার খাজুরা গ্রামের নাজমুল মীর (৪০)। এদের মধ্যে দস্যু সর্দার হত্যা মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি। উল্লেখ্য, গত ২৯ অক্টোবর সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার সময় মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের শিবপুর রাস্তার সংযোগস্থলে কয়েকজনের একটি দস্যুদল পথচারীর গতিরোধ করে একটি অ্যাপাচি মোটরসাইকেল ছিনতাই করে। এঘটনায় সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন ওই ভুক্তভোগী। এ ঘটনায় মেহেরপুর সদর, গাংনী থানা ও সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের দল তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করে এসব দস্যুদের নাম ঠিকানা শনাক্ত করে অভিযান চালান। এর আগে চলতি মাসের ৬ তারিখ থেকে ৭ তারিখ পর্যন্ত মেহেরপুর পুলিশ সুপার মাকসুদা আকতার খানম পিপিএমের নেতৃত্বে সফল অভিযান চালিয়ে আন্তঃজেলা ডাকাত চক্রের সর্দারসহ তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে। এসময় ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত দেশীয় অস্ত্র ও অন্যান্য মালামাল জব্দ করা হয়েছে। গ্রেপ্তাররা হলেন- রাজবাড়ি জেলার পাংশা উপজেলার সেনপাড়া কালিতলাপাড়া এলাকার ডাকাত দলের সর্দার মো. আলতাফ মণ্ডল (৫৩), চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার বড়বোয়ালিয়া গ্রামের ডাকাত সর্দার রমজান আলী ও ডাকাতদলের অন্যতম নেতৃত্বস্থানীয় ডাকাত চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার মো. আসাদুল ইসলাম ওরফে শরিফুল ইসলাম। পুলিশ সুপার মাকসুদা আকতার খানম পিপিএম জানান, চুরি ডাকাতিসহ অপরাধ প্রবনাতা রোধে পুলিশের পাশাপাশি স্থানীয়দের সচেতন হতে হবে। এক্ষেত্রে পুলিশকে অপরাধীদের তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করতে হবে।

টাঙ্গাইলে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে যুবককে কুপিয়ে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে আল-আমিন নামে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় উভয় পক্ষের ৮ জন আহত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে উপজেলার ধলাপাড়া কোনাবাড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত আল-আমিন ওই গ্রামের চাঁন মিয়ার ছেলে। আহতদের ঘাটাইল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। স্থানীয়রা জানান, উপজেলার ধলাপাড়া কোনাবাড়ি গ্রামে রিপনের সঙ্গে আল-আমিনের পরিবারের দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিলো। এ নিয়ে গতকাল শুক্রবার উভয়পক্ষের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। পরে তা সংঘর্ষে রূপ। সংঘর্ষে আল আমিনসহ ৯ জন আহত। পরে গুরুতর আহত অস্থায় আল-আমিনকে প্রথমে ঘাটাইল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও পরে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ঘাটাইল থানার ওসি রকিবুল ইসলাম জানান, জমি নিয়ে বিরোধে আল-আমিন নামে এক যুবক নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

রাজধানীতে মাদকবিরোধী অভিযানে গ্রেপ্তার ২০

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীতে মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ২০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। গত বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা থেকে গতকাল শুক্রবার সকাল ৬টা পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ডিএমপি মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, এ সময় তাদের কাছ থেকে ৬৭৩ ইয়াবা, ৫৩০ গ্রাম গাঁজা ও ৫ গ্রাম হেরোইন জব্দ করা হয়। তাদের নামে ১০টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মাদারীপুরে বাসে দুর্বৃত্তের হামলা যাত্রী-কর্মচারী আহত

স্টাফ রিপোর্টার : মাদারীপুরে সোনালী পরিবহনের একটি বাসে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করেছে দুর্বৃত্তরা। এ সময় বাসের সুপার ভাইজার ও একজন যাত্রী আহত হয়েছেন। আহতদের পরে হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হয়। পুলিশ ও বাস কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল শুক্রবার সকাল ৬টার দিকে ঢাকার মালিবাগ থেকে মাদারীপুরের উদ্দেশে ছেড়ে আসা সোনালী পরিবহনের যাত্রীবাহী একটি বাস ৯টার দিকে মাদারীপুর শহরের জজ কোর্টের সামনে সড়কের আইল্যান্ডে এসে পৌঁছালে একদল দুর্বৃত্ত বাসটিকে উদ্দেশ্য করে পাথর নিক্ষেপ করে। এতে বাসের জানালার কাচ ভেঙে যায়। এ সময় বাসে থাকা এক যাত্রী ও বাসের সুপার ভাইজার আল-আমিন (৩০) আহত হলে তাদের হাসপাতালে চিকিৎসা করা হয়। পরে বাস কর্তৃপক্ষ এ ঘটনা থানা পুলিশকে অবহিত করে। এই বিষয়ে সোনালী পরিবহনের মালিক কামরুল হাসান তুষু খন্দকার বলেন, 'আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পরে মাদারীপুরে বাস মালিক সমিতির নামে অসৎ উদ্দেশে একটি কথিত কমিটি গঠন করা হয়। যে কমিটিতে বাসের মালিক নয়, এমন লোকজন দিয়ে কমিটি গঠন করা হয়।

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক আরও জোরদার হোক

আবারো দ্বিতীয়বারের মত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেমোক্রেটিক পার্টির কমলা হ্যারিস। ২০২০ সালে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেনের কাছে হেরে যাওয়ার পর সাবেক এই মার্কিন প্রেসিডেন্টকে অনেক প্রতিকূলতা মোকাবেলা করতে হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে মামলার পর মামলা হয়েছে। দুইবার তাঁকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। একবার ঘাতকের বুলেটে তাঁর কান ফুটো করে বেরিয়ে গেছে। সব প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে তিনি এগিয়ে গেছেন। অবশেষে তিনিই পেয়েছেন বিজয়ের বহু আরাধ্য মুকুট। বিপুল উচ্ছ্বাসে দেশবাসী তাঁকে বরণ করে নিয়েছে। বিশ্বের গণতন্ত্রকামী মানুষের সঙ্গে আমরাও জনগণের ভোটে নির্বাচিত ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানাই। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস মার্কিন প্রেসিডেন্টকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, 'শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের প্রতি আমাদের অঙ্গীকারের জন্য বাংলাদেশের সরকার ও শান্তিপ্রিয় জনগণ শান্তি, সম্প্রীতি, স্থিতিশীলতা এবং সমৃদ্ধির সাধনায় বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আপনার অংশীদারত্ব ও সহযোগিতার অপেক্ষায়। আপনার মহান জাতির নেতৃত্বের এই গুরুত্বপূর্ণ যাত্রা শুরু করার সময় আপনার সাফল্যের জন্য আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।' মানবাধিকার সংক্রান্ত কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কে শীতলতা চলছিলো। এসময় ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকার ও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বক্তব্যেও তা প্রকাশ পাচ্ছিলো। তবে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বাংলাদেশ-মার্কিন সম্পর্কে অনেকটাই উষ্ণতা দেখা গেছে। অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্র্যাট নেতাদের সম্পর্ক বরাবরই বেশ ভালো। কিছুদিন আগে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে গিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সাথে তার উচ্ছ্বসিত ছবিতেও তার প্রতিফলন দেখা যায়। তবে সবকিছু ছাপিয়ে অবধারিতভাবেই এই প্রশ্ন আসছে যে গত কয়েক মাস ধরে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের বরফ যেভাবে গলতে শুরু করেছিলো, এখনও তা অব্যাহত থাকবে কি না। নাকি, ডোনাল্ড ট্রাম্প জয়ী হওয়ায় বাংলাদেশ-মার্কিন সম্পর্কের মাঝে বড় কোনও পরিবর্তন আসবে? যেকোনো দেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণীত হয় সেই রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের নিরিখে। সেখানে অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি কিংবা ক্ষমতার পালাবদলে তেমন ভূমিকা রাখে না।

কিছুদিন আগে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে গিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সাথে তার উচ্ছ্বসিত ছবিতেও তার প্রতিফলন দেখা যায়। তবে সবকিছু ছাপিয়ে অবধারিতভাবেই এই প্রশ্ন আসছে যে গত কয়েক মাস ধরে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের বরফ যেভাবে গলতে শুরু করেছিলো, এখনও তা অব্যাহত থাকবে কি না। নাকি, ডোনাল্ড ট্রাম্প জয়ী হওয়ায় বাংলাদেশ-মার্কিন সম্পর্কের মাঝে বড় কোনও পরিবর্তন আসবে? যেকোনো দেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণীত হয় সেই রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের নিরিখে

যুক্তরাষ্ট্র নিশ্চয়ই বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দেখতে চাইবে তাদের ভূরাজনৈতিক স্বার্থেই। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করছে, পরিবর্তিত নেতৃত্বের অধীনে তা আরো জোরদার ও গতিশীল হবে। ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দুই দেশ আগের মতোই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যাবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

প্রয়োজনীয় নিত্যপণ্য এখনকি বিলাসিতায় পরিণত হলো?

দেশে নিত্যপণ্যের দাম এতটাই বেড়েছে যে, তা কম আয়ের মানুষের কাছে সেগুলোকে বিলাসবহুল বলে মনে হচ্ছে। এরকম পরিস্থিতিতে দরিদ্ররা আরো দরিদ্র হয়ে পড়ছেন। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি কোনোভাবে আপস মানতে চায় না। আগে মানুষ দুটি জিনিসের মূল্য বিষয়ে ভাবত। সেগুলো হলো পেঁয়াজ এবং কাঁচামরিচ। অনেকে আগেভাগে ক্রয় করে সংরক্ষণ করত। এ বছর তা কিন্তু হয়নি। পেঁয়াজ-কাঁচামরিচের মূল্যবৃদ্ধি অব্যাহত থাকলেও কাঁচামরিচের মূল্য প্রতিদিনই বাড়ছে। বর্তমানে আলোচিত বিষয় হচ্ছে ডিম। সংশ্লিষ্ট প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ নিলেও এখনো সাধারণ জনগণ দিশাহারা। কারণ বর্তমানে বাজারে প্রায় কাঁচা তরকারির দাম ১০০ টাকার ক্রস করেছে। এ অবস্থায় বেশি বেকায়দায় আছে মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকরা। তারা আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের তাল মেলাতে পারছে না। বাজারে গিয়ে মানুষ হতভম্ব হয়ে যাচ্ছে। সবকিছুর দাম আগের চেয়ে কয়েকগুণ বৃদ্ধি। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) ১৭টি দেশের নিত্যপণ্যের দাম বিশ্লেষণ করে বলছে, খাবারের পেছনে সবচেয়ে বেশি মাথাপিছু খরচ করে বাংলাদেশের মানুষ। ঢাকায় চালের দাম থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামের তুলনায় বেশি। দেশের মূল্যস্ফীতির হার শ্রীলঙ্কার চেয়েও বেশি। ২০১৯ সালের তুলনায় মিনিকেট চালের দাম বেড়েছে ১৭ শতাংশ, পাইজামের ১৫ শতাংশ এবং মোটা চালের দাম বেড়েছে ৩০ শতাংশ। অর্থাৎ মুনাফাখোররা বেশি লাভ সেখানে করছে, যে পণ্য গরিব ও মধ্যবিত্তরা ব্যবহার করে এবং বাজারে বেশি বিক্রি হয়। ২০১৯ সাল থেকে খাদ্যমূল্য বিবেচনা করলে অস্বাভাবিক মূল্যস্ফীতি। আয় কম, কিন্তু খাবারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ব্যয় করতে হয়, যার ভুক্তভোগী গরিব ও সাধারণ মানুষ। ধনী ও গরিবের বৈষম্য বেড়েছে। গরিবের আয় বাড়েনি। জিডিপিতে জাতীয় আয় বাড়ছে, কিন্তু কর্মসংস্থানে ভূমিকা রাখতে পারছে না। মানুষের শ্রেণিভেদের কথা না ভেবে সবাইকে দেশের উন্নয়নে এগিয়ে আসতে হবে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারা বড় ধরনের ব্যর্থতা। বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের কারণে দেশের অর্থনীতি বর্তমানে বেশ চাপে আছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পরিবর্তে দুর্বল ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষায় বাজেটে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও মুদ্রার বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখার দিকে নজর দিতে হবে।

দেশের নিত্যপণ্যের দাম বিশ্লেষণ করে বলছে, খাবারের পেছনে সবচেয়ে বেশি মাথাপিছু খরচ করে বাংলাদেশের মানুষ। ঢাকায় চালের দাম থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামের তুলনায় বেশি। দেশের মূল্যস্ফীতির হার শ্রীলঙ্কার চেয়েও বেশি। ২০১৯ সালের তুলনায় মিনিকেট চালের দাম বেড়েছে ১৭ শতাংশ, পাইজামের ১৫ শতাংশ এবং মোটা চালের দাম বেড়েছে ৩০ শতাংশ। অর্থাৎ মুন-াফাখোররা বেশি লাভ সেখানে করছে, যে পণ্য গরিব ও মধ্যবিত্তরা ব্যবহার করে এবং বাজারে বেশি বিক্রি হয়

ফিলিস্তিন সংকটে জাতিসংঘ যেন নীরব দর্শক

হৃদয় পান্ডে

ফিলিস্তিন ইস্যু এক দীর্ঘস্থায়ী মানবিক সংকট, যা প্রায় সাত দশক ধরে চলে আসছে। ফিলিস্তিনের জনগণ প্রতিনিয়ত ইসরায়েলি দখলদারিত্ব, নির্যাতন, এবং অবৈধ বসতি স্থাপনের শিকার হয়ে বেঁচে আছে। এই সংকট কেবলমাত্র ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার, স্বাধীনতা, এবং ন্যায়বিচারের প্রশ্নে এক বিশ্বব্যাপী বিবেকের আহ্বান হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই প্রশ্ন আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে জাতিসংঘ কি প্রকৃতপক্ষে ফিলিস্তিন সংকট সমাধানে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পেরেছে, নাকি তা কেবল একটি নীরব দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে? ফিলিস্তিন সংকটের শিকড় গেড়ে বসেছে ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার সময় থেকে। তখন থেকেই সংঘাতের মূলে রয়েছে ভূমির প্রশ্ন এবং জনগণের অধিকার। ফিলিস্তিনিদের জন্য এই বছরের ঘটনাবলী ছিল বিপর্যয়কর, যা তাদের ভূমিহীন হতে বাধ্য করেছিল। ১৯৪৮ সালের সেই ঘটনার পর লক্ষাধিক ফিলিস্তিনি তাদের বাড়িঘর ছেড়ে শরণার্থী হতে বাধ্য হয়, যা ফিলিস্তিনিদের ইতিহাসে "নাকবা" বা বিপর্যয় নামে পরিচিত। পরবর্তী কয়েক দশক ধরে ইসরায়েলি দখলদারিত্ব এবং বসতি স্থাপন অব্যাহত থাকে, যা ফিলিস্তিনিদের মৌলিক মানবাধিকারের ওপর চরম আঘাত হানে। ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পর ইসরায়েল পশ্চিম তীর, গাজা উপত্যকা, এবং পূর্ব জেরুজালেম দখল করে। এই দখলদারিত্ব ফিলিস্তিনিদের জন্য নতুন এক দুঃস্বপ্ন হয়ে ওঠে, যা আজও চলছে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ১৯৬৭ সালে ২৪২ নম্বর প্রস্তাবে ইসরায়েলকে দখলকৃত অঞ্চল থেকে সরে যাওয়ার আহ্বান জানায়। কিন্তু ইসরায়েল সেই প্রস্তাব উপেক্ষা করে চলেছে এবং বসতি স্থাপনের কার্যক্রম ক্রমাগত বাড়িয়ে তুলেছে। এই বসতি স্থাপন কার্যক্রম আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী হলেও কার্যত কিছুই বন্ধ করা যায়নি। জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাকালীন লক্ষ্য ছিল বিশ্বশান্তি, নিরাপত্তা, এবং মানবাধিকার রক্ষা করা। ফিলিস্তিন ইস্যুতে জাতিসংঘ বারবার প্রস্তাব পাস করেছে, যা আজও কার্যকর হয়নি। ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘ ফিলিস্তিনকে দুটি পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত করার প্রস্তাব করেছিল। এর মাধ্যমে একটি ইহুদি রাষ্ট্র ও একটি আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু সে পরিকল্পনা কখনোই বাস্তবায়িত হয়নি। সেই থেকে ফিলিস্তিন ইস্যুতে জাতিসংঘের ভূমিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে শুধুই একটি নীতিগত অবস্থান, যা কখনোই কার্যকর রূপ পায়নি। নিরাপত্তা পরিষদের বেশ কয়েকটি প্রস্তাব থাকলেও সেগুলো প্রায়শই বড় শক্তিগুলোর স্বার্থের কারণে আটকে যায়। ইসরায়েলকে দখলদারিত্ব থেকে সরে আসতে বলা হলেও, যুক্তরাষ্ট্রের মতো শক্তিশালী দেশ প্রায়শই ইসরায়েলের পক্ষে অবস্থান নেয় এবং প্রস্তাবগুলো ভেটো করে। এর ফলে ফিলিস্তিন সংকট ক্রমাগত আরও জটিল হয়ে উঠছে। বিশ্বের বড় বড় শক্তিগুলোর এই পক্ষপাতমূলক আচরণ জাতিসংঘের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং কার্যকারিতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। গাজা উপত্যকা পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ এবং অবরুদ্ধ অঞ্চলগুলোর একটি। গাজার জনগণকে প্রতিনিয়ত পানির অভাব, বিদ্যুৎ সংকট, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবার অভাবে দিন পার করতে হচ্ছে। স্কুল এবং হাসপাতালগুলো প্রায়শই হামলার শিকার হয়, যা শিশু ও অসহায় জনগণের জন্য এক ভয়াবহ বাস্তবতা তৈরি করেছে। জাতিসংঘের একাধিক রিপোর্টে গাজার মানবিক সংকটের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই অবরোধের কারণে স্থানীয় অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে। শিশুরা বেড়ে ওঠছে একটি সহিংস পরিবেশে, যা তাদের মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। জাতিসংঘের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অন্যান্য শক্তিগুলোরও ফিলিস্তিন সংকট সমাধানে ভূমিকা পালন করার কথা ছিল। তবে বাস্তবে দেখা যায়, বড় শক্তিগুলোর ভূরাজনৈতিক স্বার্থ এই সংকট সমাধানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষপাতমূলক নীতি, ইউরোপীয় ইউনিয়নের মৃদু প্রতিক্রিয়া এবং আরব বিশ্বের বিভাজন ফিলিস্তিনের জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইকে দুর্বল করে দিয়েছে। এ কারণে আন্তর্জাতিক সহায়তা পাওয়ার পথ আরও সংকুচিত হয়ে গেছে। মানবাধিকার সংগঠনগুলো ফিলিস্তিনে মানবাধিকার লঙ্ঘনের চিত্র তুলে ধরলেও, তা কার্যকর কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি। জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন থেকে শুরু করে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের মতো সংস্থা বারবার ইসরায়েলের দখলদারিত্ব এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের নিন্দা জানিয়েছে। এসব প্রতিবেদন আন্তর্জাতিক স্তরে সমালোচনা ও উদ্বেগ প্রকাশ করলেও, কোনো কার্যকর পদক্ষেপের অভাবে ফিলিস্তিনি জনগণের দুর্দশা আজও অব্যাহত। জাতিসংঘের সামগ্রিক প্রচেষ্টা ফিলিস্তিন সংকট সমাধানে যথেষ্ট না হওয়ায় এটি এক বড় আন্তর্জাতিক ব্যর্থতা হিসেবে দেখা হয়। যদিও জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা ফিলিস্তিনে ত্রাণ ও মানবিক সহায়তা প্রদান করে চলেছে, তবে বাস্তব সমাধান আনতে রাজনৈতিক ঐক্যমত্য জরুরি। নিরাপত্তা পরিষদের ভেটো ক্ষমতার অপব্যবহার বন্ধ না করলে এবং পক্ষপাতমূলক আচরণ বন্ধ না হলে এই সংকটের সমাধান অসম্ভব হয়ে পড়বে। ইসরায়েলি দখলদারিত্ব অব্যাহত রাখার পেছনে এই ধরনের বৈশ্বিক পক্ষপাতিত্ব ভূমিকা রেখেছে। জাতিসংঘের কার্যকর ভূমিকা না থাকায় সমালোচকরা প্রায়শই সংগঠনটির অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তারা মনে করেন, জাতিসংঘ একটি নীতিহীন এবং অকার্যকর সংস্থা হয়ে উঠেছে, যা বৃহৎ শক্তিগুলোর স্বার্থ রক্ষায় ব্যবহৃত হয়। ফিলিস্তিন সংকট সমাধানে জাতিসংঘের অপারগতা এই সমালোচনার একটি বড় উদাহরণ। যদিও জাতিসংঘের লক্ষ্য ছিল শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং মানবাধিকার রক্ষা করা, তবে ফিলিস্তিন ইস্যুতে সেই লক্ষ্য প্রায়শই অপূর্ণ থেকেছে। ফিলিস্তিন সংকট সমাধানে রাজনৈতিক সমঝোতা এখনো সবচেয়ে কার্যকর পথ হিসেবে বিবেচিত। দুই রাষ্ট্র, যেখানে ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিন দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে সহাবস্থান করবে, দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। তবে এই সমাধান বাস্তবায়ন করতে হলে উভয় পক্ষকেই বড় ধরনের ছাড় দিতে হবে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে একটি সমঝোতা তৈরির জন্য কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। আলোচনার মাধ্যমে একটি স্থায়ী সমাধান আনতে হলে জাতিসংঘ এবং বিশ্বের অন্যান্য শক্তিগুলোকে নিরপেক্ষ এবং সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে। জাতিসংঘের মানবাধিকার সংস্থা এবং অন্যান্য মানবিক সংস্থাগুলোকে আরো কার্যকরভাবে কাজ করতে হবে। পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে মতবিরোধ কমিয়ে ঐক্যমত্য তৈরি করা ছাড়া এই সংকটের স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। রাজনৈতিক স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে একটি সুষ্ঠু এবং স্থায়ী সমাধানের জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্য আঞ্চলিক শক্তিগুলোকেও ফিলিস্তিন সংকট সমাধানে তাদের অবস্থানকে শক্তিশালী করতে হবে। ফিলিস্তিনের জনগণের অধিকারের প্রশ্নে কেবল নিন্দা বা উদ্বেগ প্রকাশ নয়, বরং কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে অবিচারের অবসান ঘটানো প্রয়োজন। বড় বড় আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টিতে কার্যকর প্রতিক্রিয়া এবং পদক্ষেপ নিয়ে জাতিসংঘের চাপ সৃষ্টি করতে হবে। মানবাধিকার সংস্থাগুলোর পাশাপাশি বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে মানবিক সাহায্য এবং রাজনৈতিক সমর্থন উভয় ক্ষেত্রেই সক্রিয় হওয়া জরুরি। ফিলিস্তিন সংকট এক দীর্ঘ এবং জটিল সমস্যা হলেও এটি কোনোভাবে অমীমাংসিত থাকতে পারে না। এই সংকটের একটি মানবিক সমাধান খুঁজে বের করা আজকের পৃথিবীর অন্যতম বড় নৈতিক দায়িত্ব। জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে নিজেদের ভূমিকাকে নতুন করে পর্যালোচনা করতে হবে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবশ্যই একত্রিত হয়ে একটি মানবিক ও স্থায়ী সমাধানের জন্য কাজ করতে হবে। যত দিন পর্যন্ত ফিলিস্তিন ইস্যু অমীমাংসিত থাকে, তত দিন বিশ্বে মানবাধিকার এবং ন্যায়বিচারের প্রশ্নে এক বড় সংকট বহাল থাকবে। এটি কেবল ফিলিস্তিনিদের জন্য নয়, বরং সমগ্র বিশ্বের শান্তি এবং নিরাপত্তার জন্য এক বৃহৎ চ্যালেঞ্জ। মানবিক সংকটের সমাধান করতে হলে ক্ষমতার রাজনীতি নয়, বরং মানবতার প্রশ্নে সবাইকে এক কাতারে দাঁড়াতে হবে। শুধু তখনই ফিলিস্তিন ইস্যুতে একটি সুবিচারমূলক সমাধান সম্ভব হবে, যেখানে সবাই শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করতে পারবে। একটি ন্যায়ভিত্তিক, স্থায়ী এবং সম্মানজনক সমাধান ছাড়া বিশ্বের শান্তি ও মানবিক মূল্যবোধ কখনোই পূর্ণতা পাবে না। ফিলিস্তিনের জনগণ অপেক্ষা করছে সেই দিনের জন্য, যেদিন তারা স্বাধীনতার স্বাদ পাবে এবং বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে। এই মানবিক সংকটের সমাধান নিয়ে জাতিসংঘ ও বিশ্ব সম্প্রদায়ের দায়িত্ব এখনো অমীমাংসিত। আমাদের সকলেরই উচিত সেই সমাধানের পথে অগ্রসর হওয়া, কারণ মানবাধিকার এবং ন্যায়বিচারই সভ্যতার প্রধান স্তম্ভ।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্য আঞ্চলিক শক্তিগুলোকেও ফিলিস্তিন সংকট সমাধানে তাদের অবস্থানকে শক্তিশালী করতে হবে। ফিলিস্তিনের জনগণের অধিকারের প্রশ্নে কেবল নিন্দা বা উদ্বেগ প্রকাশ নয়, বরং কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে অবিচারের অবসান ঘটানো প্রয়োজন। বড় বড় আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টিতে কার্যকর প্রতিক্রিয়া এবং পদক্ষেপ নিয়ে জাতিসংঘের চাপ সৃষ্টি করতে হবে। মানবাধিকার সংস্থাগুলোর পাশাপাশি বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে মানবিক সাহায্য এবং রাজনৈতিক সমর্থন উভয় ক্ষেত্রেই সক্রিয় হওয়া জরুরি। ফিলিস্তিন সংকট এক দীর্ঘ এবং জটিল সমস্যা হলেও এটি কোনোভাবে অমীমাংসিত থাকতে পারে না। এই সংকটের একটি মানবিক সমাধান খুঁজে বের করা আজকের পৃথিবীর অন্যতম বড় নৈতিক দায়িত্ব। জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে নিজেদের ভূমিকাকে নতুন করে পর্যালোচনা করতে হবে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবশ্যই একত্রিত হয়ে একটি মানবিক ও স্থায়ী সমাধানের জন্য কাজ করতে হবে। যত দিন পর্যন্ত ফিলিস্তিন ইস্যু অমীমাংসিত থাকে, তত দিন বিশ্বে মানবাধিকার এবং ন্যায়বিচারের প্রশ্নে এক বড় সংকট বহাল থাকবে

শিক্ষায় বৈষম্যের সমাধান জরুরি

সুধীর বরণ মাঝি

সভ্যতা ও জাতীয় উন্নয়ন এবং উন্নতির চাবিকাঠি বৈষম্যহীন শিক্ষা। শিক্ষায় বৈষম্য চরম দীনতার পরিচয়। যে জাতি শিক্ষায় যত বেশি বৈষম্য সৃষ্টি করেছে, সেই জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞানে ততো বেশি পিছিয়ে পড়েছে। জাতীয় অর্থনীতি ও সামাজিক জীবন-যাপন দুর্নীতিগ্রস্থ হয়ে পড়েছে। পৃথিবীর যে দেশ শিক্ষা ও শিক্ষকদের যত বেশি মর্যাদা দিয়েছেন সেই দেশ সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে তত বেশি উন্নত। এখানে প্রতিদিন শিক্ষকরা বৈষম্যের শিকার হন, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকরাও বৈষম্যের শিকার হন। শিক্ষা তো শিক্ষাই। শিক্ষায় সরকারি-বেসরকারি কথাটাই অগণতান্ত্রিক, অযৌক্তিক, অমানবিক এবং আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ ও আদর্শের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। শিক্ষা মানুষের জন্মগত মৌলিক মানবিক অধিকার ও গুণ। একটি উন্নত জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে একই ধারার বিজ্ঞানভিত্তিক, ধর্মনিরপেক্ষ, বাস্তব জ্ঞানসমৃদ্ধ মানবিক শিক্ষার বিকল্প নেই। অথচ আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা বহু ধারায় বিভক্ত। ফলে স্বাভাবিকভাবেই দাবি ওঠে বহুধারায় শিক্ষা নয়, একই ধারায় শিক্ষা চাই। যার মধ্য পুরো জাতি একই বিশ্বাস ও জাতীয়তায় গড়ে উঠবে। শিক্ষার দায়িত্ব যাদের ওপর তারাও বহু ধারায় বিভক্ত। ফলে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থায় একটা বিশৃঙ্খল পরিবেশ। এ থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। জাতি গঠন এবং উন্নয়নের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো শিক্ষা। আর শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়গুলো হলো– শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাঙ্গন, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, শিক্ষার পরিবেশ ইত্যাদি। দিনে দিনে শিক্ষা বৈষম্য প্রকোট আকার ধারণ করেছে। এখনই এর সমাধানের পথ খুঁজে বের করার মোক্ষম সময়। বাংলাদেশে প্রথম শ্রেণি থেকেই হরেক রকমের শিক্ষাব্যবস্থা এবং হরেক পরীক্ষা চালু আছে। এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষা ১২ রকমে দেওয়া যায়। এক সনদের জন্য ১২ রকমের শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। এতে করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈষম্য বাড়ছে। প্রচলিত বা সাধারণ স্কুলগুলোতে যারা পড়ালেখা করে তারা 'সাধারণ' এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে থাকে। আর মাদ্রাসায় যারা পড়ে তারা দেয় দাখিল পরীক্ষা। দাখিল ভোকেশনাল নামেও একটি পরীক্ষা দেওয়া যায়। কারিগরিতে যারা পড়ে তারা দেয় এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষা। এসএসসি পরীক্ষা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমেও দেওয়া যায়। প্রাইভেট এসএসসি পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে। মাধ্যমিকে যেসব বিদ্যালয়ে ইংরেজি ভার্সন রয়েছে, সেখানে ইংরেজি ভাষায় এসএসসি পরীক্ষা দেওয়া যায়। ইংলিশ মিডিয়ামে (ইংরেজি ভার্সন নয়) যারা পড়ে, তাদের এসএসসি সমমানের পরীক্ষার নাম 'ও' লেভেল। সে ব্যবস্থাতেও এডেক্সেল ও কেমব্রিজ কারিকুলামের স্কুলে পৃথক পড়ালেখা। আর সারা দেশেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে কওমি মাদ্রাসা। এ শিক্ষাকেও সরকার স্বীকৃতি দিয়েছে। কওমি শিক্ষাব্যবস্থা থেকে দাওরায়ে হাদিস পাস করা শিক্ষার্থীদের মাস্টার্সের সমমান দেওয়া হয়েছে। কওমিতে হাফেজি ও মাওলানা (টাইটেল) ধারায় পড়ালেখার সুযোগ রয়েছে। সাধারণ এসএসসি ও ইংরেজি ভার্সনের এসএসসি পরীক্ষা নেওয়ার জন্য আছে ৯টি শিক্ষা বোর্ড। মাদ্রাসায় দুই ধরনের দাখিলের জন্য রয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড। কারিগরি শিক্ষার জন্য আছে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমেও দেওয়া যায় এসএসসি পরীক্ষা। শিক্ষা বোর্ডগুলোর অধীনেই প্রাইভেট এসএসসি দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। ইদানীং ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের দৌরাত্ম্য বাড়ছে। বিভাগীয় এবং জেলা শহরেও ছড়িয়ে পড়েছে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। এসবের বেশি-রভাগের নিবন্ধন নেই। তারা এডেক্সেল ও কেমব্রিজ কারিকুলামে পরীক্ষা দিলেও তাদের কোনো নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ নেই। শিক্ষা বোর্ডগুলো তাদের নিয়ন্ত্রণ করে না। অনেক আগে থেকেই আমাদের দেশে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা চালু রয়েছে। তাদের পরীক্ষার জন্য তারা নিজেরাই একাধিক বোর্ড বানিয়েছে। এগুলোতে সরকারের তেমন নিয়ন্ত্রণ নেই। শিক্ষায় বৈষম্যের নেতিবাচক দিকগুলো সমাজ ও দেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এর পরে আছে ফি আছে মাত্রাঅতিরিক্ত ফি আদায়ের নানা ব্যবস্থা।যার চক্করে হিমশিম খাচ্ছে সাধারণ অভিভাবক। পাবলিক পরীক্ষায় ভালো ফল তৈরি করার জন্য তাদের ওপর থাকে অনৈতিক চাপ। নানা সমস্যায় জর্জরিত শিক্ষক সমাজকে বছরের বেশির ভাগ সময় দেখা যায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে দাবি আদায়ে অবস্থান করতে। দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ৮০ শতাংশ শিক্ষা সম্পন্ন হয় বেসরকারি শিক্ষকদের দ্বারা। অথচ তারা পরতে পরতে অবহেলিত। একই সিলেবাস এবং কারিকুলাম ও নিয়মনীতি মেনে সরকারি, বেসরকারি, এমপিওভুক্ত এবং নন এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে বেতন বৈষম্য এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধার বৈষম্য আকাশ-পাতাল। দেশে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা প্রতি মাসে সরকারি কোষাগার থেকে একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা (বেতন নয়, অনুদান) পেয়ে থাকেন। বেসরকারি, এমপিওভুক্ত এবং নন এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের অনুদানের বাহিরে যে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় তা অনেকটা তাদের সাথে তামশা করার মতো। চাকরিতে যোগদান থেকে শুরু করে অবসর জীবন পর্যন্ত পদে পদে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন তারা। আরও একটি দুঃখজনক বিষয় হলো, এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা অনুদান পেয়ে থাকেন। অনুদান কোনো সম্মানের বিষয় হতে পারে না। আজকের দিনে আমাদের দেশে কোথাও কি ১০০০ টাকায় বাড়ি ভাড়া এবং ৫০০ টাকায় চিকিৎসা সেবা পাওয়া সম্ভব ?

পরিকল্পিতভাবে দেশের নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের শিক্ষাকে বিভক্ত ও মানহীন করে ফেলা হয়। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনঅধ্যুষিত শিক্ষার পরিসরকে দখল করে অপরিণামদর্শী এক ব্যবস্থা; যেখানে দুর্নীতি, নকল ও সন্ত্রাস একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম করে। রাষ্ট্রের অবহেলায় বিপজ্জনকভাবে বেড়ে উঠতে থাকে মূল্যবোধহীন, অদক্ষ সনদনির্ভর একটি শ্রেণি; যারা কেবলই বেকারত্ব বাড়ায়, সমাজে অস্থিরতার কারণ হয়ে ওঠে। উগ্র সাম্প্রদায়িক ও অসহনশীল শ্রেণির বিকাশ এ প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা বাণিজ্য, দুর্নীতি ও অব্যবস্থা শিক্ষাসেবার বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শিক্ষকের তীব্র অভাব লক্ষ করা যায়। পরীক্ষার সনদও সন্দেহের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যায়। বিজ্ঞান শিক্ষার পরিবেশ বৈরী হয়ে ওঠে। অভ্যন্তরীণ ব্যবহারিক ক্লাসের চর্চা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে পড়ে। প্রাতিষ্ঠানিক গ্রন্থাগার ও ল্যাব গুরুত্ব হারাতে থাকে। পাবলিক পরীক্ষায় এখন নকল প্রায় উঠে গেলেও সুষ্ঠু পরীক্ষা বলতে যা বোঝায়, তা অনেক ক্ষেত্রেই হয় না। কোচিং-গাইডের দাপট, শ্রেণিকক্ষে সক্রিয়তার অভাব ও মূল্যবোধের অবক্ষয় শিক্ষার মানকে হুমকির মধ্যে ফেলে দেয়। ইনকোর্স থেকে ব্যবহারিক পরীক্ষা-সবখানেই বোঝাপড়ার সংস্কৃতি নামে নতুন একটা চর্চা কর্তৃত্ব আরম্ভ করে। বেসরকারি মানসম্পন্ন বিদ্যালয়ের খরচের ভার বহন করা অনেক অভিভাবকের পক্ষেই খুব কঠিন। তা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের গৃহশিক্ষক কিংবা কোচিং সেন্টারের খরচও জোগাতে হয়। দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীদের অভিভাবক এতসব খরচের জোগান দিতে পুরোপুরি অসমর্থ। ঢাকা মহানগরে সরকারি বিদ্যালয়ের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি রয়েছে বেসরকারি কিংবা ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়। এজন্য আর্থিকভাবে অসচ্ছল অভিভাবকদের সন্তানের লেখাপড়া নিয়ে বেকায়দায় পড়তে হয়। ঢাকায় কোনো কোনো বেসরকারি বিদ্যালয়ের মাসিক বেতন ৫-১০ হাজার টাকার বেশিও আছে। আর কোনো কোনো ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের মাসিক বেতন ২০-৫০ হাজার টাকার বেশি। আমাদের শিক্ষা অবকাঠামোর অবস্থাও করুণ। অধিকাংশ স্কুল-কলেজে উপযুক্ত গবেষণাগার, পাঠাগার এবং যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক নাই। অথচ অন্যদিকে অত্যাবশ্যক হলেও হাজার হাজার শিক্ষকের পদ খালি পড়ে থাকে। বাংলাদেশে শিক্ষাখাতে ব্যয় বিশ্বে একেবারে নীচের সারিতে। ফিনল্যান্ড জাপান তো বটেই দক্ষিণ এশিয়ার দেশ শ্রীলঙ্কাও জিডিপির ৬ শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করে। অন্যদিকে আমাদের দেশে তা ২ শতাংশেরও কম। বেতনবৈষম্য, দুর্বল অবকাঠামো, শিক্ষকের অভাব, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অসম অনুপাত এবং বিভিন্ন ধারার শিক্ষাব্যবস্থায় ভয়াবহ বৈষম্য শিক্ষাব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের পথে বড় প্রতিবন্ধকতা, এ বিষয়গুলো অস্বীকারের অবকাশ নেই। শিক্ষা উপকরণের মূল্য আজ সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। দ্বিতীয়ত, এখানে 'টাকা যার, শিক্ষা তার' এই নীতিকেই প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শুধু বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সন্ধ্যাকালীন কোর্স চালু করা করা হয়েছে। সাধারণ মানুষ আজ তাদের সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ যোগাতে হিমশিম খাচ্ছে। শিক্ষা আজ বাণিজ্যিকিকরণে রূপ নিয়েছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেশি, প্রাইভেট স্কুল- কলেজের সংখ্যা বেশি। ব্রিটিশদের মতো আমাদের স্বাধীন দেশের সরকারগুলোও কি দেশের মানুষকে কেরানি তৈরি করার জন্য যতটুকু শিক্ষার প্রয়োজন, ততটুকুই দিচ্ছে? শিক্ষা এবং শিক্ষকদের উন্নতি না হলে, সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিৎ করতে না পারলে কোনো ভাবেই আমরা মধ্যম আয়ের দেশ, উন্নত দেশের মানদন্ড অর্জন করতে পারব না। সর্বজনীন শিক্ষাকে কৌশলে বেঁধে রাখা অমানবিক, অনৈতিক এবং অসাংবিধানিক। কোন একদল মানুষ বা কোন এক গোষ্ঠী কে খুশি করার বা খুশি রাখার শিক্ষা কখনো দেশ ও জাতির জন্য সুফল ও কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। শিক্ষায় যে জাতির যত বেশি বিনেয়োগ সে জাতি ততো বেশি উন্নত। তারা, বিজ্ঞান, আধুনিক, সভ্যতা, মানবিকতা, মূল্যবোধের ততো শিখরে অবস্থান করে। তারা জ্ঞানের অন্বেষনে তৃপ্তি লাভ করে। আর এখনকার দিনে শিক্ষকের ওপর হামলা চালানো, তাদের হুমকি প্রদান ও হত্যাকরা এবং লাঞ্ছনার ঘটনা যেন নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ লজ্জা গোটা জাতির। এ দেশে অনেক শিক্ষক হত্যাসহ অনেকবার শিক্ষকদের ওপর হামলা চালানো এবং তাদের বারবার লাঞ্ছনার শিকার হতে হলেও এখন পর্যন্ত বেশির ভাগ ঘটনারই বিচার হয় নি। ফলে অপরাধীরা এ ধরনের জঘন্য কর্মকান্ড ঘটাতে উৎসাহী হয়েউঠছে, যা জাতির জন্য চরম আশনিসংকেত। শিক্ষকরা যখন তাদের বাঁচা-মরার অধিকার প্রশ্নে রাজপথে আন্দোলনে, তখনই শিক্ষকদের ওপর নেমে আসে রাষ্ট্রযন্ত্রের অমানবিক নির্যাতন। বিভিন্ন সময়ে আমরা দেখি, শিক্ষকদের আন্দোলনে শিক্ষকদের ওপরে লাঠিচার্জ করা হয়।

অন্যদিকে আমাদের দেশে তা ২ শতাংশেরও কম। বেতনবৈষম্য, দুর্বল অবকাঠামো, শিক্ষকের অভাব, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অসম অনুপাত এবং বিভিন্ন ধারার শিক্ষাব্যবস্থায় ভয়াবহ বৈষম্য শিক্ষাব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের পথে বড় প্রতিবন্ধকতা, এ বিষয়গুলো অস্বীকারের অবকাশ নেই। শিক্ষা উপকরণের মূল্য আজ সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। দ্বিতীয়ত, এখানে 'টাকা যার, শিক্ষা তার' এই নীতিকেই প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শুধু বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সন্ধ্যাকালীন কোর্স চালু করা করা হয়েছে। সাধারণ মানুষ আজ তাদের সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ যোগাতে হিমশিম খাচ্ছে। শিক্ষা আজ বাণিজ্যিকিকরণে রূপ নিয়েছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেশি, প্রাইভেট স্কুল- কলেজের সংখ্যা বেশি। ব্রিটিশদের মতো আমাদের স্বাধীন দেশের সরকারগুলোও কি দেশের মানুষকে কেরানি তৈরি করার জন্য যতটুকু শিক্ষার প্রয়োজন, ততটুকুই দিচ্ছে? শিক্ষা এবং শিক্ষকদের উন্নতি না হলে, সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিৎ করতে না পারলে কোনো ভাবেই আমরা মধ্যম আয়ের দেশ, উন্নত দেশের মানদন্ড অর্জন করতে পারব না। সর্বজনীন শিক্ষাকে কৌশলে বেঁধে রাখা অমানবিক, অনৈতিক এবং অসাংবিধানিক

ট্রাম্পের প্যারিস চুক্তি থেকে সরে আসার প্রতিশ্রুতির মধ্যে কপ-২৯ সম্মেলন শুরু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে গতকাল সোমবার থেকে শুরু হয়েছে তিন দিন ব্যাপী জলবায়ু বিষয়ক কপ-২৯ সম্মেলন। এদিকে নব নির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কার্বন নির্গমনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে সরে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আজারবাইজানের রাজধানী বাকু থেকে এএফপি এ খবর জানিয়েছে। জলবায়ু তহবিল নিয়ে বিতর্কিত বিতর্কে, ২০২৪ তাপমাত্রার রেকর্ড ভাঙার পথে রয়েছে, এমন নতুন সতর্কবানীর পর দেশগুলো জলবায়ু কূটনীতির প্রধান জাতিসংঘ ফোরামে যোগ দিতে বাকুতে আসে। কিন্তু আলোচনায় ট্রাম্পের ফিরে আসা নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করবে, এমন আশঙ্কায় বৈশ্বিক উষ্ণতা সীমিত করার জন্য আলোচনার টেবিলের চারপাশে কম উচ্চাকাঙ্ক্ষা হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ বিষয়ক ভানুয়াতুর বিশেষ দূত রালফ রেগেনভানু বলেন, 'জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে বৈশ্বিক পদক্ষেপের গতিকে লাইনচ্যুত হতে দেওয়ার সামর্থ্য আমাদের নেই।' তিনি বলেন, 'এটি একটি বিভক্ত সমস্যা যা আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ছাড়া এমনিতেই সমাধান হবে না এবং আমরা বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম দূষণকারীর আসন্ন প্রেসিডেন্টের কাছে এই বিষয়টি উপস্থাপন করবো।' বিদায়ী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন দূরে থাকছেন, যেমন অনেক নেতা রয়েছেন যারা ঐতিহ্যগতভাবে জলবায়ু সম্মেলনের শুরুতে উপস্থিত ছিলেন কার্যধারার পাল্লা ভারী করতে। ২০ গ্রুপের মাত্র কয়েকজন নেতা অংশগ্রহণ এবারের জলবায়ু সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন, অথচ তাদের দেশগুলো বিশ্বব্যাপী নির্গমনের প্রায় ৮০ শতাংশের জন্য দায়ী। আফগানিস্তানের তালেবানরা ক্ষমতায় আসার পর প্রথমবারের মতো একটি প্রতিনিধি দল পাঠাবে। তারা পর্যবেক্ষকের মর্যাদা পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে। কূটনীতিকরা জোর দিয়েছেন, ট্রাম্পের জয় বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জলবায়ু তহবিলের জন্য একটি নতুন পরিসংখ্যানে সম্মত হতে উল্লেখযোগ্য কোনো বিঘ্ন ঘটবে না। উন্নয়নশীল দেশগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে তাদের অর্থনীতিকে মুক্ত রাখতে সাহায্য করার জন্য আলোচকদের অবশ্যই বছরে ১০০ বিলিয়ন ডলারের লক্ষ্যমাত্রা বাড়াতে হবে। ১শ' টিরও বেশি উন্নয়নশীল দেশ এবং চীনের গোষ্ঠীভুক্ত একটি ব্লকের উগান্ডার চেয়ার অ্যাডোনিয়া আয়েবারে রোববার এএফপি'কে বলেছেন, 'এটি কঠিন। এতে অর্থ জড়িত।

সংখ্যালঘু সরকার গঠন করতে চলেছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : জাপানের সাধারণ নির্বাচনে বিপর্যয়ের পর প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবা গতকাল সোমবার পার্লামেন্ট ভোটের মুখোমুখি হচ্ছেন। তবে এই ভোটে তিনি টিকে যাবেন বলে আশা করা হচ্ছে। যদিও এবারের মতো টিকে গেলেও তিনি ক্ষমতায় নড়বড়ে অবস্থায় থাকবেন। ইশিবা (৬৭) অক্টোবরের শুরুতে দায়িত্ব গ্রহণ করে একটি আগাম নির্বাচন ডেকেছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে, ক্ষমতাসীন লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) নেতা হিসাবে এ নির্বাচনে তার প্রতি সমর্থন বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু মূল্যস্ফীতি এবং অর্থ কেলেঙ্কারির কারণে অসন্তুষ্ট ভোটাররা ২০০৯ সালের পর থেকে দলটিকে সবচেয়ে বিপর্যয়ের মুখে ফেলে দিয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতি একটি ঝুলন্ত সংসদের রাজনৈতিক জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। অর্থ কেলেঙ্কারির কারণে তার পূর্বসূরি ফুমিও কিশিদার ভরাডুবি হয়েছিল। রক্ষণশীল এলডিপি ও তাদের জোটের ছোট দল সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারালেও তারা পার্লামেন্টের শক্তিশালী নিম্নকক্ষের বৃহত্তম জোটে রয়ে গেছে। সুতরাং, জাপানের বিরোধী দলের অনেকগুলো মূল বিষয়ে গভীরভাবে বিভক্ত হয়ে আছে আর তাই ইশিবা গতকাল সোমবার থেকে একটি সংখ্যালঘু সরকারের নেতৃত্ব দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। ওই দিন আইন প্রণেতারা প্রধানমন্ত্রীকে মনোনীত করার জন্য বিশেষ চার দিনের একটি অধিবেশন আহ্বান করবেন। কূটনৈতিক ফ্রন্টে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের মার্কিন নির্বাচনে বিজয় প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইশিবার জন্য বিষয়গুলিকে জটিল করতে পারে। ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে সম্ভাব্য নতুন বাণিজ্য শুল্ক ও টোকিওর অধিকতর প্রতিরক্ষা ব্যয়ের দাবি, কয়েক দশক ধরে দেশটি সামরিক সরঞ্জামাদির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভর করে। সামনের দিকে আইন পাস করার জন্য পর্যাপ্ত প্রভাব রাখতে ক্ষমতাসীন জোট ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ফর দ্য পিপল (ডিপিপি) থেকে সাহায্য চেয়েছে। ডিপিপি একটি মধ্যপন্থী ছোট দল, যা জোটের বাইরে থাকার সময় ভোট-বাই-ভোটের ভিত্তিতে সহযোগিতা করতে সম্মত হয়েছে। নিহন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক তোমোকি আইওয়াই এএফপিকে বলেন, 'ক্ষমতায় থাকার জন্য ইশিবাকে এই শীতে সরকারী বাজেট পাস করতে হবে। এর অর্থ হবে, এলডিপিকে অন্যদের কাছ থেকে সহযোগিতা পেতে কিছু নীতি মেনে নিতে হবে।

ট্রাম্প-পুতিন ফোনালাপের খবর পুরোপুরি মিথ্যা: রাশিয়া

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মার্কিন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যকার ইউক্রেন সংকট নিয়ে ফোনালাপের দাবি পুরোপুরি মিথ্যা। গতকাল সোমবার রুশ প্রেসিডেন্টের কার্যালয় ক্রেমলিন এই দাবি করেছে। ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপি এ খবর জানিয়েছে। মার্কিন দৈনিক পত্রিকা ওয়াশিংটন পোস্টের রবিবারের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, গত বৃহস্পতিবার ট্রাম্প ফোনে পুতিনকে ইউক্রেনের সংঘাতকে আর উত্তেজিত না করার পরামর্শ দেন। তবে, ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ সাংবাদিকদের বলেছেন, ওয়াশিংটন পোস্টের এই প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা। এই ধরনের কোনও ফোনালাপ হয়নি। ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়, কথোপকথনের সময় ট্রাম্প পুতিনকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, ইউরোপে যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশাল সামরিক উপস্থিতি রয়েছে। প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয় যে, ট্রাম্প ইউক্রেন যুদ্ধের দ্রুত সমাধানে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং বলেছেন যে, এই বিষয়ে আরও আলোচনা করতে চান। নির্বাচনি প্রচারণার সময় রিপাবলিকান প্রার্থী ট্রাম্প ঘোষণা করেছিলেন যে, ক্ষমতায় গেলে তিনি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইউক্রেন সংঘাতের অবসান ঘটাতে পারবেন। তবে তিনি কীভাবে শান্তিচুক্তি করবেন বা কী শর্তে এ চুক্তি সম্ভব তা স্পষ্ট করেননি। তবে, ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তিনি সরাসরি পুতিনের সঙ্গে কথা বলবেন। রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট পুতিন এরই মধ্যে স্পষ্ট করেছেন যে, শান্তি আলোচনার পূর্বশর্ত হিসেবে তিনি চান ইউক্রেনে দখলকৃত ভূখণ্ড থেকে তারা সরবে না। বৃহস্পতিবারের কথিত ফোনালাপে ট্রাম্প ভূখণ্ডের বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেন। ট্রাম্পের জয়ের পর ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি সতর্কবার্তা দিয়ে বলেছিলেন, পুতিনের কাছে কোনও ধরনের ছাড় দেওয়া উচিত হবে না। ভূখণ্ড ছাড় বা মস্কোর অন্যান্য কঠোর দাবির কাছে নতিস্বীকার করলে তা শুধু ক্রেমলিনকে আরও আগ্রাসী করবে এবং রাশিয়ার হামলা আরও তীব্র হতে পারে।

আইভরি কোস্টে দুর্ঘটনায় নিহত ২০

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : সপ্তাহান্তে আইভরি কোস্টের দক্ষিণাঞ্চলে দুটি মিনিভ্যানের মধ্যে সংঘর্ষে বিশ জন নিহত হয়েছে। গতকাল সোমবার দেশটির কর্মকর্তারা একথা জানিয়েছেন। সিভিল প্রোটেকশন সার্ভিস (ওএনপিসি) জানিয়েছে, গাগনোয়া শহর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে রোববার সন্ধ্যায় এই দুর্ঘটনায় কমপক্ষে আরও ১১ জন আহত হয়েছে। আহজিয়াব্রে গ্রামের স্বাস্থ্য কেন্দ্র নিশ্চিত করেছে ঘটনাটি নিশ্চিত করে জানায়, স্থানীয় সময় প্রায় ৭:৩০টায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। এ গ্রামের দুঘটনা ঘটে। আবিদজান থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি জানায়, আইভরি কোস্টে প্রায়ই মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। কিছু এবড়োথেবড়ো রাস্তা ও ফিটনেসহীন যানবাহন ও গাড়ি চালকদের বেপরোয়া ড্রাইভিং দুর্ঘটনাগুলোর জন্য দায়ী। দেশটিতে ড্রাইভিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়েই অনেকে গাড়ি চালায়। পরিবহন মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, আইভরি কোস্টে গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রতি বছর গড়ে ১,০০০ থেকে ১,৫০০ লোক প্রাণ হারায়।

মহাকাশ থেকেও চোখে পড়ছে পাকিস্তানের মারাত্মক বায়ুদূষণ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : গত মাস থেকে পূর্ব পাকিস্তান এবং উত্তর ভারতকে ঢেকে রেখেছে ঘন ও বিষাক্ত ধোঁয়া। সেখানে বায়ুদূষণের মাত্রা এমন স্তরে পৌঁছেছে যে নাসার স্যাটেলাইটে তোলা ছবিতে স্পষ্টভাবে তা চোখে পড়ছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ধূসর কম্বলের মতো একটি বিশাল মেঘের মতো ধোঁয়া পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশকে ঢেকে দিয়েছে, যেটি ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লি এবং তার বাইরে পূর্ব দিকে প্রসারিত হয়েছে। সিএনএনের একটি প্রতিবেদনে দূষণের ছবি প্রকাশ করা হয়েছে। এদিকে দূষণের কারণে পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ স্কুল এবং পাবলিক স্পেস বন্ধ করতে বাধ্য করেছে। এই সপ্তাহে পাকিস্তানের লাহোর এবং মুলতান শহরের ছবিতে দেখা গেছে, অন্ধকার কুয়াশায় ঢেকে রয়েছে রাস্তাগুলো, এমনকি সেখানে অবস্থিত ভবনগুলোও চোখে পড়ছে না। প্রত্যেক শীতকালে এই অঞ্চলে দূষণের মাত্রা বেড়ে যায়। সাধারণত এ সময় হলুদ কুয়াশায় আকাশ ঢেকে যায়, কারণ কৃষকরা কৃষিবর্জ্য পোড়ানো, কয়লাচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র চালানোসহ নানা কাজ করে এ সময়। শীতকালে বায়ুর গুণমান আরো খারাপ হওয়ার আরেকটি কারণ, ঠাণ্ডা এবং শুষ্ক বায়ু দূষণকে দূর করার পরিবর্তে দূষণকে আটকে রাখে। বিশ্বব্যাপী বায়ুর গুণমান ট্র্যাক করা 'আইকিউএয়ার' অনুসারে, বায়ুর গুণমান সূচক ৩০০-এর ওপরে ওঠা মানে স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক। সেখানে ১২৭ মিলিয়ন জনসংখ্যার পাকিস্তানের সবচেয়ে জনবহুল প্রদেশ পাঞ্জাবের কিছু অংশে গত সপ্তাহে বায়ুর গুণমান সূচক ১০০০, অতিক্রম করেছে একাধিকবার।

গতকাল সোমবারও পাঞ্জাবের মুলতান শহরের বায়ুতে বিপজ্জনক দূষণকারী পিএম২.৫-এর মান বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নিরাপদ মাত্রার চেয়ে ১১০ গুণ বেশি। শ্বাস নেওয়ার সময় পিএম২.৫ ফুসফুসের টিস্যুর গভীরে প্রবেশ করে এবং শরীরের রক্ত প্রবাহের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। এটি হাঁপানি, হৃদরোগ, ফুসফুসের রোগ, ক্যান্সার এবং অন্যান্য শ্বাসযন্ত্রের অসুস্থতার পাশাপাশি শিশুদের জন্যও ক্ষতিকর। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের মতে, পাকিস্তানের হাসপাতাল এবং ক্লিনিকগুলোতে দূষণের প্রভাবে ভুগছে, এমন রোগী দিয়ে ভরে গেছে। পাঞ্জাবের স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা বলছেন, ৩০ হাজারের বেশি লোক শ্বাসকষ্টজনিত অসুস্থতার জন্য চিকিৎসা নিচ্ছে। পাকিস্তানের এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সি রোববার বলেছে, ফয়সালাবাদ, মুলতান এবং গুজরানওয়ালা জেলায় 'ফুসফুস এবং শ্বাসকষ্টজনিত রোগ, অ্যালার্জি, চোখ, গলার জ্বালাসহ রোগীর সংখ্যা ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ছয় মাসেই ক্ষমতা হারালেন হাইতির প্রধানমন্ত্রী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ক্ষমতা নেয়ার ছয় মাসের মাথায় বরখাস্ত হলেন হাইতির প্রধানমন্ত্রী গ্যারি কনিল। রোববার ক্ষমতাসীন ট্রানজিশনাল প্রেসিডেনশিয়াল কাউন্সিল (টিপিসি) তাকে বরখাস্ত করেছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, টিপিসির ৯ সদস্যের মধ্যে ৮ জনই গ্যারি কনিলকে বরখাস্ত করার নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন।

হাঁটতে পারেননা কিন্তু জিতে নিলেন বেস্ট ড্যান্সার ট্রফি

বিনোদন ডেস্ক : ছোটবেলায় ঠিকমতো হাঁটতে না পারা স্টিভ জায়রা জিতে নিয়েছেন টিভি রিয়েলিটি শো 'ইন্ডিয়াস বেস্ট ড্যান্সার'-এর চতুর্থ সিজনের ট্রফি। গত রোববার রাতে অনুষ্ঠিত হয় এ শোয়ের গ্র্যান্ড ফিনালে। পুরস্কার হিসেবে স্টিভ জায়রা পেয়েছেন ১৫ লাখ রুপি (বাংলাদেশি মুদ্রায় ২১ লাখ ৩৬ হাজার টাকার বেশি)। পাশাপাশি স্টিভ জায়রাকে একটি ট্রফি ও একটি গাড়ি উপহার দেওয়া হয়েছে। বিজয়ী হওয়ার পর সাক্ষাৎকার দিয়েছেন স্টিভ। তিনি বলেন, 'আমি যখন এই যাত্রা এবং ট্রফি বিজয়ের কথা ভাবি, আমার গা শিউরে ওঠে। কঠোর পরিশ্রম ও আত্মত্যাগের ফল এটা। কঠোর পরিশ্রম শেষ পর্যন্ত ফল এনে দেয়। কথায়ই তো আছেড় ধৈর্যের ফল মিষ্টি।' জয়ী হওয়ার অনুভূতি ব্যক্ত করে স্টিভ বলেন, 'আমি মনে করি, বেড়ে ওঠার সময়ে আমি যেসব সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এসেছি, এটি তারই ফসল। কঠোর পরিশ্রম বৃথা যেতে দিইনি। বাস্তবে দিনটি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, এজন্য নিজেকে ধন্য মনে করছি।

বিনোদন

প্রকাশ পেলো মার্ভেল স্টুডিওর থান্ডারবোল্টসের ট্রেইলার

বিনোদন ডেস্ক : ডি২৩ ব্রাজিল ইভেন্টে মার্ভেল তাদের আসন্ন সিনেমা 'থান্ডারবোল্টস'- এর বিস্তৃত একটি ট্রেলার প্রকাশ করেছে। এর বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন ফ্লোরেন্স পিউগ, সেবাস্টিয়ান স্ট্যান এবং ডেভিড হার্বার। প্রায় চার মিনিটের এই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে ফ্লোরেন্স পিউগের চরিত্র ইয়েলেনা এবং ডেভিড হার্বারের রেড গার্ডিয়ান, যারা উভয়ই প্রথমে ব্ল্যাক উইডো সিনেমায় উপস্থিত হয়েছিলেন। এই ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন জুলিয়া লুইস-ড্রেফাস (ভীপ) কন্টেসা ভ্যালেন্টিনা আলেগ্রা ডি ফন্টেন হিসেবে, ডেভিড হার্বার (স্ট্রেঞ্জার থিংস) রেড গার্ডিয়ান হিসেবে, সেবাস্টিয়ান স্ট্যান (দ্য ফ্যালকন অ্যান্ড দ্য উইন্টার সোলজার) বাকি বার্নস/ উইন্টার সোলজার হিসেবে, ওয়াট রাসেল (মোনার্ক: লিগ্যাসি অফ মনস্টার্স) জন ওয়াকার/ ইউ.এস. এজেন্ট হিসেবে, হান্না জন-কেমেন (অ্যান্ট-ম্যান অ্যান্ড দ্য ওয়াস্প) আভা স্টার/গোস্ট হিসেবে, অলগা কুরাইলেঙ্কো (হিটম্যান) টাস্কমাস্টার হিসেবে, লুইস পুলম্যান (টপ গান: মাভেরিক) সেনট্রি হিসেবে, গেরালডিন ভিসওয়ানাথান (মিরাকল ওয়ার্কার্স) এবং আরও অনেকেই। থান্ডারবল্টস পরিচালনা করেছেন জেক শ্রেইর, স্ক্রিপ্ট লিখেছেন লি সুন-জিন, যিনি এর আগে এরিক পিয়ার্সনের প্রথম ড্রাফটের ওপর ভিত্তি করে কাজ করেছেন। শ্রেইর এবং সুন-জিন পূর্বে নেটফ্লিক্সের বিফ সিরিজে একসাথে কাজ করেছিলেন। এই সিনেমাটি মূলত সুপারভিলেন এবং অ্যান্টিহিরোদের একটি দলের কাহিনী নিয়ে হবে। মার্ভেল স্টুডিওসের প্রেসিডেন্ট কেভিন ফগি এক সাক্ষাৎকারে নিশ্চিত করেছেন যে ছবির শিরোনামের শেষে থাকা অ্যাস্টারিস্কের একটি উদ্দেশ্য আছে, যা সিনেমা মুক্তির পর দর্শকদের জানানো হবে। সুপারহিরো অ্যাকশন মুভি 'থান্ডারবোল্টস' ২০২৫ সালের ২ মে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।

এবার বদলে যাচ্ছে 'বঙ্গবন্ধু ফিল্ম সিটি'র নাম

বিনোদন ডেস্ক : বঙ্গবন্ধু ফিল্ম সিটি'র নাম বদলে ফেলা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে নতুন নামকরণ করা হয়েছে 'বাংলাদেশ ফিল্ম সিটি'। ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর বিএফডিসি কর্তৃপক্ষ গাজীপুরের কবিরপুরে অবস্থিত দেশের সর্ববৃহৎ এই ফিল্ম সিটির নাম পরিবর্তনে প্রস্তাব দেয়। ফিল্ম সিটির ইনচার্জ নাসির উদ্দিন গণমাধ্যমকে বলেন, নাম পরিবর্তনের প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত পাশ হয়নি। প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে নতুন নাম হবে 'বাংলাদেশ ফিল্ম সিটি'। তবে লিখিতভাবে এখন আমরা কোথাও আগের নামটি ব্যবহার করছি না। এফডিসি থেকে নির্দেশ আছে কবিরপুরস্থ 'বাংলাদেশ ফিল্ম সিটি' বলতে। ১৯৮০ সালে যখন ফিল্ম সিটি নির্মাণে উদ্যোগ নেয়া হয় তখন এই নামটিই ছিল। ২০১৫ সালে থেকে 'বঙ্গবন্ধু ফিল্ম সিটি' রাখা হয়েছিল। ৫ আগস্টের পর সবকিছু পরিবর্তন হচ্ছে, বাকিটা সবারই জানা আছে।' ৩৮৭ কোটি ৯১ লাখ টাকা ব্যয়ে ১০৫ একর (৩১৭ বিঘা) জমির উপর ফিল্ম সিটিটি অবস্থিত।

বিশ্বের রাজা উপাধি প্রত্যাখান করলেন কমল হাসান

বিনোদন ডেস্ক : ভারতীয় সিনেমার বরেণ্য অভিনেতা কমল হাসান। অভিনয়ের পাশাপাশি রাজনীতিতেও সক্রিয়। বেশ আগে রাজনীতির মাঠে নেমেছেন তিনি। ২০১৮ সালের শুরুতে নিজে মাক্কাল নেদি মায়াম (ইংরেজিতে- পিপলস জাস্টিস পার্টি) নামে রাজনৈতিক দল গঠন করেন তিনি। ভক্ত-অনুরাগীরা কমল হাসানকে 'উলাগানয়াগান' বা 'বিশ্বের রাজা' বলে ডেকে থাকেন। কিন্তু এই উপাধি প্রত্যাখান করলেন কমল হাসান। এই নামে না ডাকতে বিনীতভাবে অনুরোধ করেছেন এই দাপুটে অভিনেতা। বিষয়টি নিয়ে কমল হাসান লিখিত একটি বিবৃতি নিজের মাইক্রোব্লগিং সাইট এক্সে (টুইটার) পোস্ট করেছেন। তাতে তিনি লেখেন, ''উলাগানয়াগান'-এর মতো প্রিয় উপাধিতে ভূষিত হওয়ার জন্য সবসময়ই গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা অনুভব করেছি। এই ধরনের প্রশংসা জনগণের দেওয়া এবং সম্মানিত সহকর্মী এবং প্রশংসকদের দ্বারা স্বীকৃত। আপনাদের এই ভালোবাসা পেয়ে সত্যি আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি।'' চলচ্চিত্রের শিল্প ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে যায়। এ তথ্য উল্লেখ করে কমল হাসান লেখেন, 'চলচ্চিত্রের শিল্প যেকোনো ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে যায়। আমি শিল্পের একজন ছাত্র। সুতরাং চিরকাল আমি শিখতে চাই এবং বিকশিত হতে চাই। সিনেমা অন্য যেকোনো সৃষ্টিশীল কাজের মতোই। এটি অগণিত শিল্পী, টেকনিশিয়ান এবং দর্শকরা তৈরি করেন; যাতে মানবতার বৈচিত্র্যময় প্রতিফলন ঘটে।' 'উলাগানয়াগান' উপাধি প্রত্যাখানের কথা জানিয়ে কমল হাসান লেখেন, ''আমার বিশ্বাস, শিল্পীকে শিল্পের উর্ধ্বে উন্নীত করা উচিত নয়। আমি এই সমস্ত 'উপাধি' সম্মানের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করছি। আমার সমস্ত ভক্ত, মিডিয়া, চলচ্চিত্র অঙ্গনের ব্যক্তিবর্গ, পার্টির সদস্যসহ ভারতীয়দের বিনীতভাবে অনুরোধ করছি, আমাকে শুধু কমল হাসান বা কমল কিংবা কেএইচ বলে সম্বোধন করুন।'' জানা যায়, 'উলাগা নয়াগান' তামিল ভাষার একটি জোড়া শব্দ। 'উলাগাম' মানে 'বিশ্ব' আর 'নয়াগান' মানে বীরের সমার্থক। 'উলাগা নয়াগান' ইংরেজিতে অনুবাদ করা যেতে পারেড় 'হিরো অব দ্য ওয়ার্ল্ড' বা 'কিং অব দ্য ওয়ার্ল্ড'। যার বাংলা তরজমা হতে পারেড় 'বিশ্বের রাজা'। অভিনেতা কমল হাসানের প্রশংসা করে এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন পরিচালক কে. এস. রবিকুমার। ছোটবেলায় অভিনয়ের হাতেখড়ি কমল হাসানের।

সুখবর দিলেন শিরিন শিলা

বিনোদন ডেস্ক : ছয় বছর প্রেমের পর সম্প্রতি বিয়ে করেছেন ঢালিউড অভিনেত্রী শিরিন শিলা। গত ১০ অক্টোবর রাজধানীর একটি কমিউনিটি সেন্টারে ছিল তাদের ঘরোয়া বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা। এরই মধ্যে নতুন বরের সঙ্গে শিলাকে অবকাশ যাপনে দেখা গেছে কক্সবাজারে। অনেকেই ভেবেছিলেন, কক্সবাজারেই হানিমুন করে ফিরবেন এই অভিনেত্রী। তবে অভিনেত্রী জানালেন, ওই ভ্রমণ হানি-মুন নয়! তবে কি পূর্ণ চাঁদের রাত পাননি তারা? শিরিন শিলা জানান, হানিমুনের উদ্দেশে শিগগিরই দেশের বাইরে যাবেন তারা। তবে তার আগে বাকি রয়েছে আরও কিছু কাজ। স্বামী সাজিলকে নিয়ে হানিমুন প্রসঙ্গে শিরিন শিলা বলেন, 'কক্সবাজারে বেড়াতে গিয়েছিলাম, হানিমুন নয়। বিয়েতে উপহার হিসেবে একটা ট্যুর প্যাকেজ পেয়েছিলাম। সেটাই উপভোগ করলাম। হানিমুনে যাওয়ার আগে কাজ আছে। বছরের শেষে বা আগামী বছরের শুরুতে বিবাহোত্তর সংবর্ধনার আয়োজন করা হবে। তারপর হানিমুন করতে আমরা মালদ্বীপ যাবো।' ২০১৮ সালে শিরিন শিলা ও আবিদুল মহায়মীন সাজিলের পরিচয়। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফার্মাসিতে স্নাতক সম্পন্ন করেছেন তিনি। পেশায় একজন ফার্মাসিস্ট। এ ছাড়া ট্রাভেল এজেন্সির ব্যবসাও রয়েছে তার। পরিচয়ের ছয় বছর পর দুই পরিবারের উপস্থিতিতে ঘরোয়া আয়োজনে বিয়ে করেন দুজন। বিয়ের পর হানিমুনের আগেই পেশাগত একটি সুখবর দিলেন শিলা। শিগগিরই নতুন আরেকটি সিনেমায় যুক্ত হচ্ছেন নায়িকা শিরিন শিলা। সেটি হতে যাচ্ছে শিলা অভিনীত প্রথম সরকারি অনুদানের সিনেমা। শিলা বলেন, 'আজ সোমবার সরকারি অনুদানের একটি সিনেমায় যুক্ত হবো। সন্ধ্যায় চুক্তি স্বাক্ষরের কথা রয়েছে। সেটা ছাড়াও বেশ কয়েকটি সিনেমা নিয়ে আলোচনা চলছে। এ বছরটা তো চলেই যাচ্ছে, আশা করছি সামনের বছর নতুন কাজ শুরু করতে পারবো।' যদিও অনুদানের সিনেমাটি নিয়ে কিছু বলতে রাজি হননি শিরিন শিলা। চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে 'নীল আকাশে পাখি উড়ে' নামে একটি সিনেমায় যুক্ত হচ্ছেন শিলা। সিনেমাটির জন্য প্রযোজক ও পরিচালক হিসেবে অনুদান পেয়েছেন কণ্ঠশিল্পী এস ডি রুবেল। এর আগেও তিনি সরকারের অনুদান নিয়ে সিনেমা নির্মাণ করেছেন। প্রসঙ্গত সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে শিরিন শিলা অভিনীত সিনেমা 'জিম্মি'। এতে ডিপজলের বিপরীতে অভিনয় করেছেন তিনি। এ ছাড়া বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন শহীদুজ্জামান সেলিম, মাসুম বাশার, মিলি বাশার প্রমুখ।

এবার হত্যার হুমকি পেলেন মিঠুন চক্রবর্তী

বিনোদন ডেস্ক : বলিউডের দুই সুপার স্টার শাহরুখ খান ও সালমান খানের পর এবার অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে। ১৫ দিনের মধ্যে ক্ষমা চাইতে হবে। না হলে তার অবস্থা খারাপ হবে বলে ভিডিও বার্তা দিয়েছে পাকিস্তানের গ্যাংস্টার শাহজাদ ভাট্টি। সম্প্রতি দুবাই থেকে দুটি ভিডিও প্রকাশ করেছে ভাট্টি। প্রকাশিত ভিডিওতে মিঠুনকে বেলাগাম আক্রমণের পাশাপাশি নিজের মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মিঠুনকে। পাকিস্তানি গ্যাংস্টারের এমন হুমকি প্রকাশ্যে আসার পর স্বাভাবিকভাবেই চারদিকে আলোচনা শুরু হয়েছে। তার অনুরাগীরা ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছন। গত ২৭ অক্টোবর বিজেপির এক জনসভায় অমিত শাহের উপস্থিতিতে ভাষণ দিচ্ছিলেন মিঠুন চক্রবর্তী। মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলার বিধায়ক হুমায়ূন কবিরের এক মন্তব্য তুলে ধরেন মিঠুন। যেখানে সেই নেতাকে বলতে শোনা যায়, এখানে আমরা ৭০ শতাংশ মুসলিম। হিন্দুদের কেটে ভাগীরথীতে ভাসিয়ে দেব। এই মন্তব্যের পালটা মিঠুন বলেন, 'এখানকার এক নেতা বলেছিলেন, হিন্দুদের কেটে ভাগীরথীতে ভাসিয়ে দেব। ভেবেছিলাম, মুখ্যমন্ত্রী তাকে কিছু বলবেন, বলেননি।

ক্যাপ্টেন আমেরিকার ম্যান্টেল পড়লেন অ্যান্থনি ম্যাকি

বিনোদন ডেস্ক : মার্ভেল সিনেমা মানে শুধু অ্যাকশন ও উত্তেজনাই নয়, দর্শকের জন্য থাকে নতুন কিছু গল্প। এবারও হচ্ছে না এর ব্যতিক্রম। এ ফ্র্যাঞ্চাইজির নতুন সিনেমা 'ক্যাপ্টেন আমেরিকা: ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড'। এতে প্রথমবারের মতো ক্যাপ্টেন আমেরিকার চরিত্রে দেখা যাবে অ্যান্থনি ম্যাকিকে। এর আগে সবশেষ এ চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা গেছে হলিউড অভিনেতা ক্রিস ইভানসকে। সম্প্রতি সিনেমাটির ট্রেলার প্রকাশ পেয়েছে। ট্রেলারটি ব্রাজিলের ডি২৩ ফ্যান ইভেন্টে উন্মোচন করা হয়, যেখানে অ্যান্থনি ম্যাকি ও ড্যানি রামিরেজ উপস্থিত থেকে দর্শকদের সঙ্গে মুহূর্তটি ভাগ করে নেন। ২ মিনিট ৩৮ সেকেন্ডের ট্রেলারে ম্যাকিকে দেখা যায় রেড হাল্কের বিরুদ্ধে লড়াই করতে, যেখানে রেড হাল্ক হিসেবে অভিনয় করেছেন হ্যারিসন ফোর্ড। 'ক্যাপ্টেন আমেরিকা: ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড' সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন জুলিয়াস ওনাহ এবং এতে হ্যারিসন ফোর্ড অভিনয় করেছেন 'থ্যাডিয়াস থান্ডারবোল্ট রস' চরিত্রে। গল্পে দেখা যাবে যিনি ইউএস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর ক্যাপ্টেন আমেরিকাকে সরকারি সামরিক পদে নিয়োগ দিতে চান। তবে স্যাম উইলসন 'অ্যান্থনি ম্যাকি' দায়িত্ব নেওয়ার আগে একটি বিশাল আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের তদন্ত শুরু করেন রেড হাল্ক, যা নিয়েই এগিয়ে যাবে এ সিনেমার গল্প।

৪০ শতাংশ জমিতে মুলা চাষ করেছেন কৃষক মোহাম্মদ হোসেন মিয়া। চাঙ্গিনী, কুমিল্লা,

শীতকালীন সবজি চাষে ব্যস্ত টাঙ্গাইলের কৃষকরা

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি : শীতকালীন সবজি বিক্রি করে অধিক লাভবান হওয়ার স্বপ্ন এখন কৃষকের চোখে মুখে শীতকালীন সবজি চাষে ব্যস্ত সময় পার করছে টাঙ্গাইলের কৃষকরা। চলতি বছরের অতিবৃষ্টি ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা এখন ক্ষতি পুষিয়ে নিতে শীতকালীন সবজি চাষে ঝুঁকছেন। কিছুদিনের মধ্যে তাদের উৎপাদিত সবজি নামবে বাজারে। শীতকালীন সবজি বিক্রি করে অধিক লাভবান হওয়ার স্বপ্ন এখন কৃষকের চোখে মুখে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে এবারও জেলায় বাম্পার ফলন হওয়ার আশা প্রকাশ করছেন কৃষি কর্মকর্তারা। জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যমতে, প্রতিবছর এ জেলায় উৎপাদিত সবজি জেলার চাহিদা পূরণ করে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলার চাহিদা পূরণ করে থাকে। জানা যায়, যমুনা, ধলেশ্বরী ও লৌহজং নদী বিধৌত এই জেলার ভূমিবিন্যাস উর্বর হাওয়ায় বিশেষ করে জেলার চরাঞ্চল ও সমতল উপজেলায় প্রচুর শীতকালীন শাক-সবজি চাষ হয়। এছাড়া জেলার পাহাড়ি তিন উপজেলায় প্রচুর পরিমাণে শীতের সবজি চাষ হয়। জেলা কৃষি বিভাগ সূত্র জানায়, এ বছর জেলার ১১ হাজার হেক্টর জমিতে শীতকালীন সবজি আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে সবজির ভালো ফলনের জন্য কৃষকদের সব ধরনের সহযোগিতা করা হচ্ছে। শীতকালীন সবজি চাষে ব্যস্ত টাঙ্গাইলের কৃষকরা চলতি বছর বন্যা ও অতি বৃষ্টির কারণে সবজি চাষে কিছুটা বিঘ্ন ঘটে। নষ্ট হয়ে গেছে বীজ ও চারা। এর বিরূপ প্রভাব পড়ে জেলার বাজারগুলোতে। হঠাৎ বাজারে বিভিন্ন ধরনের সবজির দাম বেড়ে যায়। বর্ষা মৌসুম কেটে যাওয়ায় কৃষকরা ক্ষতি পুষিয়ে নিতে শুরু করেছেন শীতকালীন সবজি চাষ। জেলার বিভিন্ন উপজেলায় আবাদকৃত সবজির মধ্যে আছে- ফুলকপি, পাতাকপি, মূলা, টমেটো, শিম, লাউ, পালংশাক, লালশাক, ধনেপাতাসহ হরেক রকম শাক-সবজি। সরেজমিনে দেখা গেছে, কৃষকদের মধ্যে কেউ জমি তৈরি করছেন। আবার কেউ জমিতে বীজ বা চারা রোপণ করছেন। কেউ আবার জমিতে গজিয়ে ওঠা সবজির চারা গাছের পরিচর্যা করছেন। সব মিলিয়ে কৃষকরা এখন ব্যস্ত সময় পার করছেন। জেলার ক্ষেতের পর ক্ষেত যেদিকে চোখ যায় শুধু দেখা মেলে শীতের সবজি চাষাবাদের দৃশ্য। সবজি ক্ষেত নিংড়ানো, আগাছা পরিষ্কার ও পানি দিতে ব্যস্ত কৃষক ও কৃষাণিরা। অনাগত ফসলের দিকে তাকিয়ে তাদের মুখে ফুটছে তৃপ্তির হাসি। টাঙ্গাইল সদর উপজেলার গালার চরের কৃষক বাদশা বলেন, 'অন্য ফসলের চেয়ে আমাদের এলাকায় প্রতি বছরই বাড়ছে শীতকালীন সবজি চাষের জমি। এই অঞ্চলে এক সময় প্রচুর ধান চাষ হতো। এখন আবাদি জমিতে নতুন নতুন বসতি হওয়ায় চাষের জমিগুলো সংকুচিত হয়ে পড়েছে। সেই ধান চাষের পরিবর্তে এখন এ এলাকায় হচ্ছে সবজির আবাদ।' হুগড়া ইউনিয়নের বাগুনটাল গ্রামের কৃষক মফিজ বলেন, 'অন্যান্য ফসলের চেয়ে শীতকালীন সবজি আবাদ করে বেশি লাভবান হওয়া যায়। এ কারণে আমি প্রতি বছরই সবজি চাষ করি। শীতকালে বাজারে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা থাকায় লাভবান হওয়া যায়।' কালিহাতী কৃষক শরিফ বলেন, 'আমাদের উৎপাদিত সবজি বাজারে ওঠার পরই কমে যাবে সবজির দাম। একই সঙ্গে বাজারে সবজির সংকটও কেটে যাবে। আশা করছি, এ বছর সবজি চাষে লাভবান হবো।' টাঙ্গাইলের কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সিনিয়র কর্মকর্তা ফারজানা খান জানান, এ জেলা সব ধরনের সবজি চাষের জন্য বিখ্যাত। প্রতিবছর জেলায় বিপুল পরিমাণ সবজির চাষ হয়। তাতে জেলার চাহিদা মিটিয়ে এসব সবজি রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ করা হয়।

কাপাসিয়া ও শ্রীপুরে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ক্রিড়া সামগ্রী বিতরণ

কাপাসিয়া, গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুরের কাপাসিয়া ও শ্রীপুরে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের পক্ষ থেকে ক্রিড়া সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুরে ঢাকার উত্তরাস্থ ক্যাডেট কোর সদর দফতরের বিএনসিসির ডিজি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো: মিজানুর রহমান (এন ডি সি, পি এস সি) আনুষ্ঠানিক ভাবে ফুটবল সহ বিভিন্ন ক্রিড়া সামগ্রী বিতরণ করেন। শ্রীপুরের লতিফুর গ্রামের কৃতিসন্তান ব্রিগেডিয়ার মোঃ মিজানুর রহমান তাঁর শৈশব কালের স্মৃতি বিজড়িত দস্যু নারায়ণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং লতিফপুর উচ্চ বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা তাঁকে কাছে পেয়ে খুবই আনন্দিত। প্রাক্তন শিক্ষার্থী ব্রিগেডিয়ার মিজানুর রহমানকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ নাসির উদ্দিন এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ তোফাজ্জল হোসেন। এসময় অন্যান্যের মাঝে অধ্যাপক মোঃ সালাউদ্দিন সরকার, কাপাসিয়া প্রেসক্লাবের সভাপতি সিনিয়র সাংবাদিক এফ এম কামাল হোসেন, সাংবাদিক আনিসুল ইসলাম, মোঃ রফিকুল ইসলাম, মোঃ আলম হোসেন সহ এলাকার বিভিন্ন পর্যায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অতিথি ব্রিগেডিয়ার মোঃ মিজানুর রহমান শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। সবাইকে ভালো ভাবে মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে। পড়ালেখা করার জন্য আমাদের সময় এতো বেশি সুযোগ সুবিধা ছিল না। এখন সরকারি পর্যায়ে অনেক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সবাইকে দেশ, জাতী ও সমাজের দায়িত্ব পালন করতে হবে। এই এলাকার অর্জিত সুনাম ধরে রাখতে হবে। সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উপস্থিত সবাইকে যার যার অবস্থানে সচেষ্ট থাকার আহ্বান জানান।

সুজানগরের হাটবাজারে পুঁটি মাছের দেখা নেই

সুজানগর, পাবনা প্রতিনিধি : পাবনার সুজানগরের হাটবাজারে পুঁটি মাছের তেমন দেখা মিলছেনা। এমনকি বর্ষার ভরা মৌসুমেও উপজেলার হাটবাজারে পুঁটি মাছের দেখা মেলেনি। স্থানীয় শুঁটকি ব্যবসায়ীরা পুঁটি মাছ চাতালে নিয়ে শুকানোর কারণে হাটবাজারে পুঁটি মাছের দেখা মিলছেনা বলে ভোক্তাদের অভিযোগ। জানা যায়, উপজেলার ঐতিহ্যবাহী গাজনার বিল সংলগ্ন চরদুলাই, হাটখালী, সুজানগর মসজিদপাড়া, ভাটিকয়া এবং শাড়ীরভিটাসহ বিভিন্ন এলাকায় গড়ে উঠেছে শুঁটকির চাতাল। মৎস্যজীবীরা গাজনার বিলসহ অন্যান্য বিল থেকে পুঁটি মাছ ধরামাত্রা এক শ্রেণির শুঁটকি মাছ ব্যবসায়ী তাদের কাছ থেকে চড়াদামে কিনে ওই সকল চাতালে নিয়ে যায়। ফলে হাটবাজারে পুঁটি মাছ পাওয়া যাচ্ছেনা। উপজেলার হাটখালী গ্রামের আব্দুস সালাম বলেন বৃহত্তর গাজনার বিলসহ আশপাশের বিভিন্ন বিলে প্রচুর পরিমাণে পুঁটি মাছ আছে। স্থানীয় মৎস্যজীবীদের জালে প্রতিদিন শত শত মণ পুঁটি মাছ ধরা পড়ছে। কিন্তু ওই মাছ হাটবাজারে উঠছেনা। হাটবাজারে যাওয়ার আগেই শুঁটকি ব্যবসায়ীরা বিল থেকে পুঁটি মাছ কিনে সরাসরি শুঁটকির চাতালে নিয়ে যাচ্ছে। গাজনার বিলপাড়ের দুলাই গ্রামের আব্দুর রশিধ বলেন বর্ষা মৌসুম শেষ হয়ে শুষ্ক মৌসুম আসলেও হাট-বাজারে পুঁটি মাছের তেমন দেখা নাই। অথচ গাজনার বিলসহ আশপাশের ৭/৮টি বিলে পর্যাপ্ত পুঁটি ধরা পড়ছে। কিন্তু শুঁটকি ব্যবসায়ীরা বিল থেকে পুঁটি মাছ কিনে নিয়ে যাওয়ায় আমরা হাটবাজারে পুঁটি মাছ পাচ্ছিনা। একই এলাকার ভ্যান চালক আব্দুল লতিফ বলেন অন্যান্য মাছের চেয়ে পুঁটি মাছের দাম কম। আমরা অভাবী মানুষ বড় মাছ কিনতে পারিনা। হাটবাজারে পুঁটি মাছ উঠলে কিনে খেতে পারতাম। কিন্তু শুঁটকি ব্যবসায়ীদের কারণে তাও পারছিনা। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা নূর কাজমীর জামান খান বলেন উপজেলার খাল-বিলে প্রচুর পুঁটি মাছ আছে। কিন্তু শুঁটকি ব্যবসায়ীদের কারণে হাট-বাজারে পুঁটি মাছের আমদানি কম।

সুন্দরবনের ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসব

শরণখোলা, বাগেরহাট প্রতিনিধি : বঙ্গোপসাগর তীরে পূর্ব সুন্দরবনের শরণখোলা রেঞ্জের দুবলারচরের আলোরকোলে ঐতিহ্যবাহী সনাতন ধর্মাবল্মীদের এবারের রাস উৎসব আরমাত্র বাকি আছে ৩ দিন। আগামী ১৪ নভেম্বর থেকে ৩ দিন ব্যপি রাস উৎসব শুরু হবে। ১৬ নভেম্বর প্রত্যুষে পূণ্যার্থীদের সমুদ্র স্নানের মধ্যে দিয়ে রাস উৎসব শেষ হবে। পাপ মোচন ও মনের আশা পুরন হবে এমন আশা নিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ এ রাস উৎসবে যোগ দেন। দুবলা রাস উৎসব উদযাপন কমিটির সভাপতি ও দুবলা ফিসারমেন গ্রুপের সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা মোঃ কামাল উদ্দিন আহমেদ জানান, বঙ্গোপসাগর তীরে শতবর্ষ ধরে চলে আসা সনাতন ধর্মাবল্মীদের এ বছরের রাস উৎসব আগামী ১৪ নভেম্বর দুবলারচরের আলোরকোলে শুরু হবে। তিন দিন ধরে চলা রাস উৎসব ১৬ নভেম্বর প্রত্যুষে সাগরের প্রথম জোয়ারে লোনাজলে পূণ্যার্থীদের সমুদ্র স্নানের মধ্যে দিয়ে শেষ হবে। উৎসব উপলক্ষে সনাতন ধর্মাবল্মীদের পুজা অর্চনার জন্য আলোরকোলে অস্থায়ীভাবে মন্দির নির্মাণ করে সেখানে রাধাকৃষ্ণের প্রতিমা স্থাপন করা হয়েছে। রাস উৎসব উপলক্ষে চট্রগ্রাম, ঢাকা, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, সাতক্ষীরা, খুলনাসহ দেশ বিদেশের কয়েক হাজার সনাতন ধর্মের পূণ্যার্থী দুবলার আলোরকোলে সমবেত হবেন। বনবিভাগ সূত্রে জানা যায়,আলোরকোলে রাস উৎসব নির্বিঘ্নে সফল করার লক্ষ্যে সুন্দরবন পশ্চিম বিভাগ খুলনার বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়ে আন্তঃবিভাগীয় এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বন বিভাগের খুলনা অঞ্চলের বন সংরক্ষক (সিএফ) মিহির কুমার দো। সভায় দুবলারচরে যাওয়ার জন্য সুন্দরবনের মধ্যে দিয়ে নির্ধারিত ৫টি রুট নির্ধারণ করে দেওয়াসহ পূণ্যার্থীদের বনবিভাগ থেকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। অনুষ্ঠানে শুধুমাত্র সনাতন ধর্মাবলম্বীরা যেতে পারবেন। সুন্দরবন পূর্ব বনবিভাগ বাগেরহাটের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও) কাজী মুহাম্মদ নুরুল করীম বলেন, দুবলারচরের রাস উৎসবে সনাতন ধর্মের লোকজন ছাড়া অন্য কাউকে যাওয়ার অনুমতিপত্র দেওয়া হবেনা। ১৪ নভেম্বর সকাল থেকে রাস উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ষ্টেশন অফিস থেকে পূণ্যার্থীদের অনুমতিপত্র (পাস) দেওয়া হবে। রাস উৎসবে আসা যাওয়ার সময় কেউ যাতে সুন্দরবনে অবৈধভাবে হরিণসহ বণ্যপ্রাণী শিকার করতে না পারে এবং দর্শনার্থীদের চলাচলে নিরাপত্তার জন্য বন বিভাগের পাশাপাশি র‍্যাব, কোষ্টগার্ড, পুলিশ, নৌবাহিনির টহল জোরদার থাকবে বলে জানান।

শ্রীমঙ্গলে কৃষক পেলো বোরো ধানবীজ ও অর্থ সহায়তা

শ্রীমঙ্গল, মৌলভী বাজার প্রতিনিধি : শ্রীমঙ্গলে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পুনর্বাসন কর্মসুচির আওতায় রবি মৌসুমে বোরো ধানের হাইব্রিড জাতের বীজ ২০০০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামুল্যে বিতরন এবং বসতবাড়িতে বিনামুল্যে বিভিন্ন জাতের শীতকালীন শাক- সবজির বীজ ও নগদ সহায়তা পুনর্বাসন কর্মসুচির আওতায় পাহাড়ি ঢলে ক্ষতিগ্রস্থ ৮০০ জন কৃষক-কৃষাণীর মাঝে সবজি বীজ ও নগদ অর্থ সহায়তা কার্যক্রমের উদ্বোধন হয়েছে। আজ সোমবার সকাল ১১ টায় উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন ও বাস্তবায়ন কমিটির আয়োজনে উপজেলা কৃষি অধিদপ্তরের কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব ধানবীজ, সবজি বীজ ও নগদ অর্থ বিতরন করা হয়। শ্রীমঙ্গল উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো. মহিউদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. আবু তালেব। প্রধান অতিথি কৃষক-কৃষাণীদের মাঝে এসব বীজ বিতরন করেন।

মান্দায় জমি নিয়ে বিরোধ মারধরে আহত ৩

মান্দা, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর মান্দায় জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে প্রতিপক্ষের মারধরে ৩জন আহত হয়েছেন। তাদের উদ্ধার করে মান্দা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল সোমবার বেলা ১০টার দিকে উপজেলার ভারশোঁ ইউনিয়নের ভারশোঁ মধ্যপাড়া গ্রামে মারধরের এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন, ভারশোঁ মধ্যপাড়া গ্রামের হীরেন্দ্রনাথ বারিক (৩৬), ধীরেন্দ্রনাথ বারিক (৪১) ও ধীরেন্দ্রনাথ বারিকের ছেলে সজল বারিক (২১)। আহত সজল বারিক বলেন, 'আমাদের পুকুর সংলগ্ন ১০ শতক ভিটা জমি তিন বছরের জন্য একই গ্রামের মহসীন আলী প্রামাণিককে লিজ দেওয়া হয়। সম্প্রতি এ ভিটা জমিতে মহসীন আলী নেটজাল দিয়ে ঘিরে নেয়। এনিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হলে মহসীন আলী আমাদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করে।' আহত হীরেন্দ্রনাথ বারিক বলেন, গতকাল সোমবার ওই ভিটা জমির পাশে পুকুরপাড় পরিষ্কার করতে গেলে মহসীন গংরা লাঠিসোটা নিয়ে আমাদের ওপর হামলা চালিয়ে মারধর করে। এতে আমার হাত ও দাদা ধীরেন্দ্রনাথের পা ভেঙ্গে যায়। এ প্রসঙ্গে অভিযুক্ত মহসীন আলী বলেন, ধীরেন্দ্রনাথ বারিকেরা পুকুর খননের সময় লিজকৃত সম্পত্তি থেকে বেশ কিছু অংশ কেটে নেয়। এতে জমির পরিমাণ কমে যায়। বারবার বলা সত্বেও তারা বিষয়টি সুরাহা করেনি। এনিয়ে গতকাল সোমবার উভয়পক্ষের মধ্যে মারধরের ঘটনা ঘটেছে। জানতে চাইলে মান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনসুর রহমান বলেন, বিষয়টি আমার জানা নেই। ঘটনায় এজাহার পেলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কলাপাড়ায় তিনদিন ব্যাপী কৃষি মেলা

কলাপাড়া, পটুয়াখালী প্রতিনিধি : "বৈষম্যহীন দেশের অগ্রযাত্রা নতুন ফসল যোগাবে নতুন মাত্রা"এ প্রতিপাদ্য নিয়ে পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় তিনদিন ব্যাপী কৃষি মেলা শুরু হয়েছে। গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ১০ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কৃষি মেলার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। কলাপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রবিউল ইসলামের সভাপতিত্বে মেলার উদ্বোধণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পটুয়াখালী জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কলাপাড়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ আরাফাত ইসলাম। আলোচনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পটুয়াখালী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা কৃষিবিদ খায়রুল ইসলাম মল্লিক, উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা অপু সাহা, কলাপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জুয়েল ইসলাম ও প্রেসক্লাব সভাপতি হুমায়ুন কবির প্রমুখ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে অতিথিরা মেলা ঘুরে দেখেন। মেলায় বিভিন্ন স্টলে কন্দাল জাতীয় ফসল প্রদর্শনসহ এ ফসল চাষবাসের নিয়ম, সময় ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক সারের ব্যবহার কৃষক ও কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থাপন করেন মেলা দেখতে আসা মানুষের মধ্যে। আগামী মঙ্গলবার মেলা শেষ হবে।

বরিশালে মহাসড়কের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

বরিশাল প্রতিবেদক : ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের নগরীর ব্যস্ততম রূপাতলী এলাকার জিরো পয়েন্ট এলাকা থেকে সাগরদীর পুল পর্যন্ত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে। এ সময় বুলডোজার দিয়ে সড়কের দুই পাশে থাকা অবৈধ স্থাপনাগুলো গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। গতকাল সোমবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর পর্যন্ত সড়ক বিভাগের উদ্যোগে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে । সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী নাজমুল ইসলাম বলেন, নগরীর রূপাতলী জিরো পয়েন্ট থেকে সাগরদীর পুল পর্যন্ত সড়কের দুই পাশে অবৈধভাবে বিভিন্ন দোকানপাট ও স্থাপনা গড়ে তোলা হয়। এগুলো উচ্ছেদের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ও মাইকিং করা হয়েছিলো। অনেকে তাদের স্থাপনা সরিয়ে নিয়েছে। যারা স্থাপনাগুলো সরিয়ে নেয়নি সেগুলো উচ্ছেদ করা হয়েছে। এ অভিযান পর্যায়ক্রমে অন্যান্য এলাকাতে চালানো হবে জানিয়ে নাজমুল ইসলাম আরও জানান, অভিযানে একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ প্রশাসন ও ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিটের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। অপরদিকে ভুক্তভোগীদের কেউ কেউ বলছেন, তাদের কাছে জমির কাগজ রয়েছে, আবার কেউ বলছেন তারা অগ্রিম টাকা দিয়ে দোকান বুকিং নিলেও সেই টাকা ফেরত পাননি।

সৈয়দপুরে মাদক ও সুদখোরদের উচ্ছেদের দাবিতে মানববন্ধন

সৈয়দপুর, নীলফামারী প্রতিনিধি : ওবায়দুল ইসলাম সৈয়দপুর নীলফামারীঃ নীলখামারীর সৈয়দপুরে মাদক ব্যবসায়ী ও সুদখোরদের উচ্ছেদের দাবিতে সড়ক অবরোধ ও মানববন্ধন পালন করেছে গোলাহাট এলাকাবাসী। ৯ নভেম্বর রাতে শহরের গোলাহাট কবরস্থান গেটের সামনে দুই ঘন্টাব্যাপী মানববন্ধন ও রাস্তা অবরোধ কর্মসূচী পালিত হয়। এতে সড়কের উভয় পাশে শত শত ছোট বড় যানবাহন আটকা পড়ে। তারা জানান, এলাকার চিহ্নিত সুদখোর ও মাদক কারবারী জীবন, সাগরসহ তার সাঙ্গপাঙ্গরা এলাকার এক নিরীহ ছেলে মিঠুন (২৫) কে দা দিয়ে কুপিয়ে মারাত্মক জখম করে। এতে তাঁর শরীরের বিভিন্ন স্থানে ৩৫টি সেলাই পড়ে। এর আগেও সুদ ও মাদকের প্রতিবাদ করায় বিভিন্নজনের উপর হামলা,মামলা করা হয়। তাই এলাকাবাসী একত্রিত হয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদে রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়। প্রশাসন তাদের উচ্ছেদের কার্যকর ব্যবস্থা না নিলে এলাকাবাসী মাদক বিক্রেতা ও সুদ ব্যবসায়িদের এলাকাছাড়া করবে এমন ঘোষণা দেন সড়ক অবরোধকারীরা। আহত মিঠুন এর বোন সুমি জানান, আমরা খুব গরীব। আমার ভাই ওদের মাদকব্যবসার বিরুদ্ধে স্বাক্ষী ছিল। তাঁদের বিরুদ্ধে এর আগেও ৩/৪টি মামলা রয়েছে। ওইসব মামলায় জামিন নিয়ে এসেই তাঁরা আমার ভাইকে দা দিয়ে কোপ মেড়ে গুরুতর জখম করেছে। ৩৫টি সেলাই পড়েছে আমার ভাইয়ের শরীরে। ভাইটির জীবন এখন আশংকাজনক । ন্যায্য বিচারের জন্য ওই মাদক ও সুদ ব্যবসায়ী মুরশিদ, সাগর, জীবন, সোহাগ, বাল্লি, ফকরু, অশোক, জোসনা, আনজুয়ারার বিরুদ্ধে থানায় এজাহার করেছি। আশা করি ন্যায় বিচার পাবো। সড়ক অবরোধ ও মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন সোনিয়া খাতুন, মহিলা দল নেত্রী রূপা হোসেন, জীবন, নেসার, ইকবালসহ অনেকে। সৈয়দপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) আখতার হোসেনের নেতৃত্বে প্রশাসন এসে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেয় তারা।

রাণীশংকৈলে ৭ জন ভিক্ষুককে পুনবার্সন

রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি : ঠাকুরগাঁওয়ের রাণীশংকৈল উপজেলা প্রশাসন ও সমাজসেবা কার্যালয়ের আয়োজনে গতকাল সোমবার ভিক্ষুক পুনবার্সন ও বিকল্প কর্মসংস্থান শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় ৭জন ব্যক্তি কে নতুন পেশায় নিয়োজিত করতে তাদের প্রতিজনকে ৬০হাজার টাকা করে পুনবার্সন করা হয়েছে। নতুন পেশা হিসেবে উপকারভোগী ৭জন ব্যক্তির মধ্যে চার জন কে ব্যাটারি চালিত ভ্যান,ও তিন জন কে মুনিহাড়ি দোকান করে দেওয়া হয়। উপকার ভোগী ব্যক্তিরা হলেন,উপজেলার ধর্মগড় ইউনিয়নের ধুলঝারী গ্রামের আমিনা, লেহেম্বা ইউনিয়নের পদমপুর গ্রামের মাজেরা খাতুন,কাশিপুর ইউনিয়নের বলঞ্চা গ্রামের জবাইদুর রহমান, রাতোর ইউনিয়নের ঝাড়বাড়ি গ্রামের ইউসুফ আলী, নেকমরদ ইউনিয়নের করনাইট গ্রামের হরসাদু রাম,হোসেনগাও ইউনিয়নের বাঁশবাড়ী গ্রামের সুনীল চন্দ্র বর্মন ও বাচোর ইউনিয়নের রাজোর গ্রামের বুধু রাম। এসময় বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রকিবুল হাসান, সমাজসেবা অফিসার আব্দুর রহিম,উপজেলা বিএনপিদর সভাপতি আতাউর রহমান, জামায়াতে আমির মাওলানা রফিকুল ইসলাম, সেক্রেটারি রজব আলী,উপজেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সেক্রেটারি রফিকুল ইসলাম,পৌর বিএনপিদর সাধারণ সম্পাদক মহসিন আলী,প্রেসক্লাব সভাপতি মোবারক আলী,সম্পাদক বিপ্লব সহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকগণ।

আর নয় ভিক্ষা কর্মই হোক দীক্ষা এ প্রতিপাদ্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রকিবুল হাসান ভিক্ষুকদের উদ্দেশ্যে বলেন, এখন থেকে আপনারা আর ভিক্ষাবৃত্তি করবে না, আজ থেকে আপনারা নতুন পেশায় নিয়োজিত হলেন, সঠিক সময়ে সঠিক কাজই আপনাদের উন্নতি হবে নিশ্চিত হবে।

নাগেশ্বরীতে যুব ফোরামের উদ্যোগে বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি

নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরীতে ফলজ, বনজ ও ঔষধী জাতের বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। নাগেশ্বরী পৌর যুব ফোরামের উদ্যোগে এবং মহিদেব যুব সমাজ কল্যাণ সমিতি (এমজেএসকেএস) এর সহযোগিতায় নাগেশ্বরী, ভূরুঙ্গামারী ও ফুলবাড়ী উপজেলায় ৩০টি ইউনিয়নে আম, লিচু, বকুল ও নিম গাছের ৯০০টি চারা রোপন কর্মসূচির অংশ হিসেবে গতকাল সোমবার বিকালে নাগেশ্বরী থানা চত্বরে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন নাগেশ্বরী থানার অফিসার ইনচার্জ মো. মিজানুর রহমান মিজান, সিএনবি প্রজেক্টের টেকনিক্যাল অফিসার ইলিয়াস আলী, ফিল্ড ফেসিলিটেটর মানবী কুমারী রায়, নাগেশ্বরী পৌর যুব সংগঠনের সভাপতি মেহেদী হাসান, সহ-সভাপতি শারমিন আক্তার, সাংগঠনিক সম্পাদক ফরহাদ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ মাহমুদা আক্তার ইতি প্রমুখ।

বাঘায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কাজে বাধা দেওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ

বাঘা, রাজশাহী প্রতিনিধি : রাজশাহীর বাঘা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মকর্তা, চিকিৎসক, নার্স, কর্মচারীদের সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত রোববার দুপুরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স প্রাঙ্গনে এই মানববন্ধন ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আয়োজনে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আশাদুজ্জামান আসাদ। জানা গেছে, গত শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উত্তর মিলিকবাঘা গ্রামের গোলাম মোস্তফার ৩ বছরের শিশু মোস্তাকিন হোসেন নিজ বাড়িতে অসুস্থ্য হয়ে পড়ে। পরিবারের লোকজন তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বহিরবিভাগের চিকিৎসকের কাছে নিয়ে আসেন। এ সময় জুনিয়র কনসালটেন্ট শিশু বিশেজ্ঞ ডাঃ ফেরদৌসী বেগম তাকে পর্যবেক্ষন করেন। এ সময় শিশুর খিচুনি শুরু হয়। তাকে তাৎক্ষনিক ওয়ার্ডে অক্সিজেন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। পরে সিনিয়র চিকিৎসকের পরামর্শে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। শিশুর স্বজনরা শিশুকে নিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে নিতে মারা যায়। এ সময় বহিরাগত মাইক্রো ড্রাইভার বুলবুল আহমেদ ও অনিক হোসেন শিশুর আত্নীয় পরিচয় দিয়ে স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, নার্সদের মারমুখি আচরন করে অপমান অপদস্ত করে। এ ঘটনায় ওইদিন উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান আসাদ থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। এ বিষয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আশাদুজ্জামান আসাদ বলেন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মরত চিকিৎসক, নার্স, কর্মকর্তা, কর্মচারী আন্তরিকতার সাথে জনগনের সেবা প্রদান করা হচ্ছিল। গত শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বহিরাগত মাইক্রো ড্রাইভার বুলবুল আহমেদ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এসে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ পরিচালনা করে ভাবমূর্তি নষ্ট করার হীন মানষিকতায় ভয়ভীতি প্রদর্শন, গালিগালাজ ও অশালীন আচরণ করে। বাঘা থানার ওসি আবু সিদ্দিক বলেন, অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বাবুগঞ্জ ডিগ্রী কলেজের গভর্নিং বডির মতবিনিময় সভা

বাবুগঞ্জ, বরিশাল প্রতিনিধি : বাবুগঞ্জ ডিগ্রী কলেজের নতুন গভর্নিং বোর্ডের সদস্যদের সাথে শিক্ষক-কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত রোবার কলেজ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন গভার্নিং বডির সভাপতি মোঃ আবুল কালাম আজাদ। সভায় কলেজের আয়-ব্যয়, বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা ও কলেজের শিক্ষার মান উন্নয়নে একাধিক বিষয় নিয়ে ফলপ্রসু আলোচনা করা হয়। এ সময় বাবুগঞ্জ ডিগ্রী কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য সচিব অধ্যক্ষ আ. ন. ম. আব্দুল হালিম নতুন সদস্যদের ফুলেল শুভেচ্ছা দিয়ে বরণ করে নেন। মতবিনিময় সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাবুগঞ্জ ডিগ্রী কলেজের গভার্নিং বোর্ডের সভাপতি,বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, এভারগ্রীন ট্রেডিং ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আবুল কালাম আজাদ, দাতা সদস্য ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, শিকদার ইলেকট্রনিক্সের স্বত্বাধিকারী,বাবুগঞ্জ উপজেলা বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক মোঃ আরিফুর রহমান শিমুল শিকদার, বিদ্যোৎসাহী সদস্য, সাবেক বিমান বাহিনীর কর্মকর্তা, সোয়ান গ্রুপের উপ ব্যবস্হাপনা পরিচালক, বেষ্ট ওয়ে গ্রুপের নির্বাহী পরিচালক এস এস সফিউল্লাহ্, বাবুগঞ্জ ডিগ্রী কলেজের গভর্নিং বডি সদস্য অধ্যাপক মোঃ শহিদুল ইসলাম,বাবুগঞ্জ ডিগ্রী কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ মো. মকবুল হোসেন, উপাধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ গোলাম হোসেন, অধ্যাপক মোঃ শাহে আলমসহ বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক প্রভাষকসহ শিক্ষক-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন

সরাইলের মহাসড়কে ডাকাতি প্রতিরোধে ইউএনও'র কৌশলী উদ্যোগ

সরাইল, ব্রাক্ষণবাড়িয়া প্রতিনিধি : ব্রক্ষণবাড়িয়ার সরাইলে সড়ক মহাসড়কে ডাকাতি ও ছিনতাই প্রতিরোধে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মেজবা উল আলম ভূঁইয়া কৌশলী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এরই অংশ হিসেবে তিনি ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক ও সরাইল-নাসিরনগর আঞ্চলিক সড়কের সরাইল অংশের দু'পাশের ঝোপঝাড় পরিচ্ছন্নতার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছেন। দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে কাজটি সম্পন্ন করতে নিয়মিত পরিদর্শনও করছেন। স্বস্তি প্রকাশ করছেন সড়কে চলাচলকারী চালক যাত্রী ও পথচারীরা। সূত্র জানায়, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের সরাইলের কুট্টাপাড়ামোড় থেকে বাড়িউড়া পর্যন্ত দু'পাশের ঝোপঝাড়ে সন্ধ্যার পর ডাকাত ও ছিনতাইকারীরা নিরাপদে আশ্রয় নিয়ে ওঁৎ পেতে বসে থাকে। সুযোগ পেলেই যাত্রীবাহী গাড়িতে ডাকাতি করে। নিজেদের রক্ষায় আবার ওই ঝোপঝাড়ের সহায়তায় সটকে পড়ে ডাকাতদল। অনেক সময় যাত্রীবেশে সিএনজি চালিত অটোরিকশায় করে এসে যাত্রীর সর্বস্ব লুটে মারধর করে ঝোপঝাড়ে ফেলে ডাকাতরা পালিয়ে যায়। একই কায়দায় সরাইল-নাসিরনগর সড়কের ধর্মতীর্থ এলাকা থেকে ভুঁইয়ার ঘাট পর্যন্ত সুযোগ বুঝে ডাকাতি করে ওই ঝোপঝাড়েই আশ্রয় নেয় ডাকাতরা।

শরণখোলায় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট প্রনয়ণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

শরণখোলা, বাগেরহাট প্রতিনিধ : বাগেরহাটের শরণখোলায় স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাজেট প্রনয়ণ বিষয়ক দুই দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১০ ও ১১ নভেম্বর উপজেলা অফিসার্স ক্লাবে ইউরোপিয় ইউনিয়ন এর অর্থায়নে এবং হেলভেটাস বাংলাদেশ এর সহযোগীতায় উন্নয়ন সংস্থা সিএনআরএস এবং ইভলভ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হয়।

বাউফলে ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে টাকা ছিনতাই

বাউফল, পটুয়াখালী প্রতিনিধি : পটুয়াখালীর বাউফলে আবুল কালাম ওরফে কুট্রি মল্লিক নামের এক ব্যাবসায়ীকে পিটিয়ে আড়াই লাখ টাকা ছিনিয়ে নেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে ১১ টার দিকে বাউফল পৌর শহরের লিচুতলা একালায় এ ঘটনা ঘটেছে। কুট্রি মল্লিক কালাইয়া বন্দরের মার্চেন্ট পট্টি এলাকার পাইকারি মুদি ব্যাবসায়ী । ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন বাউফল থানার ওসি মো. কামাল হোসেন। ভুক্তভোগী জানান, উপজেলা বগা বন্দরের খুচরা ব্যাবসায়ীদের থেকে পাওনা টাকা উত্তোলন করে রাত সাড়ে ১০টায় কালাইয়া বন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। সাথে তার একজন কর্মচারীও ছিলেন। পৌরশহরের লিচুতলা এলাকায় তার গাড়ির গতিরোধ করে ১৫-২০ জন দুর্বত্তরা। একপর্যায়ে তারা তাকে মারধর করে সাথে থাকা আড়াই লাখ টাকা ছিনতাই করে নেয়।ছিনতাকারীদের বয়স আনুমানিক ৩৫ থেকে ৪০ বছর। তবে কাউকেই তিনি চিনতে পারেননি।

রাতের ঘটনা হওয়ায় স্থানীয়রা কেউই কিছু বলতে পারেনি। তবে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে পুলিশ। প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজনের উদৃতি দিয়ে বাউফল থানার ওসি মো. কামাল হোসেন বলেন,ওভুক্তভোগী যেমন অভিযোগ দিয়েছে, ঘটনা তেমনই ঘটেছে। তবে অভিযুক্তরা স্থানীয় লোক না। যার কারণে প্রত্যক্ষদর্শীরাও তাদের শনাক্ত করতে পারেনি। ভুক্তভোগী এখন পর্যন্ত কোনো অভিযোগ করেননি। তারপরেও এঘটনায় জড়িতদের শনাক্তের চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

শেরপুরে গাঁজাসহ দুই কারবারি আটক

শেরপুর প্রতিনিধি : সেনাবাহিনী ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর যৌথ অভিযানে শেরপুরে ১৩ কেজি ৫শ গ্রাম গাঁজাসহ দুই কারবারিকে আটক করেছে। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত ১টার দিকে শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলার কলসপাড় ইউনিয়নের পাঁচগাও এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। আটককৃতরা হলেন, নালিতাবাড়ী উপজেলার কসলপাড় ইউনিয়নের পাঁচগাঁও দক্ষিণ নদীর পাড় এলাকার মো. মুস্তাজ আলীর ছেলে মো. জুয়েল রানা (২৭) ও একই এলাকার মৃত আব্দুল হাকিমের ছেলে মো. আয়নাল হোসেন (৫০)।

শীতকালীন সবজি শিম তোলা শুরু হয়েছে। নিজের খেত থেকে শিম তুলছেন চাষি আশরাফুল ইসলাম। প্রতি কেজি পাইকারি বিক্রি করছেন ৬০ থেকে ৭০ টাকা। রাণীপুকুর, মিঠাপুকুর, রংপুর

গ্লেন ফিলিপসের জাদুতে সিরিজে ফিরলো কিউইরা

স্পোর্টস ডেস্ক : টি-টোয়েন্টির রোমাঞ্চ বলতে যা বোঝায় সবটাই উপহার দিলো নিউ জিল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কা। তাতে হ্যাটট্রিক করলেন লকি ফার্গুসন, এরপর বল হাতে ঝলক দেখালেন গ্লেন ফিলিপস, ম্যাচ জিতে সিরিজ বাঁচালো নিউ জিল্যান্ড। দুই ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ টি-টোয়েন্টিতে ৫ রানে জিতলো নিউ জিল্যান্ড। তাতে সিরিজ শেষ হলো ১-১ সমতায়। গত রোববার ডাম্বুলায় আগে ব্যাট করতে নেমে শ্রীলঙ্কার বোলিং তোপে ১৯.৩ ওভারে ১০৮ রানেই গুটিয়ে যায় নিউ জিল্যান্ড। জবাব দিতে নেমে নিউ জিল্যান্ডের বোলিংয়ের সামনে ধ্বসে পড়ে শ্রীলঙ্কার ইনিংস। ১ বল বাকি থাকতেই তারাও গুটিয়ে যায় ১০৩ রানে। বৃষ্টির বাধায় প্রায় আধঘন্টা দেরিতে শুরু হয় ম্যাচ। ব্যাট করতে নেমে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে নিউ জিল্যান্ড। তাদের মাত্র ২ ব্যাটার দুই অঙ্কের ঘরে পৌঁছাতে পেরেছেন। বাকিরা সবাই আউট হয়েছেন মোবাইল ডিজিটের ঘরে। ম্যাচের প্রথম বলে থুশারার দুর্দান্ত ইয়র্কারে বোল্ড হন টিম রবিনসন। পরের ওভারে ফিরে যান মার্ক চ্যাপম্যান। এরপর সপ্তম ওভারে এসে কিউইদের বড় ধাক্কা দেন হাসারাঙ্গা। তিনি বিদায় করেন ফিলিপস ও ব্রেসওয়েলকে। এরপর বিদায় করেন মিচেল ও ৩০ রান করা উইল ইয়াংকে। শেষদিকে মিচেল স্যান্টনার ও জশ ক্লার্কসনের ব্যাটে কোনোমতে একশ পার করে কিউইরা। জবাব দিতে নেমে শুরুতেই চাপে পড়ে শ্রীলঙ্কাও। স্যান্টনার ফেরান কুসাল মেন্ডিসকে। এরপরই শুরু ফার্গুসনের ঝড়। একদম গতির ঝড় যাকে বলে। ষষ্ঠ ওভারের শেষ বলে কুসাল পেরেরাকে ফিরিয়ে জিইয়ে রাখেন হ্যাটট্রিকের আশা। অষ্টম ওভারে ফিরে প্রথম দুই বলে কামিন্দু মেন্ডিস ও চারিথ আসালাঙ্কাকে ফিরিয়ে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন তিনি। ৩৪ রানে ৪ উইকেট হারানো দলের একপ্রান্ত আগলে রাখেন নিসাঙ্কা। কিন্তু তাকে সঙ্গ দিতে পারেননি বাকিরা। কিউই বোলারদের ছোবল সামলে শেষ ওভার পর্যন্ত ম্যাচ টেনে নেন তিনি। কিন্তু শেষ ওভারে ফিলিপসের সামনে আর পারলেন না। ৫১ বলে ৫২ রান করেন নিসাঙ্কা। শেষ ওভারে তিন উইকেট হাতে নিয়ে শ্রীলঙ্কার প্রয়োজন ছিল ৮ রান। ফিফটি করে ক্রিজে ছিলেন নিসাঙ্কা। দ্বিতীয় বলে তাকে ফেরান ফিলিপস। সেখানেই শেষ শ্রীলঙ্কার আশা। পরের তিন বলে বাকি দুই উইকেটও তিনি তুলে নিলে অবিশ্বাস্য জয়ের আনন্দে ভাসে নিউ জিল্যান্ড। নিউ জিল্যান্ডের হয়ে ২ ওভারে ৭ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন ফার্গুসন। এদিকে ১.৫ ওভার বোলিং করে ৬ রানে সমান ৩ উইকেট শিকার করেন ফিলিপসও। দুটি উইকেট নেন মাইকেল ব্রেসওয়েল। একটি করে স্যান্টনার ও জ্যাক ফকসের।

প্রীতি ম্যাচ খেলতে ঢাকায় মালদ্বীপ ফুটবল দল

পোর্টস ডেস্ক : বাংলাদেশের বিপক্ষে দুটি ফিফা প্রীতি ম্যাচ খেলতে গতকাল সোমবার সকালে ঢাকায় এসেছে মালদ্বীপ জাতীয় ফুটবল দল। আগামীকাল বুধবার ও আগামী শনিবার বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় ম্যাচ দুটি অনুষ্ঠিত হবে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে মালদ্বীপ ফুটবল দলকে স্বাগত জানাতে বাফুফের নির্বাহী কমিটির বেশ কয়েকজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। মালদ্বীপ ফুটবল দল আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টায় বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় অনুশীলন করবে। বাংলাদেশ শেষ অনুশীলন করবে ওই দিন বিকেল পৌনে ৫টায়। দুই দলের অনুশীলনের মধ্যবর্তী সময়ে অনুষ্ঠিত হবে উভয় দলের কোচ ও অধিনায়কের অফিসিয়াল প্রেসমিট। বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের দুই ম্যাচের টিকিটের মূল্য নির্ধারণ করেছে বাফুফে। ভিআইপি টিকিটের মূল্য ৮০০ টাকা এবং গ্যালারি ৫০০ ও ৩০০ টাকা। টিকিট পাওয়া যাবে স্যোশাল ইসলামী ব্যাংক ও সাউথইস্ট ব্যাংক বসুন্ধরা শাখায়। ম্যাচ দুটি সামনে রেখে ১ নভেম্বর থেকে অনুশীলন করে আসছে বাংলাদেশ। স্প্যানিশ কোচ হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরা দুই দফায় ২৭ জন ফুটবলারকে অনুশীলনের জন্য ডেকেছেন। সেপ্টেম্বরে থিম্পুতে ভুটানের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচের পর বাংলাদেশ প্রথম মাঠে নামছে। এই দুই ম্যাচ ২০২৪ সালের শেষ খেলা বাংলাদেশের। মালদ্বীপের বিপক্ষে বাংলাদেশ সর্বশেষ ম্যাচ খেলেছিল গত বছর অক্টোবরে বিশ্বকাপ ২০২৬ এর বাছাইয়ের প্রথম রাউন্ডে। হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে ভিত্তিক দুই ম্যাচের প্রথমটি মালেতে ১-১ গোলে ড্র করেছিল বাংলাদেশ। হোম ম্যাচ ২-১ গোলে জিতে দ্বিতীয় রাউন্ডের টিকিট পেয়েছিল লাল-সবুজ জার্সিধারী-রা। আন্তর্জাতিক ফুটবলে বাংলাদেশ ও মালদ্বীপ মুখোমুখি হয়েছে ১৮ বার। ফলাফলে দুই দলের অবস্থান সমানে সমান। ৬টি করে ম্যাচ জিতেছে বাংলাদেশ ও মালদ্বীপ এবং ৬টি ম্যাচ ড্র হয়েছে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজেও অনিশ্চিত শান্ত

পোর্টস ডেস্ক : শুধু আফগানিস্তান সিরিজের শেষ ম্যাচই নয়, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দ্বিপাক্ষিক সিরিজেও অনিশ্চিত নাজমুল হোসেন শান্ত। বাংলাদেশ দলের তিন ফরম্যাটের অধিনায়কের চোট গুরুতর হওয়ায় তিনি কবে মাঠে ফিরবেন তা নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা। আফগানিস্তানের বিপক্ষে তৃতীয় ওয়ানডেতে খোদ অধিনায়ককেই পাচ্ছে না বাংলাদেশ। তবে নাজমুল হোসেন শান্তকে মাঠে দেখার অপেক্ষাটা হতে পারে আর দীর্ঘ। শুধু আফগান সিরিজই নয়, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজেও অনিশ্চিত এই ব্যাটার, এমনকি গোটা ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরেই খেলা-না খেলা ঝুলছে যদি কিন্তুর সুতোয়। শারজায় আফগানিস্তানের বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ব্যাট করার সময় কুঁচকির চোটের শিকার হন শান্ত। চোট নিয়ে বেশিক্ষণ ব্যাট করতে পারেননি, ৭৬ রানের মাথায় আউট হয়ে যান।

জয়ের ধারায় ফিরলো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড

স্পোর্টস ডেস্ক : চলতি মৌসুমে শুরুটা খুব বাজে হয়েছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের। একের পর এক হারের দায় নিয়ে চাকরি হারাতে হয়েছে কোচ এরিক টেন হাগকে। নিয়োগ দেওয়া হয়েছে নতুন কোচ। সব ঝামেলা পেছনে ফেলে জয়ের ধারায় ফিরেছে ইউনাইটেড। প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে তারা ৩-০ গোলে হারিয়েছে লেস্টার সিটিকে। গত রোববার বাংলাদেশ সময় দিবাগত রাতের ম্যাচে দারুণ খেলা উপহার দিলেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের জার্সিতে আড়াইশতম ম্যাচ খেলতে নামা ব্রুনো ফার্নান্দেজ। প্রথমার্ধে গোল পেলেন তিনি এরপর দ্বিতীয়ার্ধে একটি গোল করলেন আলেসান্দ্রো গার্নাচোও। অন্য গোলটি আত্মঘাতী। ম্যাচে সপ্তদশ মিনিটে নিজেদের প্রথম শটেই এগিয়ে যায় ইউনাইটেড। বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাকহিল ফ্লিকে পাস দেন আমাদ দিয়ালো। বল ধরে একটু সামনে এগিয়ে বক্সের বাইরে থেকে ডান পায়ের শটে দূরের পোস্ট দিয়ে ঠিকানা খুঁজে নেন ফার্নান্দেজ। গোল পেয়ে একের পর এক আক্রমণ করে যায় ইউনাইটেড। সেটা সামলাতে না পেরে আত্মঘাতী গোল খেয়ে বসে লেস্টার। ৩৮তম মিনিটে বাঁ দিক থেকে সতীর্থের ক্রসে বক্সে হেডের চেষ্টা করেন ফার্নান্দেজ। বল তার ঊরুতে লেগে লেস্টার ডিফেন্ডার ক্রিস্টিয়ানসেনের গায়ে লেগে জালে জড়ায়। দ্বিতীয়ার্ধে ৮২তম মিনিটে ইউনাইটেডের জয় প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেন গার্নাচো। ফার্নান্দেজ ক্রস দেন গার্নাচোকে। বক্সের বাইরে থেকে দারুণ শটে ওপরের কোণা দিয়ে ঠিকানা খুঁজে নেন ২০ বছর বয়সী আর্জেন্টাইন তারকা। এই জয়ে ১১ ম্যাচে চার জয় ও তিন ড্রয়ে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে ১৩তম স্থানে আছে ইউনাইটেড। সমান ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে ১৫তম স্থানে লেস্টার। ২৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে লিভারপুল। তাদের চেয়ে ৫ পয়েন্টে পিছিয়ে দুইয়ে আছে গত চার আসরের চ্যাম্পিয়ন ম্যানচেস্টার সিটি।

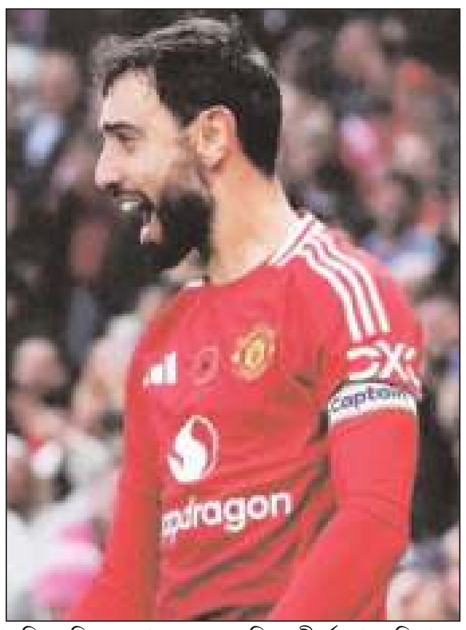

লঙ্কা টি-টেনে বাংলা টাইগার্সের হয়ে খেলবেন সৌম্য সরকার

স্পোর্টস ডেস্ক : লঙ্কা টি-টেন সুপার লিগের উদ্বোধনী সংস্করণে সাকিব আল হাসানের পর দ্বিতীয় বাংলাদেশি হিসেবে দল পেলেন সৌম্য সরকার। সাকিবকে অবশ্য সরাসরি চুক্তি আগেই দলে যুক্ত করে গল মারভেলস ফ্র্যাঞ্চাইজি। প্লেয়ার্স ড্রাফট থেকে ওপেনার সৌম্যকে কিনে নেয় হাম্বানটোটা বাংলা টাইগার্স। লঙ্কা টি-টেন লিগের প্লেয়ার্স ড্রাফটের আগেই সাকিব আল হাসানকে দলে নিয়েছে গল মারভেলস। প্লাটিনাম প্লেয়ার ক্যাটাগরিতে থাকা সাকিবকে প্রি-ড্রাফট বাছাইয়ে দলে যুক্ত করে গল ফ্র্যাঞ্চাইজি। প্লেয়ার্স ড্রাফট থেকে আরও এক বাংলাদেশি এই লিগে পায় দল। হাম্বানটোটা বাংলা টাইগার্স ফ্র্যাঞ্চাইজি ড্রাফটের টেবিল থেকে বাংলাদেশের তারকা ওপেনার সৌম্য সরকারকে দলে ভেড়ায়। বিদেশি ক্রিকেটারদের ক্যাটাগরি 'সি' তে থাকা সৌম্যকে তারা কিনে নেয় ভিত্তিমূল্যে। সবকিছু ঠিক থাকলে এবারই প্রথম কোনো বিদেশি লিগ মাতাতে যাবেন সৌম্য।

বার্সার জয়রথ থামিয়ে দিলো সোসিয়েদাদ

স্পোর্টস ডেস্ক : বার্সেলোনার সামনে সুযোগ ছিল রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে ৯ পয়েন্ট এগিয়ে যাওয়ার। তবে সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারলো না হ্যান্সি ফ্লিকের দল। মৌসুমে একের পর এক ম্যাচে দাপুটে পারফরম্যান্স উপহার দেওয়া দলটি হয়ে রইলো বিবর্ণ। বিপরীতে চেনা আঙিনায় দারুণ ফুটবল খেলে ১-০ গোলের জয় তুলে নিলো রিয়াল সোসিয়েদাদ। গত রোববার লা লিগার ম্যাচটিতে সোসিয়েদাদের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন শেরালদো বেকার। প্রথমার্ধে ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেন ২৯ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড। এই ম্যাচে ছিলেন না লামিনে ইয়ামাল। তার অভাব ভালোভাবেই অনুভব করে বার্সেলোনা। প্রতিপক্ষের মাঠে বার্সেলোনা প্রথম ভালো সুযোগ পায় ম্যাচের ত্রয়োদশ মিনিটে। তবে জাল খুঁজে নিতে পারেননি ফ্রেংকি ডি ইয়ং। এরপর লেভানডোভস্কি জাল খুঁজে নিলেও অফসাইডের বাঁশি বাজান রেফারি। আক্রমণ-প্রতি আক্রমণের ধারায় ম্যাচের ৩৩তম মিনিটে এগিয়ে যায় সোসিয়েদাদ। সতীর্থের হেড পাসে অফসাইডের ফাঁদ এড়িয়ে বক্সে ঢুকে গোলরক্ষককে ফাঁকি দেন বেকার। এই এক গোল নিয়েই বিরতিতে যায় সোসিয়েদাদ। খেলার ধার বাড়াতে দ্বিতীয়ার্ধে বদলি নামেন দানি ওলমো। ৫০তম মিনিটে পেদ্রির ক্রসে দূরের পোস্টে কুবার্সির হেড সামান্য বাইরে দিয়ে যায়। পরের মিনিটে ওইয়ারসাবালের শটে বল এক হাতে ক্রসবারের ওপর দিয়ে পাঠিয়ে ব্যবধান বাড়তে দেননি ইনাকি পেনা। শেষ দিকে বদলি নামানো হয় গাভি ও পাউ ভিক্তরকে। কিন্তু কিছু করে দেখাতে পারেননি কেউই। ফলে মৌসুমে টানা সাত ম্যাচ জয়ের পর হারের মুখ দেখলো বার্সেলোনা। এই হারের পরও ১৩ ম্যাচে ১১ জয়ে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে বার্সেলোনা। তাদের চেয়ে এক ম্যাচ কম খেলে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে গতবারের চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদ। বার্সেলোনার সমান ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে আট নম্বরে উঠেছে সোসিয়েদাদ।

অর্থনীতি

শুল্ক বাড়লে তাৎক্ষণিক প্রভাব, প্রত্যাহারের ছয় দিনেও দাম কমেনি পেঁয়াজের!

অর্থনীতি ডেস্ক : ভারত সরকার পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করা কিংবা বাড়তি শুল্ক আরোপ করার সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাইকারি ব্যবসায়ীরা দাম বাড়িয়ে ভোক্তাদের পকেট কাটেন। অথচ দেখা গেছে, বাড়তি শুল্কের পেঁয়াজ আড়তে তখনো আসেনি। যা মজুদ ছিল সেগুলোতেই বাড়তি শুল্কের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে আসছিলেন ব্যবসায়ী-রা। পেঁয়াজের দাম কমাতে গত ৬ নভেম্বর আমদানি করা পেঁয়াজে কাস্টমস শুল্ক ৫ শতাংশ ও রেগুলেটরি শুল্ক ৫ শতাংশসহ মোট ১০ শতাংশের পুরোটাই অব্যাহতি দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এ সুবিধা ২০২৫ সালের ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত বহাল থাকবে। এর ফলে দেশে শুল্কমুক্ত পেঁয়াজ আমদানির সুযোগ তৈরি হয়েছে। কিন্তু শুল্ক প্রত্যাহারের ছয় দিন পার হয়ে গেলেও এখনো পণ্যটির দাম কমেনি। ভোক্তাদের কৌতূহল, যেভাবে শুল্ক বাড়লে ব্যবসায়ীরা দাম বাড়িয়ে দেন সেভাবে শুল্ক প্রত্যাহার করা হলে দাম কেন কমান না? সাধারণ ভোক্তাদের কৌতূহলী মনের উত্তর খুঁজতে গিয়ে গত রোববার দুপুরে দেশের বৃহৎ পাইকারি বাজার খাতুনগঞ্জে একাধিক পেঁয়াজের আড়তদারের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেল, খাতুনগঞ্জে পাকিস্তান, মিসর, তুরস্ক, চীন থেকে সমুদ্রবন্দর দিয়ে আমদানি করা পেঁয়াজ যেমন আসে, তেমনিভাবে স্থলপথে মায়ানমার ও ভারত থেকেও আসে পেঁয়াজ। আর দেশে উৎপাদিত পণ্যও কমবেশি এখন সরবরাহ রয়েছে। এ ছাড়া এখানে পেঁয়াজের কমিশন এজেন্ট ও আড়তদার দুভাবে ব্যবসা করা হয়। কমিশন এজেন্টরা আমদানিকারক থেকে কেজিতে সর্বোচ্চ ৫০ পয়সা কমিশনে পণ্য আড়তদারদের কাছে বিক্রি করেন। আর আড়তদাররা বিক্রি করেন খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছে। আড়তদার ও কমিশন এজেন্ট ব্যবসায়ীদের দাবি, দাম বাড়ানোর কাজটি করেন আমদানিকারকরা। তারা ফোনে ফোনে দাম বাড়িয়ে দেন। সে দামেই এখানে পণ্য বিক্রি হয়। তাই শুল্ক বাড়লে ওই পণ্য বাজারে না আসার আগেই পণ্যের দাম বেড়ে যায়। আর শুল্ক কমালে তার প্রভাব তক্ষিণভাবে পড়ে না বাজারে। খাতুনগঞ্জের পাইকারি বাজারে বর্তমানে ভারত থেকে আমদানি করা পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ১০৫ থেকে ১০৭ টাকায়। এ ছাড়া মিসরের পেঁয়াজের কেজি ৭০-৭৫ টাকা ও পাকিস্তানি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৮৫-৯০ টাকায়। দেশীয় ও মায়ানমারের পেঁয়াজ এখন আড়তে নেই। তবে চট্টগ্রামের খুচরা বাজারে সব ধরনের পেঁয়াজের প্রতি কেজি ১১০-১১৫ টাকার নিচে মিলছে না।

বেসরকারি খাতে কমছে চাকরির সুযোগ!

অর্থনীতি ডেস্ক : বেসরকারি খাতে দিন দিন কমে যাচ্ছে চাকরির সুযোগ। অর্থনৈতিক সমীক্ষার প্রতিবেদন বলছে, গত বছরের তুলনায় বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ কমেছে দশমিক ৫০ শতাংশের বেশি। এতে যেমন নতুন নতুন কর্মসংস্থার সৃষ্টি হচ্ছে না, তেমনি কমে যাচ্ছে আগের চাকরির বাজারও। উদ্যোক্তারা বলছেন, করকাঠামো থেকে শুরু করে নীতিমালা ব্যবসাবিরোধী। অন্যদিকে অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, চাহিদা অনুযায়ী বেসরকারি খাতের জন্য প্রশিক্ষিত কর্মী সৃষ্টি হচ্ছে না। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য, দেশে বর্তমানে বেকার রয়েছে ২৫ লাখ ৮২ হাজার। এর মধ্যে উচ্চ শিক্ষা শেষ করা বেকার ৩১ শতাংশ বা প্রায় ৮ লাখ । অনেকেই বলছেন, চাকরির বাজার আর স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে রয়েছে বিস্তর ফারাক। আর এতেই তাদের পড়তে হচ্ছে ফাঁকতালে। চাকরি প্রত্যাশী সারোয়ার জামান মাহিদ জানান, তিন বছর আগে ইলেক্ট্রিক্যাল ও ইলেক্ট্রনিক প্রকৌশল বিষয়ে অনার্স-মাস্টার্স শেষ করে লড়ে যাচ্ছেন মূলত সরকারি চাকরির জন্য। বাংলাদেশ কর্ম কমিশনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি থেকে শুরু করে সুপারিশপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত ৩-৪ বছর সময় লেগে যায়। এটির অবসান হওয়া উচিত। আরেক চাকরিপ্রত্যাশী লামিয়া বলেন, সরকারি চাকরি না পেয়ে যখন বেসরকারি চাকরিতে আবেদন করি তখন অভিজ্ঞতা চায় প্রতিষ্ঠানগুলো। ফলে অভিজ্ঞতা না থাকায় সেই চাকরিও হয় না। একজন বিশ্লেষকও বলছেন, এ অবস্থা থেকে বের হতে শ্রমবাজার অনুযায়ী উচ্চ শিক্ষাকে ঢেলে সাজাতে হবে। অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক বলেন, লেখাপড়া শেষেও নিজের স্কিল বাড়াতে হবে। বাজারে চাহিদা অনুযায়ী নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে।

অক্টোবরে রপ্তানি আয় বেড়েছে ২০.৬৫ শতাংশ

অর্থনীতি ডেস্ক : দীর্ঘদিন পর দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। গত অক্টোবর মাসে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ২০.৬৫ শতাংশ বেড়ে ৪.১৩ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে এটি ছিল ৩.৪২ বিলিয়ন ডলার। গত রোববার বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) এ তথ্য প্রকাশ করেছে। ইপিবির তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই-অক্টোবরের মধ্যে রপ্তানি ১০.৮০ শতাংশ বেড়ে ১৫.৭৮ বিলিয়ন হয়েছে, যা গত অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ১৪.২৪ বিলিয়ন ডলার। এর আগে সেপ্টেম্বরে রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ৬.৭৮ শতাংশ। এ ছাড়া এই অর্থবছরে রপ্তানির প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ১২.৪ শতাংশ। রপ্তানি আয় বেড়েছে তৈরি পোশাক খাতে : চলতি অর্থবছরের জুলাই-অক্টোবরে তৈরি পোশাক খাত থেকে রপ্তানি আয় ১১.৩৮ শতাংশ বেড়ে ১২.৮১ বিলিয়ন ডলার হয়েছে, যা গত বছর একই সময়ে ছিল ১১.৫০ বিলিয়ন ডলার। ওভেন পণ্য থেকে রপ্তানি আয় ১০.৪৮ শতাংশ বেড়ে ৫.৬০ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যেখানে নিট পণ্যের রপ্তানি আয় ১২.০৮ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭.২০ বিলিয়ন ডলারে। অক্টোবর মাসে পোশাক খাত ৩.২৯ বিলিয়ন আয় করেছে, যা গত বছরের চেয়ে ২২.৮০ শতাংশ বেশি। পোশাক খাত আয়ের ভালো প্রবৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কারণ, এ খাতটি জাতীয় রপ্তানিতে সর্বোচ্চ অবদান রাখে। গ্রীষ্মের জন্য পণ্য পাঠানোর শেষ মাস ছিল অক্টোবর। অন্যদিকে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের কারণে জুলাই-আগস্টে কম চালান হয়েছে। বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) নির্বাহী সভাপতি ফজলে শামীম এহসান বলেন, 'অক্টোবরে আটকে থাকা পণ্য পাঠানো হয়েছিল, যা রপ্তানি আয়কে তীব্রভাবে বাড়িয়েছে। তবে প্রবৃদ্ধির প্রবণতা সম্পর্কে মন্তব্য করার জন্য আমাদের আগামী কয়েক মাস অপেক্ষা করতে হবে। কারণ, সেক্টরে অস্থিরতা ছিল এবং ক্রেতারা কাজের অর্ডার দিতে ধীরগতিতে চলেছিলেন।' পোশাক খাতে রপ্তানি আয় বৃদ্ধির কারণ প্রসঙ্গে ফজলে শামীম এহসান বলেন, 'আমরা এত শক্তিশালী প্রবৃদ্ধির জন্য কোনো যুক্তি খুঁজে পাইনি এবং এটি টিকবে কি না তা নিয়ে সন্দেহ আছে।

৫ কোম্পানির লভ্যাংশ ঘোষণা

অর্থনীতি ডেস্ক : পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত পাঁচটি কোম্পানির পরিচালনার পর্ষদ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য লভ্যাংশ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। কোম্পানিগুলো হলো- ইস্টার্ন কেবলস লিমিটেড, পেপার প্রসেসিং অ্যান্ড প্যাকেজিং লিমিটেড, মনোস্পুল পেপার ম্যানুফেকচারিং কোম্পানি লিমিটেড, ফাইন ফুডস লিমিটেড ও এমবি ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। গতকাল সোমবার ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই-সিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। এর আগে অনুষ্ঠিত কোম্পানিটিগুলোর পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে সর্বশেষ হিসাব বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর লভ্যাংশ সংক্রান্ত এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তথ্য মতে, ২০২৪ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত হিসাব বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে কোম্পানিগুলোর পরিচালনা পর্ষদ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য এ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে।

ইস্টার্ন কেবলস: কোম্পানিটি আলোচ্য হিসাব বছরে শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ২ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেবে। সর্বশেষ হিসাব বছরে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি মুনাফা (ইপিএস) হয়েছে ০.৫৯ টাকা। আগের হিসাব বছরের একই সময়ে কোম্পানিটি শেয়ারপ্রতি মুনাফা ছিল ০.৪৯ টাকা। গত ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) দাঁড়িয়েছে ৩৪৪.৬৩ টাকা। আগামী ২ ফেব্রুয়ারি কোম্পানিটির বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে। এর জন্য রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ১৭ ডিসেম্বর।

পেপার প্রসেসিং অ্যান্ড প্যাকেজিং: কোম্পানিটি আলোচ্য হিসাব বছরে শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ১৪ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেবে। সর্বশেষ হিসাব বছরে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি মুনাফা (ইপিএস) হয়েছে ২.৫২ টাকা। আগের হিসাব বছরের একই সময়ে কোম্পানিটি শেয়ারপ্রতি মুনাফা ছিল ১.৬৬ টাকা। গত ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) দাঁড়িয়েছে ৭২.৫৯ টাকা। আগামী ২৬ ডিসেম্বর কোম্পানিটির বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে। এর জন্য রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ১ ডিসেম্বর।

মনোস্পুল পেপার: কোম্পানিটি আলোচ্য হিসাব বছরে শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ১২ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেবে। সর্বশেষ হিসাব বছরে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি মুনাফা (ইপিএস) হয়েছে ২.৯৮ টাকা। আগের হিসাব বছরের একই সময়ে কোম্পানিটি শেয়ারপ্রতি মুনাফা ছিল ২.২৮ টাকা। গত ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) দাঁড়িয়েছে ১২.২৬ টাকা। আগামী ২৬ ডিসেম্বর কোম্পানিটির বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে। এর জন্য রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ১ ডিসেম্বর।

ফাইন ফুডস: কোম্পানিটি আলোচ্য হিসাব বছরে শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ১০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেবে। সর্বশেষ হিসাব বছরে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি মুনাফা (ইপিএস) হয়েছে ০.৮৮ টাকা। আগের হিসাব বছরের একই সময়ে কোম্পানিটি শেয়ারপ্রতি মুনাফা ছিল ০.০৭ টাকা। গত ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) দাঁড়িয়েছে ১১.৩১ টাকা। আগামী ২৭ ডিসেম্বর কোম্পানিটির বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে। এর জন্য রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ১ ডিসেম্বর।

এমবি ফার্মাসিউটিক্যালস: কোম্পানিটি আলোচ্য হিসাব বছরে শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ১০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেবে। সর্বশেষ হিসাব বছরে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি মুনাফা (ইপিএস) হয়েছে ৪.০৩ টাকা। আগের হিসাব বছরের একই সময়ে কোম্পানিটি শেয়ারপ্রতি মুনাফা ছিল ৩.৭৯ টাকা। গত ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) দাঁড়িয়েছে ১২.২৬ টাকা। আগামী ২৪ ডিসেম্বর কোম্পানিটির বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে।

ঘোষণার পরেও শুরু হয়নি সুলভ মূল্যে ডিম বিক্রি

অর্থনীতি ডেস্ক : রাজধানীর দুই সিটি করপোরেশনে ১৩টি সাবস্টেশনে সুলভ মূল্যে গত রোববার থেকে ডিম বিক্রির কার্যক্রম শুরু হওয়ার কথা জানিয়েছিল জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। তবে নির্ধারিত বিভিন্ন এলাকা ঘুরে এসব কার্যক্রম দেখা যায়নি। সুলভ মূল্যে ডিম বিক্রির কার্যক্রমের দায়িত্বে আছে পোলট্রিশিল্পের উদ্যোক্তাদের সংগঠন ব্রিডার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এবং জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। ব্রিডার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের নেতারা বলছেন, বাজারে ডিমের দাম কমে যাওয়ার কারণে সুলভ মূল্যে ডিম বিক্রির কার্যক্রম আলাদাভাবে শুরু করা যায়নি। পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতাদের মাধ্যমে সুলভ মুল্যে এসব ডিম বিক্রি করা হচ্ছে। ট্রাক সেল বা বুথ বসিয়ে এসব ডিম বিক্রি করা হচ্ছে না। জানা গেছে, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের তেজগাঁও বাজার, মিরপুর-১, মিরপুর-১০, মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেট, সাদেক খান কৃষি মার্কেট (মোহাম্মদপুর) ও উত্তরা-১০ (খামারপাড়া রোড) স্থানগুলোয় এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের কাপ্তান বাজার, নিউ মার্কেট, খিলগাঁও, জুরাইন, কোনাপাড়া, সারুলিয়া, শনির আখড়া, চিটাগাং রোডসহ ১৩টি কেন্দ্রে প্রতিদিন ২০ লাখ ডিম সরাসরি উৎপাদক থেকে এজেন্ট বা ডিলারের মাধ্যমে ভোক্তাদের জন্য সরবরাহ করা হওয়ার কথা ছিল। সরেজমিনে গত রোববার দুপুরে রাজধানীর তেজগাঁও বাজারে গিয়ে সুলভে ডিম বিক্রির কোনো কার্যক্রম দেখা যায়নি।